আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

আগস্ট, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

আগস্ট, ২০২০ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে আগস্ট, ২০২০ 5
৩০শে আগস্ট, ২০২০ 13
২৯শে আগস্ট, ২০২০ 20
২৮শে আগস্ট, ২০২০ 26
২৭শে আগস্ট, ২০২০ 28
২৬শে আগস্ট, ২০২০ 32
২৫শে আগস্ট, ২০২০ 38
২৪শে আগস্ট, ২০২০ 47
২৩শে আগস্ট, ২০২০ 48
২২শে আগস্ট, ২০২০ 54
২১শে আগস্ট, ২০২০ 72
২০শে আগস্ট, ২০২০ 87
১৯শে আগস্ট, ২০২০ 88
১৮ই আগস্ট, ২০২০ 98
১৭ই আগস্ট, ২০২০ 119
১৬ই আগস্ট, ২০২০ 136
১৫ই আগস্ট, ২০২০ 143
১৪ই আগস্ট, ২০২০ 148
১৩ই আগস্ট, ২০২০ 153
১২ই আগস্ট, ২০২০ 156
১১ই আগস্ট, ২০২০ 164
১০ই আগস্ট, ২০২০ 172
০৯ই আগস্ট, ২০২০ 174
০৮ই আগস্ট, ২০২০ 180
০৭ই আগস্ট, ২০২০ 185
০৬ই আগস্ট, ২০২০ 187
০৫ই আগস্ট, ২০২০ 197

০৪ঠা আগস্ট, ২০২০ 201
০৩রা আগস্ট, ২০২০ 206
০২রা আগস্ট, ২০২০ 213

৩১শে আগস্ট, ২০২০

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কাবুল সরকারের ৫৮ সৈন্য নিহত, সামরিক ঘাঁটি বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৫৮ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে।

৩১ আগস্ট সোমবার, আফগানিস্তানের বলখ, তাখার ও লোগার প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় কাবুল বাহিনীর এসকল সৈন্য নিহত হয়েছিলো।

এর মধ্যে বলখ প্রদেশের প্রাণকেন্দ্রে অভিস্থিত মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে সফল আভিযান পরিচালনার মাধ্যমে একটি ঘাঁটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় তালেবান মুজাহিদদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় কাবুল সরকারের ১০ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা জীবন বাঁছাতে ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে।

এদিকে গত কিছুদিনে মুজাহিদদের হাতে বিজয় হওয়া তাখার প্রদেশের এলাকাগুলো পূণরুদ্ধার করতে ৩১ আগস্ট শেষ রাতে কাবুল সরকারে ভাড়াটে সৈন্যরা হামলা চালানোর চেষ্টা করে। বিশেষ করে মুরতাদ বাহিনী ফারখার জেলার নাহরব নামক হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলটি দখলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তালেবান মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের মূখে তাদের সেই স্বপ্ন আর পুরণ হয়নি। বরং মুজাহিদদের হাতে মাইর খেয়ে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১২ সৈন্য নিহত এবং ১৭ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছিল। ধ্বংস হয়েছিল মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক।

এমনিভাবে লোগার প্রদেশের বারকি-বারাক জেলায় মুজাহিদদের সাথে দুই দফায় লড়াই হয় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর। এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় কাবুল বাহিনীর ১২ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছিলো আরো ৫ এরও অধিক। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও ২টি সামরিকযান।

পাকিস্তান | টিটিপির বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি কাফেলায় আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবারের এ হামলায় ১৫ এরও অধিক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্তের সুর তেজা এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। মূলত মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের উপর আক্রমণের লক্ষ্যে ঐ এলাকার দিকে যাচ্ছিলো। কিন্তু মুরতাদ

বাহিনীর এই হামলার সংবাদ মুজাহিদগণ আগেই পেয়ে যান, যার ফলে মুজাহিদগণ পূর্ব থেকেই মুরতাদ বাহিনীকে মোকাবেলার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

যখনই মুরতাদ সৈন্যরা মুজাহিদদের কাছাকাছি চলে আসে, মুহূর্তেই মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৫টি দেহ মাটিতে ছিটকে পড়ে। আর ১০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়, ধারণা করা হচ্ছে হতাহতদের মাঝে অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

এনিয়ে চলিত সপ্তাহের শুরুতেই দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এবং বাজৌর এজেন্সিতে মুজাহিদদের চারটি হামলার শিকার হয়েছে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী। যাতে মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছিল।

এটি লক্ষ করা উচিত যে টিটিপির নতুন প্রান্তিককরণ এবং জোটবদ্ধ হওয়ার পরে তাদের আক্রমণগুলিতে একটি নতুন তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে , যা নাপাক সেনাবাহিনীর ভীত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ২ অফিসারসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টর্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ অফিসারসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিশদ বিবরণ থেকে জানা গেছে, গত ৩০ আগস্ট রবিবার দুপুর ১২ টায়, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে সফল আক্রমণ চালান টিটিপির জানবাজ মুজাহিদগণ।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় দুই অফিসার (নাদিম এবং ল্যান্স কমান্ডার মাসউদ) সহ ১১ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য। আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

অন্যদিকে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকারমূলক বার্তায় জানান যে, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে নাপাক সেনারা আমাদের দুই সাথীকে শহীদ করেছিল। আর উক্ত শহিদদের রক্তের প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যদিও উক্ত শহিদ মুজাহিদদের হামলায় নাপাক বাহিনীরও কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিলো।

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১টি সামরিকযান ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও বুর্কিনা-ফাসো সীমান্তে মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন 'জিএনআইএম' এর জানবাজ মুজাহিদিন।

আফ্রিকা ইনফো এর খবরে বলা হয়েছে, গত ২৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মালি ও বুর্কিনা-ফাসো সীমান্তের কুরু এলাকায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদিন। মুরতাদ সৈন্যরা যখন ঐ এলাকার সড়ক অতিক্রম করছিলো তখনই মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে বোমা হামলার পাশাপাশি গুলি চালান মুজাহিদগণ। মালিয়ান সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, উক্ত হামলায় তাদের ৪ সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবি করছে, এই হামলায় কমপক্ষে মালিয়ান বাহিনীর ১০ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

মালি | সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যেই মুজাহিদদের হামলা, ৯৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবাজ মুজাহিদদের পৃথক কয়েকটি হামলায় মালির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ৯৪ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, মালিতে সামরিক অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই দেশটিতে বড়ধরণের হামলা চালাতে শুরু করেছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা। দেশটির চলমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলি থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা তুলছেন মুজাহিদগণ।

এরই ধারাবাকিতায় গত ২৮,২৯ ও ৩০ আগস্ট পর্যন্ত মালিতে বড় বড় কয়েকটি অভিযানও পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা যোদ্ধারা। এর মধ্যে শুধু মুবটি রাজ্যে বিগত দিনগুলোতে ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তাঁরা। যার ফলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৬২ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৩২ এরও অধিক।

ইতোমধ্যে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী দুটি হামলার সংবাদ নিশ্চিত করেছে। তাদের ভাষ্যমতে যার একটিতে ৩ সৈন্য নিহত এবং ১৬ সৈন্য আহত হয়েছে। অপর হামলায় ৬ সৈন্য নিহত এবং ১২ সৈন্য আহত হয়েছে।

এসকল সফল অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী গনিমত লাভ করেছে, এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে- ৩টি সামরিকযান, ৬টি গুলাবারুদে পরিপূর্ণ বক্স, ১০টি ক্লাশিনকোভ। অপরদিকে মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি সামরিক ট্রাক ও ২টি সামরিকযান সহ অগণিত অস্ত্র ও গুলাবারুদ।

আমেরিকায় শিক্ষকদের আগাম অবসর, চাকরি ছাড়ার হিড়িক

নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধেই শুরুর পরিকল্পনা ঘোষণায় শিক্ষকরা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। ইতোমধ্যেই যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে, তার মধ্যে বেশ কটিতে করোনা সংক্রমণের হার উদ্বেগজনক-ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ অবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং হাইস্কুলে ক্লাস শুরু হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে আশঙ্কায় অনেক শিক্ষক অবসর গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ চাকরি ছেড়ে দেয়ার দরখাস্তও করেছেন। কিন্ডার গার্টেন থেকে দ্বাদশ গ্রেডের শিক্ষকেরাই চাকরি ছাড়া অথবা অবসর গ্রহণের অধিক আবেদন করছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের আতঙ্ক এভাবে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ধরনের হতাশায় ফেলেছে বলে শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, ইউনিভার্সিটি অব অ্যালাব্যামায় সম্প্রতি ক্লাস শুরু হয়েছে। সেখানে এখন করোনাভাইরাস পজিটিভ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। আর স্টাফদের ১৬৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ফল পজিটিভ এসেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট স্টুয়ার্ড বেল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আমরা করোনাভাইরাস সংক্রমণের যে ঊর্ধ্বগতি দেখছি তা মেনে নেওয়া যায় না। এ পরিস্থিতিতে আমরা ক্যাম্পাসে আমাদের সেমিস্টার শেষ করতে পারব কিনা তা নিয়ে শঙ্কিত। এখন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময়।'

অ্যালাব্যামা ছাড়াও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭৪ জন করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। জর্জিয়া কলেজ এন্ড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শনাক্ত হয়েছে ৫৩৫ জন এবং নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে নতুন দুটি গুচ্ছ সংক্রমণ ধরা পড়েছে। অর্থাৎ গত মার্চে যে আশংকায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল, তা এখনও দূর হয়নি বলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করছেন।

এরপরেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চাঙ্গা করতে যেভাবে লকডাউন শিথিলের ঘটনা ঘটেছে, একইভাবে লকডাউনে থাকতে থাকতে তরুণ প্রজন্মে সৃষ্ট হতাশা-দুশ্চিন্তা দূর করতে কর্তৃপক্ষ স্কুল/কলেজ/ভার্সিটি খোলা-কে গুরুত্ব দিচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন স্থানের শিক্ষকরা ক্লাস শুরুর আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ তথা করোনা মুক্ত হিসেবে নিশ্চয়তা বিধানের দাবি জানিয়েছেন।

অন্যথায় তারা ক্লাসে যাবেন না বলেও হুমকি দিয়েছেন। অনেক সিটির শিক্ষক সমিতি ধর্মঘটের হুমকিও দিয়েছেন। তারা করোনাভাইরাসের সংক্রমণ একেবারেই কমেছে এবং ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে-এমন সময়ে ক্লাস শুরুর পরামর্শ দিয়েছেন। কিছু কিছু স্টেট প্রশাসন সে অনুরোধে সাড়া দিলেও অধিকাংশেই এখন পর্যন্ত করোনা বিস্তার রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ফ্লোরিডা স্টেটের শিক্ষকেরা উল্লেখ করেছেন, ঘরে বসে দিনভর অনলাইনে ক্লাস পরিচালনায় তারা হাঁপিয়ে উঠেছেন। আরিজোনা হাই স্কুলের শিক্ষকরা বলেছেন যে, কর্তৃপক্ষ চাপ দিচ্ছেন স্কুল খোলার জন্যে। এটি কোনভাবেই নিরাপদ নয় ছাত্র-শিক্ষকের জন্যে। এ অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেয়ার বিকল্প নেই। সবচেয়ে বেশী

উদ্বেগ বিরাজ করছে নিউইয়র্কের শিক্ষকদের মধ্যে। ১০ সেপ্টেম্বর স্কুল খোলার তারিখ ধার্য করা হয়েছে সকল অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে।

এর ফলে আগাম অবসরে যাবার ঘটনা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২০% বেড়েছে। জুলাই থেকে মধ্য অগাস্ট পর্যন্ত ৬৫০ জন শিক্ষক অবসরে যাবার আবেদন জানিয়েছেন বলে শিক্ষা বিভাগের সূত্র জানায়। ফ্লোরিডার একটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টের ৫৮ জন অবসরে এবং ২৫২ জন চাকরি ছেড়ে দেয়ার দরখাস্ত দিয়েছেন। .

এদিকে জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হিসাবে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে ৬০ লাখের বেশি মানুষ। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৮৩ হাজার জনের। বিডি প্রতিদিন

নির্মাণ কাজ শেষ না হতেই বিধ্বস্ত দেয়াল

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের জোবারপাড় (রামদেবেরপাড়) গ্রামের অসহায় অনন্ত বাড়ৈ গৃহহীন থাকায় একটি প্রকল্প থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তাকে একটি ঘর তৈরির জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ হয়। কাজের ঠিকাদার উপজেলার গৈলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও গৈলা ইউপি সদস্য তরিকুল ইসলাম চাঁন। নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে বসত ঘর নির্মাণ কাজের শুরুতেই দেয়াল ধসে পড়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের জোবারপাড় (রামদেবেরপাড়) গ্রামের অসহায় অনন্ত বাড়ৈ জানান, আগৈলঝাড়া উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চৌধুরী রওশন ইসলাম অসহায়দের ঘর নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করেন একই উপজেলার গৈলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও গৈলা ইউপি সদস্য ঠিকাদার তরিকুল ইসলাম চাঁনকে। ঠিকাদার চাঁন কাজের ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার থেকে তার ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ঠিকাদার নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করায় নির্মাণাধীন ঘরের পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশের দেয়াল বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিধস্ত হয়েছে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য প্রদীপ রায় বলেন, কাজের গুণগত মান নিয়ে কথা বলায় ঠিকাদার তরিকুল ইসলাম চাঁন আমাকে গালমন্দ করেছেন।

এ ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোশাররফ হোসাইন বলেন, আমি সরেজমিন দেখে এসেছি। অদক্ষ নির্মাণ মিস্ত্রির জন্য এই ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ কমিটির সাথে আলোচনা করব। তার পরে কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঠিকাদার পুনরায় কাজ করে দেবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার চৌধুরী রওশন ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ঘর নির্মাণ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সরেজমিন বিষয়টি দেখে রিপোর্ট দেওয়ার পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই পর্যন্ত ঠিকাদারের কাজ বন্ধ থাকবে। কালের কণ্ঠ

নাটোরে ব্যবসায়ীকে কোপাল সন্ত্রাসীরা

নাটোর শহরের কানাইখালী কেন্দ্রীয় মসজিদ মার্কেটের ভেতরে আব্দুস সালাম নামে একজন ব্যবসায়িকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে। রাত সাড়ে ৯টার দিকে মসজিদ মার্কেটের বেশিরভাগ ব্যবসায়িরা চলে গেলে বর্ষা মোবাইল সেন্টারে বসে কথা বলার সময় মাস্কপড়া মুখোশধারীরা এ হামলা চালায়।

গুরুতর আহত সালামকে প্রথমে নাটোর ও পরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে কি কারণে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে তা জানাতে পারেনি কেউ। আহত আব্দুস সালাম শহরের বড়গাছা এলাকার মুদি ব্যবসায়ী এবং আলাইপুর রিলাক্স ল্যাবরেটরির কর্মচারী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আব্দুস সালাম রাত সাড়ে ৯টার দিকে বর্ষা মোবাইল সেন্টারে বসে কথা বলার সময় মাস্কপড়া মুখোশ ঢাকা দুজন দুর্বৃত্ত সেখানে যায়। তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে তারা আব্দুস সালামকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় আব্দুস সালাম মসজিদ মার্কেটের বাইরে বেরিয়ে এলে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কালের কণ্ঠ

বেহাল দশা বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কের

বরগুনা জেলার বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কটি সঠিকভাবে নির্মাণ না করায় নিয়মিত পণ্যবাহী ট্রাক ও যাত্রীবাহী ঢাকাগামী পরিবহন চলাচলে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এতে সবধরনের যানবাহনসহ ও জনসাধারণ চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সড়ক ও জনপদ বিভাগ ২০১৭ সালের জুন মাসে বেতাগী বাসস্ট্যান্ড থেকে পায়রাকুঞ্জ ফেরিঘাট পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার পুনঃসংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করেন। এতে ৯ কোটি ৭২ লাখ ৭৬ হাজার টাকার অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরিশালের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে কাজ শেষ করে।

গত ক'দিন একটানা বর্ষণে সড়কে পানি জমে ছোট-বড় ৫ শতাধিক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গর্তে পানি জমে চরম দুর্ভোগে পড়েছে চলাচলকারীরা। গাড়িচালকসহ যাতায়াতকারী সবার বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে।

সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলীর তদারকবিহীন, নিম্নমানের পাথর-খোয়া ও কাদা মিশ্রিত বালির সঙ্গে লোকাল বালির সংমিশ্রণ ও সামান্য বিটুমিন মিশ্রণে সড়কের কাজ করা হয়। খান ইন্ডাস্ট্রিয়ালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মাহফুজ খান বলেন, পটুয়াখালী-বেতাগী সড়কের ৬০ ভাগ কাজ মির্জাগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিক এবং বেতাগী বাসস্ট্যান্ড থেকে বেইলি ব্রিজ পর্যন্ত ও বাজারসংলগ্ন এলাকার বাকি ৪০ ভাগ কাজ বেতাগী পৌরসভার মেয়র এ বি এম গোলাম কবির সাব-ঠিকাদার হিসেবে কাজ করেন। কালের কণ্ঠ

রাজধানীতে ছিনতাইকারীদের উৎপাত বেড়েছে

রাজধানীতে আবারো ছিনতাইকারীদের উৎপাত বেড়ে গেছে। চলতি মাসে ১০ থেকে ১২টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সব ঘটনায় অনেকজন হতাহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার বিকেলে রাজধানীর ওয়ারী বড়গ্রাম এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে মুন্না (১৭) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় তার মামাতো ভাই শাহীন আলম (১৭) গুরুতর আহত হয় ।

আহতদের স্বজন শাওন আহমেদ জানান, দুপুরে মুন্না ও শাহীন মিলে মোটরসাইকেল করে ঘুরতে বের হন। বিকেলে বনগ্রাম এলাকায় গেলে সেখানে কয়েকজন ছিনতাইকারী তাদেরকে ছুরিকাঘাত করে মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। পরে আহতাবস্থায় পথচারীরা তাদেরকে উদ্ধার করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে ন্যাশনাল হাসপাতাল থেকে তাদেরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুন্নাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মুন্নার বাবা মনিরুল ইসলাম জানান, মুন্না বাসের হেলপার হিসেবে কাজ করতো এবং শাহীন ওয়ার্কশপে কাজ করে। বিকেলে ওরা দু’জন মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়। এরপর লোক মারফত শুনতে পাই ছিনতাইকারীরা মুন্না ও শাহীনকে ছুরি মেরেছে।

এদিকে রোববার দুপুরে দিকে লালবাগ কেল্লার মোড়ে বাপ্পী, সাগর ও আবেদ এই তিন বন্ধুকে ৫/৬ জন ছিনতাইকারী ছুরিকাঘাত করে তাদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া জানান, রাজধানীতে ছিনতাইকারীদের উৎপাত বেড়ে গেছে। চলতি মাসে প্রায় ১০ থেকে ১২টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে ও মারধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক হতাহত হয়ে ঢামেক হাসপাতালে এসেছেন। নয়া দিগন্ত

কাশ্মীরে শত শত মানুষের ওপর ভারতীয় মালাউন বাহিনীর ছররা গুলি, ৪০ আহত

কাশ্মীরে শত শত মানুষের ওপর ভারতীয় বাহিনীর ছররা গুলিতে ৪০ জন আহত হয়েছে।

এসব মানুষের ওপর কাশ্মীরে ভারতের দখলদার মোদী বাহিনী হিসেবে পরিচিত পুলিশ পেলেট গান, টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে বলে জানা গেছে।

কাশ্মীরী মিডিয়া সূত্রের বরাতে এক্সপ্রেস ট্রিবিউন উর্দূ জানায়, ভূ-স্বর্গ খ্যাত উপত্যকাটির প্রধান শহর শ্রীনগরের উপকণ্ঠের বেমিনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শত শত মানুষকে ভারতীয় পুলিশ পেলেট গান, টিয়ারগ্যাস ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এতে কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ সাঁজোয়া যান নিয়ে মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ও ছররা গুলি ছুড়ে।

সে সময় বিক্ষোভকারীদের অনেকেই কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনের অবসানের দাবিতে স্লোগানও দেন।

শ্রীনগরের হাসপাতাল কর্মীদের বরাতে মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, আহত অন্তত ৩০ জন সেখানে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এছাড়া অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন।

পানি নিয়ে গ্রিসের সাথে বাকযুদ্ধে তুরস্ক

গ্রিস আইওনিয়ান সাগরের পানি সীমা বাড়ানোর যে পরিকল্পনা করছে তাতে যুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত চাভুসওগ্লু। গতকাল শনিবার তিনি বলেন, ওই সাগরে গ্রিসের পানিসীমা ৬ নটিক্যাল মাইল থেকে বাড়িয়ে ১২ নটিক্যাল মাইল করা হলে তা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে।

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রিসকে সতর্ক করে বলেন, গ্রিস পানিসীমা বাড়িয়ে ১২ মাইল করতে পারে না।

ভূমধ্যসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান নিয়ে সম্প্রতি গ্রিস ও তুরস্কের সঙ্গে উত্তেজনা বেড়েছে। এর মধ্যেই অ্যাথেন্সের এমন পদক্ষেপ নতুন করে উত্তেজনা বাড়িয়েছে।

গ্রিসের একটি পত্রিকায় সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্রিয়াকোস মিতসোটাকিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, গ্রিস সরকার আইওনিয়ান সাগরে ইতালির মুখোমুখি আঞ্চলিক জলসীমা দ্বিগুণ করার একটি বিল জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য সামুদ্রিক এলাকায় গ্রিস তার আঞ্চলিক জলসীমা বাড়াবে।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে গ্রিসকে সরাসরি সমর্থন দিচ্ছে ফ্রান্স। এ প্রসঙ্গে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ফ্রান্স ইউরোপীয় নেতৃত্ব নিয়ে খেলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্রান্স বাহিনী তৈরি করতে চায়। আমাদের সময়

ঢাকায় দুই ভাইকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ছিনতাই

রাজধানীর ওয়ারীতে দুই ভাইকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মুন্না (১৭) নামে একজন নিহত হয়েছেন। তার চাচাতো ভাই শাহিন (১৮) আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ রোববার আসরের নামাজের পরে ওয়ারী থানাধীন, মেথর পট্টির পাশে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মুন্না চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার চাচাতো ভাই শাহিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া। তিনি বলেন, ‘নিহত মুন্নার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবিহিত করা হয়েছে।’

নিহতের স্বজনদের বরাত দিয়ে পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, ‘তারা দুজন মোটরসাইকেল দিয়ে যাওয়ার পথে তাদের পথরোধ করে তাদেরকে আহত করে মোটরসাইকেলটি নিয়ে যায়।’

জানা যায়, নিহত মুন্না পুরানো ঢাকার লালচান মহন রোডের বাসিন্দা মনিরুল ইসলামের ছেলে। তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে। আমাদের সময়

৩০শে আগস্ট, ২০২০

নরসিংদীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে গুলি করে হত্যা

বিরোধের জের ধরে নরসিংদীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আমির হোসেন (৩৫) নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পৌর শহরের ব্রাহ্মন্দী খালপাড় এলকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আমির হোসেন (৩৫) শহরতলীর চিনিশপুর ইউনিয়নের ঘোড়াদিয়া সংগীতা এলাকার ফাইজউদ্দিনের ছেলে।

নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে নরসিংদী সদর মডেল থানার ওসি বিপ্লব কুমার দত্ত চৌধুরী জানান, পাওনা টাকা নিয়ে আমির হোসেনের সঙ্গে শাহীন নামে একজনের বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে রোববার

ভোরে শাহিন আমির হোসেনকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। পরে শহরের খালপাড় কলেজ রোডে এলাকায় তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আমির হোসেনকে গুলি করে পালিয়ে যান শাহিন। তবে আসামিকে এখনো গ্রেফতার করেনি পুলিশ। যুগান্তর

মুসলিম ব্রাদারহুডের শীর্ষ নেতা মাহমুদ এজ্জাত গ্রেফতার

মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারমান হিসেবে মাহমুদ এজ্জাত দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০১৩ সালে মুসলিম ব্রাদারহুডের আরেক শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ বদিকে গ্রেফতারের পর মাহমুদ মিসরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ৭৬ বছরের মাহমুদ এজ্জাতকে কায়রোর উত্তরে নিউ কায়রোর একটি এ্যাপার্টমেন্ট থেকে গ্রেফতারের কথা জানায়। ওই এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেশকিছু কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও দলটির বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা হয়।

২০১৩ সালে মুসলিম ব্রাডারহুডের একাধিক শীর্ষনেতা যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাদের অন্যতম হচ্ছেন মাহমুদ। মুসলিম ব্রাদারহুডের পক্ষ থেকে মাহমুদকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে মাহমুদ এজ্জাত জটিল রোগে ভুগছেন এবং তার ওপর নির্যাতন বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের শামিল। মিসরের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি, সাবেক এমটি এসাম এল-এরিয়ানসহ একাধিক মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা কারাগারে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে। ২০১৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিসরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তা সিসি ক্ষমতায় আসেন এবং মুসলিম ব্রাদারহুড নেতাকর্মীদের ওপর নিষ্পেষণ শুরু করেন। ২০১৪ সালে সিসি প্রেসিডেন্ট হবার পর এপর্যন্ত মুসলিম ব্রাদারহুডের ৬০ হাজার নেতা-কর্মীকে কারাগারে আটক করা হয়েছে। ডেইলি সংগ্রাম

নিজের স্ত্রীকে হত্যা এক পুলিশ সদস্যের

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার চরকালীগঞ্জ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে দুজনকে আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের চরকালীগঞ্জ গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে পুলিশ সদস্য মনিরুল ইসলাম (২৬)। তাঁর সঙ্গে একই ইউনিয়নের রামকান্তপুর গ্রামের শফিকুল ইসলামের মেয়ে সুরভী আক্তারের দুই বছর আগে বিয়ে হয়। হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার থেকে সুরভী নিখোঁজ হয়। এরপর শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশেই পুকুরে তাঁর লাশ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে সুরভীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যার বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে সুরভী খুন হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ সদস্য মনিরুলের বাড়িঘর ভাঙচুরের চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করে।

সুরভীর স্বজন ও পরিবারের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সুরভীর বাবা শফিকুল ইসলাম অভিযোগ করে জানান, পুলিশ সদস্য মনিরুলের পরিবার বিবাহের সময় ১০ লাখ টাকা যৌতুক নিয়েছিলো। কিছুদিন আগে তিনি জানতে পারেন, মনিরুল অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি সুরভী জানতে পারলে বৃহস্পতিবার তাদের মাঝে বাগবিতণ্ডা হয়। এর পর থেকেই সুরভীকে রহস্যজনকভাবে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তিনি দাবি করেন, মনিরুল ও তার মা মিলে সুরভীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পানিতে ফেলে দিয়েছে।

কালের কণ্ঠ

সড়কের পাশে অজ্ঞাত নারীর মরদেহ

রংপুরের বদরগঞ্জে অজ্ঞাতনামা এক নারীর লাশ সড়কের পাশে ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। আজ রবিবার (৩০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়কের রামকৃষ্ণপুর ফাটকেরডাঙ্গা এলাকা থেকে পুলিশ ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে থানায় নেয়। মরদেহটির মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, আজ সকালের দিকে স্থানীয় পথচারীরা সড়কের পাশে ধানক্ষেতে এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ক্ষেত থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে। পরনে প্রিন্টের শাড়ি, লাল রঙের ব্লাউজ। নাক থেকে রক্ত ঝরার দাগ ছিল। মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

অনেকের ধারণা, দুর্বৃত্তরা দূরে কোথাও হত্যার পর রাতের কোনো একসময় লাশটি এখানে ফেলে গেছে।

রামনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বার) মোকসেদ আলী বলেন, লাশটি শনাক্ত করতে আশপাশের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়- কেউ তাকে চিনতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (আদীবাসী) পরিবারের সদস্য। তার কাপড়-চোপড়ে বোঝা যায়, সে দরিদ্র পরিবারের।

পরিদর্শক (তদন্ত) আরিফ আলী বলেন, সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। বদরগঞ্জ থানার ওসি হাবিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, অজ্ঞাত ওই নারীর শরীরে ছোট ছোট কচুরিপানা লেগে ছিল। এতে ধারণা করা যায় দুস্কৃতকারীরা হত্যার পর প্রথমে অন্য কোনো ডোবা বা পুকুরে লাশটি ফেলে দেয়। সেখানে লাশটি ভেসে উঠলে রাতের কোনো একসময় পার্বতীপুর-বদরগঞ্জ সড়কের পাশে ফেলে যায়। কালের কণ্ঠ

রাস্তা দেখতে যেন মরা খাল

শেরপুরে শাহবন্দেগী ইউনিয়নের শেরুয়া বটতলা-ভবানীপুর ও শেরুয়া-ধুনটমোড় বাইপাস রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। আর এই রাস্তাটি দিয়ে উপজেলার শাহবন্দেগী, মির্জাপুর, ভবানীপুর, বিশালপুর ইউনিয়নের প্রায় লক্ষাধিক মানুষের শহরের সাথে সংযোগ এবং চলাচলের রাস্তা। কিন্তু এখন এই রাস্তার এতই বেহাল অবস্থা যে, দূর থেকে তাকালে মনে হবে রাস্তা নয়, যেন একটি মরা খাল, অবস্থা এমন যে কোথাও মনে হয় ধান রোপনের জন্য চাষ করা জমি। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী রাস্তাটি মেরামতের দাবি জানালেও তা পূরণ হয়নি বরং পথচারীদের পোহাতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগ।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শেরপুর উপজেলার ১০নং শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের শেরুয়া বটতলা বাজার থেকে শুরু করে এক কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও শেরুয়া বটতলা থেকে ফরেস্ট রোড পৌর মেয়রের বাড়ি হয়ে ধুনটমোড় তালতলা পৌঁছানোর রাস্তাটির অবস্থা নাজুক। এই রাস্তা দিয়ে উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত। গত দুই বছরেও সংস্কার বা মেরামত না হওয়ায় বড় বড় খানাখন্দ ও গর্তে পরিনত হয়েছে রাস্তাটি। সামান্য বৃষ্টিতেই কাঁদামাটিতে একাকার রাস্তাটি। পানি নিষ্কাশনের কোন সুব্যাবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই দীর্ঘদিন যাবৎ নানা ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে মৎস্য খামার, বাছাই মিল, চাতাল ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও এলাকার বাসিন্দাদের।

ব্যস্ততম এ রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন কৃষক তার পণ্য নিয়ে হাট বাজারে আসে। এই রাস্তাটিতে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি ছোট বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কেউ অসুস্থ হলে এই রাস্তা দিয়েই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লাখ লাখ মানুষকে প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। এই রাস্তা দিয়েই এসব মানুষের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম।

কিন্তু মেরামতের অভাবে রাস্তাটি এখন চলাচল অযোগ্য। ফলে বাজারে মালামাল বহনে ও গাড়ি চলাচলে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। যানবাহন দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও এখন এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কষ্টকর। ফলে ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারছে না। কৃষক মাঠে উৎপাদিত তাদের পণ্য হাটবাজারে নিতে পারেছ না। পথচারীদের চরম কষ্টে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সকলের একই প্রশ্ন এ ভোগান্তির শেষ কোথায়?

সিএনজি চালক মশিউর রহমান, রাজু আহম্মেদ, আরিফ বলেন, আমরা হাইওয়ে দিয়ে সিএনজি চালাতে পারি না এই বাইপাস দিয়ে ভবানীপুর পর্যন্ত চলতে হয়। কিন্তু এই রাস্তার বেহাল অবস্থা হওয়ায় যাত্রি নামিয়ে দিয়ে কষ্ট করে পার হতে হয়। অনেক সময় সিএনজি উল্টে যায়। অটোভ্যান, ভটভটি চালকরা বলেন, অবস্থা এতই খারাপ যে, এই রাস্তা দিয়ে যাত্রি ও মালামাল নামিয়ে দিয়ে পার হতে হয় আমাদের।

এলাকার ব্যবসায়ী নুরু, শামিম, রায়হান, পারভেজ জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছে এলাকাবাসী। আমরা সরকারের বিভিন্ন দফতরে বহুবার অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাইনি।

১০নং শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড সদস্য ছানোয়ার হোসেন জানান, রাস্তাটি দ্রুত মেরামতের দাবিতে গত জুন ২০১৯ সালে ইউএনও বরাবর লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্ন গনমাধ্যমে ২ জুন ২০১৯ সালে ‘বগুড়ার শেরপুরের শেরুয়া এলাকায় পানি নিষ্কাশনে ড্রেন নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর’ শিরোনামে

বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজে আসেনি। এ ব্যাপারে সরকারি বিভিন্ন দফতরে বলা হলেও তা আজ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়নি। নয়া দিগন্ত

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর ক্যাম্পে মুজাহিদদের সফল মিসাইল ও স্নাইপার হামলা, হতাহত অনেক

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ জিহাদী জামা'আত 'তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে টার্গেট করে সফল মিসাইল ও স্নাইপার হামলা চালিয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ২৯ আগস্ট শনিবার সকাল ৬টায়, বাজুর এজেন্সীর চার্মাং হেলাল এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর 'গুন্ডাডী' সামরিক ক্যাম্পে সফলভাবে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। এই অভিযানে অংশ নেওয়া মুজাহিদিনরা জানান, এতে মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

এর আগে অর্থাৎ গত ২৫ আগস্ট সোমবার সন্ধার পরে, বাজুর এজেন্সীর গাবরী-সার এলাকায় এক নাপাক সৈন্যকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যার ফলে ঘটনাস্থলই ঐ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ডজন খানেক হুতি বিদ্রোহী নিহত, আহত অনেক

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ (একিউএপি) এর জানবায মুজাহিদিন বেশ কিছুদিন যাবৎ হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালাচ্ছেন।

এরি ধারাবাকিতায়, গত ২৯ আগস্ট ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের তৈয়ব এলাকায় ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুতি বা শিয়া বিদ্রোহীদের উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন 'একিউএপি' এর জানবাজ মুজাহিদিন। যার ফলে ডজন খানেক মুরতাদ হুতি শিয়া সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক। বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পলায়নের সময় তাদের নিহত অনেক সৈন্যের মৃত দেহই ময়দানে ফেলে পলায়ন করে।

অভিযান শেষে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ব্যাপক গনিমত লাভ করেন।

খোরাসান | তালাবান যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৫৬ কাবুল সেনা নিহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বীরত্বপূর্ণভাবে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। ৩০ আগস্ট সকাল বেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল অভিযানে নিহত হয়েছে কাবুল সরকারের ৫৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় দু'জন মুখপাত্র তাদের টুইটারে কাবুল বাহিনীর হতাহতের এসকল সংবাদ নিশ্চিত করেছেন।

তাঁরা দাবি করেন, নানগারহার প্রদেশের খোগিয়ান জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি চেকপোস্টে তীব্র হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছে তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ১৩ সেনা সদস্য, আহত হয়েছে আরো ৩ সৈন্য।

অপরদিকে হেলমান্দের নাহরসিরাজ অঞ্চলে মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে সেখানকার ৮ সৈন্যকে হত্যা এবং ৫ সৈন্যকে আহত করেন তালেবান মুজাহিদগণ। পরিশেষ চেকপোস্টটিও বিজয় করেনেন তালেবান মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে বলখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ৯ পুলিশ ও সেনা সদস্য, আহত হয়েছে আরো ২ এরও অধিক।

একইভাবে কাপিসা প্রদেশের তাগাব জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়েছে তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ১১ সেনা সদস্য। বিপরীতে একজন তালেবান মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ্)।

এদিকে পাকতিয়া প্রদেশের আরওয়ান্দ এলাকায় মুজাহিদদের অপর একটি সফল হামলায় কাবুল বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরও অনেক সৈন্য।

খোরাসান | বলখ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হতে ৭৩ সেনাসদস্যের ইমারতের ইসলামিয়ায় যোগদান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন বাহিনীতে বালখের বিভিন্ন জেলা কাবুল প্রশাসনের ৭৩ সেনাসদস্য তালেবানদের সাথে যোগদান করেছে। গত শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ইমারতে ইসলামিয়ার একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, কাবুল সরকারের অনুগত সেনাবাহিনীর এসকল সদস্যরা বলখ প্রদেশের চার্বোলাক, চামতাল, শুলগড়া, দওলতাবাদ, নাহর শাহী, চামতল ও খাস বালখ জেলা থেকে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

তিনি আরো জানান, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কর্তৃক নিয়োজিত দাওয়াতুল ইরশাদ কমিটির দায়িত্বে থাকা মুজাহিদদের প্রচেষ্টার ফলে কাবুল সরকারের ৭৩ জন সেনা সদস্য তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন

এবং ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেছে। এসময় তালেবান কর্মকর্তারা তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

সম্প্রতি, বিপুল মুরতাদ কাবুল সরকারের সংখ্যক সেনা তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন, আর আত্মসমর্পণের এই ধারা কাবুলের পুতুল সরকারের ভীত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় হিন্দু প্রতিবেশীর আপত্তিতে মাইকে আজান বন্ধের নির্দেশ

'উচ্চশব্দে' আজানে আপত্তি জানিয়ে হিন্দু প্রতিবেশীর করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মসজিদে মাইকে আজান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ডারবানের কাজুলু-নাটাল হাইকোর্টের বিচারক সিডবেল এনগাদি এই আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, মসজিদের সড়কের বিপরীত পাশে থাকা ওই বাসিন্দার বাড়িতে যাতে আজানের শব্দ না যায়।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী চন্দ্র ইল্লোরি দক্ষিণ আফ্রিকার ইসিপিঙ্গো সৈকত এলাকায় মাদরাসা তালেমুদ্দীন ইসলামিক ইনস্টিটিউটের বিপরীত দিকের বাসিন্দা। তার যুক্তি, আজানের শব্দ 'তাকে নিজ সম্পত্তির মালিকানা ভোগ থেকে বঞ্চিত করে'।

আলজাজিরা

ইয়ামান | গুপ্তচরদের একটি টিমকে গ্রেপ্তার করেছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা

আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আল-কায়েদার অফিসিয়াল 'আল-মালাহিম' মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক গত ২৪ আগস্ট সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্রুসেডার আমেরিকা, সৌদি ও আমিরতের গোয়েন্দা পরিষেবার কাজে নিয়োজিত একটি নতুন গুপ্তচর নেটওয়ার্কের সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছে আনসারুশ শরিয়াহ্ এর জানবাজ মুজাহিদিন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গুপ্তচর নেটওয়ার্কের এই সদস্যরা ক্রুসেডার আমেরিকান, সৌদি ও আমিরতের গোয়েন্দা বিভাগের জন্য কাজ করতো। যাদের একটি টিমকে ইতোমধ্যে মুজাহিদগণ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এসকল সদস্যরা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তি চালাতো এবং মুজাহিদদের গাড়ি ও সাইটগুলোতে ইলেক্ট্রনিক চিপ বসিয়ে দিতো। যার ফলে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী অতি সহজেই মুজাহিদদের টার্গেট করে ড্রোন ও বিমান হামলা চালাতো।

এছাড়াও এসকল নিকৃষ্টতম গুপ্তচর নেটওয়ার্কের সদস্যসরা সাধারণ মানুষদের বিভিন্নভাবে চাপ ও ভয় দেখিয়ে এবং তাদের সাথে অনৈতিক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতো।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে, এই পদক্ষেপগুলির জন্য ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী চিকিৎসক, জনসেবক, ত্রাণকর্তা ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত এমন লোকদেরকেই নিযুক্ত করা হতো। যার ফলে সহজেই তারা মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলিমদের নিকট পৌঁছে যেতো।

এমনই এক গুপ্তচর ডাক্তার 'মুহাম্মদ আল-ইউসূফ' কে কিছুদিন পূর্বে মুজাহিদগণ বন্দী করেছিলেন, অতঃপর মুজাহিদগণ জনসম্মুখে তাকে মৃত্যুদণ্ড এবং ক্রুশবিদ্ধকরণ করেছেন।

বিবৃতিতে সতর্কবাণী হিসেবে বলা হয়েছে, যারা গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারা যেন সেচ্ছায় আনসারুশ শরিয়াহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তানযিম থেকে জারি করা সাধারণ ক্ষমা লাভের জন্য মুজাহিদদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই যেন তারা সেচ্ছায় এটি করে।

২৯শে আগস্ট, ২০২০

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগারিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ৪টি অভিযানে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৩৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

আল-ফাতাহ অপারেশণের ধারাবাকিতায় ২৯ আগস্ট শনিবার সকাল বেলায়, আফগানিস্তানের ৪টি এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এরমধ্যে নানগারহার প্রদেশের খোগিয়ান জেলায় তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১৯ সেনা সদস্য, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

অপরদিকে হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১০ সেনা সদস্য।

এমনিভাবে জাবুল প্রদেশের শাজুয়ী এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, বাকি সৈন্যরা পোস্ট ছেড়া পলায়ন করেছিল।

একইভাবে বলখ প্রদেশের নাহেরশাহী অঞ্চলে কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক বেসে সফল হামলা পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে এক সেনা কমান্ডারসহ ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য।

ঢাকায় আসার পথে ব্যবসায়ী এনায়েত-উল হক নিখোঁজ

নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য কাপড় কিনতে রাজধানীতে আসার পথে মো. এনায়েত-উল হক নামে এক ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকায় রওনা দেন এনায়েত-উল হক। পথিমধ্যে কেরানীগঞ্জের রুহিতপুর এলাকায় অবস্থানকালে তার সঙ্গে মোবাইলে পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ হয়। এরপর থেকে তার নম্বরটি বন্ধ হয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হরিরামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রুহুল বলেন, ব্যবসায়ী নিখোঁজের ঘটনায় জিডি হয়েছে। আমরা তাকে খুঁজে বের করতে কাজ শুরু করেছি। কালের কণ্ঠ

আজ শনিবার পর্যন্ত সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন নিখোঁজের স্ত্রী।

দেশে আইন শৃংখলার চরম অবনতির কারণেই এমন সব ঘটনা ঘটছে বলে মতামত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মুসলিমদের

ইসলামের প্রধান ধর্মীয়গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চল মালমো শহরে বিক্ষোভ হয়।

গতকাল শুক্রবার (২৮ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রধান পবিত্র গ্রন্থ কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে মালমো শহরের প্রায় তিন শ জন বিক্ষোভকারী অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিমবিরোধী ডানপন্থী দলের কর্মীরা কোরআন পোড়ানোর মিছিল শুরু করার আগে বিক্ষোভটি শুরু হয়। এতে ইট নিক্ষেপ ও গাড়ির টায়ারে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে।

পুলিশের বর্ণনা মতে, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বিক্ষোভের ঘটনার কিছুক্ষণ পরই মুসলিমবিরোধী ডেনিশ নেতাকে কোরআন পোড়ানোর মিছিলে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়।

পুলিশের মুখপাত্র লিকার্ড লুন্ডকাভিস্ট স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, ইতিপূর্বে সংঘটিত আরেকটি ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাটি সম্পৃক্ত। সেদিন তাঁরা ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন পুড়িয়েছিল।

স্থানীয় গণমাধ্যমের সূত্র মতে, মালামোর কোরআন পোড়ানোর স্থানটিতে ক্রমান্বয়ে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত শুক্রবার মালামোতে ইসলামবিরোধী অনেক দল কোরআন অবমাননার জন্য সমবেত হয়েছিল। জনসম্মুখে তাঁরা কোরআনের কপিতে পদাঘাত করেছিল।

গতবছর ডানপন্থী নেতা পেলুদান কোরআন পুড়িয়ে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শূকরের মাংসে আবৃত কোরআনের একটি কপি নিয়ে বলেন, এ খাদ্য যা মুসলিমদের জন্য অভিশাপ বয়ে আনছে। কালের কণ্ঠ

যুক্তরাষ্ট্রে এবার হারিকেন লরার তান্ডবে নিহত ১৪

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা ও টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে হারিকেন লরার আঘাতে কমপক্ষে ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম শুক্রবার এ কথা জানিয়েছে।

লুইজিয়ানার গভর্নর জন বেল এডওয়ার্ড তার রাজ্যে কমপক্ষে ১০ জনের প্রাণ হারানোর কথা নিশ্চিত করেছেন। এদের অর্ধেকই মারা গেছে জেনারেটরের বিষাক্ত কার্বন মনো-অক্সাইডের কারণে। বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়ে ও পানিতে ডুবে বাকিদের মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যটিতে চার লাখ ৬৪ হাজার ৮১৩ গ্রাহক শুক্রবার বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় ছিল।

টেক্সাসে মৃত চারজনের তিনজনই জেনারেটরের বিষাক্ত কার্বন মনো-অক্সাইডের কারণে মারা গেছে। বাকি একজন ঝড়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মারা গেছে কিনা তা জানা যায়নি।

এদিকে শুক্রবার হাইতির সিভিল প্রটেকশান সার্ভিস বলেছে, হারিকেন লরার কারণে সেখানে ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছে। নয়া দিগন্ত

এমপির ভাইকে বাড়ির সামনে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নিজ বাড়ির সামনে হাসিনুর রহমান (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন এক দুর্বৃত্ত। নিহত হাসিনুর রহমান কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) অ্যাড. আ. কা.ম সারওয়ার জাহান বাদশার ফুফাতো ভাই।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তের হাতে জব্বার নামে আরেক ব্যক্তি আহত হন।

নিহতের স্বজনেরা জানান, হাসিনুর রহমান রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এমপি বাদশার অবর্তমানে তার ব্যক্তিগত ও দলীয় কাজকর্ম দেখভাল করতেন হাসিনুর। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তিনি জব্বার নামে একজনের মোটরসাইকেলে চড়ে নিজ বাড়ি থেকে স্থানীয় বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাড়ির পাশেই একটি দোকানের কাছে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা দুর্বৃত্ত তার ওপর আচমকা হামলা চালায়। আমাদের সময়

হামলাকারী হাসিনুরকে রামদা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকলে তিনি মোটরসাইকেল থেকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হলে হামলাকারী পালিয়ে যান। হামলাকারীর আঘাতে মোটরসাইকেলের চালক জব্বার আলী আহত হন। আর এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই তালেবান উমারাদের পাকিস্তান সফর, দেশটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

পাকিস্তান সরকার কাতারে অবস্থিত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের প্রধান ও তালেবানের উপ-নেতা মোল্লা আবদুল গনি ব্রাদার এবং হাক্কানি নেটওয়ার্কের বর্তমান আমীর সিরাজউদ্দিন হাক্কানিসহ বেশ কয়েকজন তালেবান উমারাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। যে কারণে তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়েরর মুখপাত্র সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ সহ পাকিস্তান ও আফগান জনগণ নাপাক সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপক সমালোচনা করেন।

কিন্তু পাকিস্তান সরকারের এই নিষেধাজ্ঞার আরোপের ২ দিন পরেই দেশটির সরকারি আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফরে ইসলামাবাদ পৌঁছেন মোল্লা আবদুল গনি হাফিজাহুল্লাহ্ সহ তালেবানদের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। যা অবশ্যই সাধারণ মানুষের অন্তরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল যে, নাপাক সরকার ইমারতে ইসলামিয়ার উপ-প্রধান মোল্লা আবদুল গনী ব্রাদার, হাক্কানী নেটওয়ার্ক সহ তালেবানদের আরও বেশ কয়েকজন নেতাকে একটি তালিকায় যুক্ত করেছে, যার অধীনে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, দেশে ভ্রমণ করা এবং অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না। তবে বিশ্লেষকদের মতে, তালেবান নেতারা শান্তি আলোচনায় অংশ নেওয়ার ভিত্তিতে জাতিসংঘ বহির্বিশ্বে তালেবানদের ভ্রমণের অনুমতি দিতে বাধ্য থাকবে। আর সেই ভিত্তিতেই নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই তালেবান পাকিস্তান সফর করেছে।

সর্বশেষ সকল জল্পনাকল্পনার পরিসমাপ্তি টেনে গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপ-প্রধান মোল্লা আবদুল গনী ব্রাদার এর নেতৃত্বাধীন ৬ সদস্যের তালেবান প্রতিনিধি দলটি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আফগানিস্তানে নিয়োজিত পাকিস্তানের বিশেষ দূত এবং দেশটির অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, তালেবানদের প্রতিনিধি দলটি প্রথমেই পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান শরণার্থী সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছিল, যা পাকিস্তানী পক্ষ গ্রহণ করেছিল এবং আশ্বাস দিয়েছিল যে এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা সমাধান করবে।

তিনি আরও জানান, পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের চলাচল ও ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত বিষয়, করাচি বন্দরে আফগান ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি বিলুপ্তির বিষয়টি, পাশাপাশি আফগানীদের রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং পথে বিলম্বের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছিল।

এছাড়াও আফগান শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি এবং আফগান শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিও করা হয়েছে। এছাড়াও পাকিস্তান সরকারের কারাগারে বন্দী আফগান শরণার্থীদের মুক্তি নিয়েও আলোচনা করেছিল তালেবান প্রতিনিধিদল, পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ছোটখাট অপরাধে জড়িত আফগান বন্দীদের মুক্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর কঠিন অপরাধীদের কারাবাস কমানোর কথাও জানিয়েছে তারা।

পশ্চিম আফ্রিকা | তৃদেশীয় সীমান্তের ৫টি গ্রামসহ বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' এর জানবায মুজাহিদিন মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজারের মধ্যবর্তী ত্রিভুজ সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলে নিয়েছেন।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২৪ আগস্ট এই ৩টি দেশের লাগোয়া সীমান্তে অভিযান চালাতে শুরু করেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, প্রায় দীর্ঘ ৪ দিন যাবৎ এই ত্রিভুজ সীমান্ত অঞ্চলে অভিযান চালাতে থাকেন মুজাহিদগণ। যার সমাপ্তি হয়েছিল গত ২৭ আগস্ট।

এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজার সীমান্তের বেশ কিছু এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- আন্দাকি, তাইসেট, অ্যানটিলেট, গোরমা_রারৌস, ও হামবুরি। এই এলাকাগুলোর মধ্যে 'তাইসেট' এর অনেকাংশ নিয়ন্ত্রণ করত আইএস সন্ত্রাসীরা।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ এই অভিযানে ৩টি দেশের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ফলে মুজাহিদদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছিল কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য ও খারেজী আইএস সদস্যরা। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা এলাকা ছেড়ে পলায়ন করেছে।

মুজাহিদদের হামলায় নিহত সৈন্যদের দেহগুলো এবং তাদের ধ্বংস হওয়া সামরিকযান ও গাড়িগুলি এখনও গ্রামগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

দিল্লিতে মুসলিমবিরোধী গণহত্যায় পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রমাণ পেয়েছে অ্যামনেস্টি

গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ মুসলমানবিরোধী পগরমের ঘটনায় পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বেআইনি কাজে যুক্ত থাকার প্রমাণ দেখতে পেয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থাটির এক অনুসন্ধানে একথা জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুলিশের ওই মানবাধিকার হরণকারী ভূমিকা খতিয়ে দেখতে একটি তদন্তও শুরু করেনি ভারত। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জেরে গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে শুরু হয় ভয়াবহ পগরম। এতে নিহত হয় অন্তত ৫৩ জন। যাদের বেশিরভাগই মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হওয়া ওই গণহত্যায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তবে তা আমলে নেয়নি ক্ষমতাসীন দলটি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে দিল্লির দাঙ্গার ঘটনা অনুসন্ধানে তারা বেঁচে যাওয়া মানুষ, প্রত্যক্ষদর্শী, মানবাধিকার কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভিডিও বিশ্লেষণ করেছে। এসব ভিডিও বিশ্লেষণ ও আলাপচারিতায় দিল্লি পুলিশের ব্যাপক আকারে মানবাধিকার লঙ্ঘনে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অ্যামনেস্টির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে সংঘটিত সহিংসতায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে পুলিশ আর বেআইনি কাজেও যুক্ত ছিল, তারপরও গত ছয় মাসে পুলিশের মানবাধিকার হরণের ঘটনাও একটি তদন্তও শুরু হয়নি।' এই ঘটনায় ব্যাপক ও নিরপেক্ষ তদন্ত চালাতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থাটি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ভারতের নির্বাহী পরিচালক অভিনাশ কুমার বলেন, দিল্লি পুলিশ সরাসরি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ আর এটা বিস্ময়কর যে এখন পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

ভারতের আসামে করোনা পরিস্থিতিতেও ছাড় পাচ্ছেন না বাঙালিরা,'ডি-ত্রাস'অব্যাহত

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ যখন দিশেহারা তখনও বাঙালিদের হয়রানি করার জন্য নিশানা করতে ছাড়ছে না আসামের বিজেপি সরকার। মহামারির সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার বাঙালিদের ডি আতঙ্কে তাড়া করে চলেছে। একের পর এক মানুষকে সন্দেহভাজন বিদেশি নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাঁদের তাঁরা প্রত্যেকেই বংশ পরম্পরায় আসামের বাসিন্দা। সারা বাঙালি ঐক্য মঞ্চের কার্যনির্বাহী সভাপতি শান্তনু মুখার্জি অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি সরকার বাঙালিদের বেছে বেছে নিশানা করছে। তারা মুখে

বাঙালিদের সুরক্ষার কথা বললেও বাস্তবে করছে ঠিক বিপরীতটা। ভোটের নামে বাঙালিদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। অথচ তাদের সরকার চলছে ঠিক তার বিপরীত পথে।

আসামের বাকসা জেলার পাকড়িগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা দুর্গা আর্য। তাঁর বাপ-ঠাকুরদাও ওই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে দু'দিন আগে 'সন্দেহভাজন বিদেশি' বলে 'ডি' নোটিশ পাঠিয়েছে বরপেটার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। বলা হয়েছে– আগামী ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার মধ্যে দুর্গাদেবীকে আদালতে হাজির হতে হবে। ফলে আনতে হবে নিজের নাগরিকত্বের সমস্ত নথিপত্র। অবশ্য আইনজীবীকেও সঙ্গে আনতে পারেন।

হঠাৎ করে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের এমন নোটিশে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অনেকেই। করোনা পরিস্থিতিতে এমনিতেই হাতে অর্থকড়ি বলতে তেমন কিছু নেই। তার উপর যানবাহনও ঠিকমতো চলছে না। তাছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে আইনজীবীরাও বাইরে যেতে রাজি হচ্ছেন না। ফলে, কী হবে, তা ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না।

অসমের বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষ করে ভাষা গত সংখ্যালঘু বাঙালিদের তরফ থেকে ইতিপূর্বে একাধিকবার ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে যে, এক জেলার বাসিন্দাদের কোন যুক্তিতে সন্দেহভাজন নোটিশ পাঠাচ্ছে অন্য জেলার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। নিজের জেলার ট্রাইব্যুনালের কাছে তিনি সন্দেহভাজন না হলেও অন্য জেলার ট্রাইব্যুনাল এবং সীমান্ত পুলিশের কাছে কী করে সন্দেহভাজন হয়ে যেতে পারেন? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটল। বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে কী করে তারা নির্ধারিত দিনে অসময়ে দূরের জেলার ট্রাইব্যুনালে পৌঁছাবেন? ভেবে কুল পাচ্ছেন না।

২৮শে আগস্ট, ২০২০

৯ ফিলিস্তিনীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী ইসরায়লের বাহিনী

ফিলিস্তিনের জেরুসালেমের বিভিন্ন বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে ৯ জন ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

গতো ২৬ আগস্ট পূর্ব জেরুসালেমে এ ঘটনা ঘটে। একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে দখলদার বাহিনী জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে তৎপরতা চালানো সন্দেহে তাদেরকে আটক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পূর্ব জেরুসালেমে ফিলিস্তিনী সুরক্ষা পরিষেবা পরিচালনা করার অনুমতি দেয়নি ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। ফিলিস্তিনিরা বলছেন, ২০১৭ সালের শেষদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই শহরটিকে ইসরাইলের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সন্ত্রাসী কর্তৃপক্ষ জেরুসালেমে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অবরোধ ও হত্যাযজ্ঞ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গতো কয়েক দশক ধরে চলমান সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই জেরুসালেম শহর।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

আবারও ২ ফিলিস্তিনির বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের বেথেলহামের একটি গ্রামের দুই ভাই ইউসুফ জাব্বারিন ও তার ভাই শাদী জাব্বারিনকে নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে ইহুদীবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়লের সেনাবাহিনী।

গ্রামের কাউন্সিলের প্রধান জায়েদ কাওয়াজবা জানান, ইসরায়লি বাহিনী আল- মানিয়া গ্রামটিতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে দুটি বাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য সামরিক আদেশ জারি করেছে। বাড়ি দুটি নির্মাণ অনুমতি ছাড়া বানানো হয়েছে বলে দাবি করছে ইসরাইলী বাহিনীর। এই এলাকায় ফিলিস্তিনিদের বাড়ি নির্মাণের অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বিল্ডিং পারমিট না থাকার অভিযোগে প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনিদের বসবাসের বাড়িঘর ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি করছে দখলদার ইসরাইল বাহিনী, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সরাসরি লঙ্ঘন।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় হুতি ফিল্ড-কমান্ডারসহ নিহত অন্তত ৫

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহর মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ হুতি ফিল্ড-কমান্ডারসহ অন্তত ৫ শিয়া সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার ইয়ামানের বায়দা প্রদেশের জাকারিয়া সাইটের নিকটস্থ মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের টার্গেট করে বোমা হামলা চালায় আল-কায়দা মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডারসহ ২ হুতি সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৩।

এর আগে গেলো বুধবার বায়দা প্রদেশের মুকাইরাস ফ্রন্টের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ হুতি শিয়া মিলিশিয়ার সামরিক বহরে একটি লাইন মাইন বিস্ফোরণ করেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। হতাহত হয়েছে কয়েকডজন হুতি মিলিশিয়া।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ৭ হুতি মুরতাদ নিহত, বন্দী আরও ১

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহর মুজাহিদিন ও ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহী গ্রুপের মাঝে ইয়ামানের বিভিন্ন স্থানে তুমুল লড়াই চলছে।

এরই অংশ হিসেবে মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের লক্ষ করে একটি জড়ো হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। বুধবার দেশটির বায়দা রাজ্যের তৈয়ব এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। হামলায় হুতি বিদ্রোহীদের ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও বন্দী হয়েছে অপর এক সৈন্য।

এসময় মুজাহিদগণ বেশকিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন

খোরাসান | তালেবানের হামলায় কাবুল প্রশাসনের ৪৯ সৈন্য নিহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ৩টি অপারেশনে কাবুল মুরতাদ বাহিনীর অন্তত ৪৯ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেক।

বৃহস্পতিবার আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাকিতায় আফগানিস্তানের হেরাত, কুন্দুজ ও নানগারহার প্রদেশে এসব হামলা পরিচালিত হয়।

এরমধ্যে নানগারহার প্রদেশের খুগিয়ান জেলায় এদিন রাতে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশ কয়েকজন। এসময় দু্জন মুজাহিদও আহত হন।

অপরদিকে কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলা দীর্ঘদিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন তালেবান মুজাহিদ। মুজাহিদদের এই অবরোধ ভাঙতে সেনাবহর নিয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা চালায় কাবুল বাহিনী। কিন্তু কালেবান মুজাহিদদের কঠোর প্রতিরোধে তাদের চেষ্টা পণ্ড হয়। সংঘর্ষে মুরতাদ বাহিনীর ১৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়ায় শত্রুপক্ষের ৩টি ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে। বাকিরা ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলায় মুজাহিদদের রাত্রিকালীন অভিযানে ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৩। অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ২ টি ওয়াচ-টাওয়ার দখল করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, এসব হামলার প্রতিটিতেই মুজাহিদগণ অসংখ্য গনিমত লাভ করেছেন।

২৭শে আগস্ট, ২০২০

ক্যাসিনোকাণ্ডে অভিযুক্তরাও আওয়ামীলীগে পদ-পদবি পেতে তৎপর

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৩০ নভেম্বর। সম্মেলনের শেষে ঢাকার দুই নগরীর শীর্ষ চার নেতার নাম ঘোষণা করা হয়। সে সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্দেশনা দেন পরবর্তী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার। কিন্তু প্রায় তিন মাসের মতো বেধে দেওয়া তার সে সময় পেরিয়ে গেছে আরও ছয় মাস আগে। এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা আসেনি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কমিটির সার্বিক কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি দিতে দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশনা রয়েছে।

আসন্ন এ কমিটিতে যে কোনো মূল্যে ঠাঁই পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন ক্যাসিনোকাণ্ড-সহ নানা অপকর্মে অভিযুক্ত বিতর্কিত নেতারা। নগর আওয়ামী লীগের শীর্ষপর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে তো বটেই, কেন্দ্রীয় প্রভাবশালী নেতাদের কাছেও চলছে তাদের জোর লবিং। এমনকী বিগত দিনে আওয়ামী লীগ বা এর কোনো অঙ্গসহযোগী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না- এমন লোকও নগরের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে উঠেপড়ে লেগেছেন। আর এসব নিয়ে নগরের দুই শীর্ষনেতার মধ্যে স্নায়ুর লড়াই চলছে বলেও জানিয়েছে একাধিক সূত্র।

মহানগর আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা মহানগর দক্ষিণে ক্যাসিনো কর্মকান্ড-, চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ নানা অপকর্মের কারণে বিতর্কিত ছিলেন যেসব নেতা, তাদের অনেকেরই আনাগোনা বেড়ে গেছে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। জোর গুঞ্জন রয়েছে, ক্ষমতাসীন দলটির গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবি বাগিয়ে নিতে মোটা অঙ্কের টাকা ঢালতেও প্রস্তুত কেউ কেউ। তাদের এখন দেখা যাচ্ছে প্রভাবশালী নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে। নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে অভিযুক্ত ঢাকার দুই সিটির অন্তত চারজন কাউন্সিলর জোর লবিং শুরু করেছেন নতুন কমিটিতে ভালো পদ পেতে।

অন্যদিকে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন যারা, তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। তারা তৃণমূল থেকে উঠে আসা রাজনীতিবিদ নন; আগে কখনো আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত পর্যন্ত ছিলেন না। অথচ টাকার জোরে দলীয় পদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। উত্তর আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি পদে এমন ব্যবসায়ীদের দেখা যেতে পারে বলে ইতোমধ্যে খবর চাউর হয়েছে।

ঢাকার দুই অংশে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, আওয়ামী লীগের এমন দুই নেতা আমাদের সময়কে জানান, ক্যাসিনোকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল এমন ১২ নেতাকে মহানগরের কমিটিতে রাখার চেষ্টা চলছে। শুধু তাই নয়, চাঁদাবাজি ও পদবাণিজ্যের অভিযোগ থাকা ব্যক্তিরাও প্রভাব খাটিয়ে নগরের কমিটিতে ঠাঁই পেতে চান। এ দুই নেতার ভাষ্য, চূড়ান্ত কমিটিতে যদি বিতর্কিতরা আসেন- তা হলে সেটি হবে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত শুদ্ধি অভিযানের বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার শামিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সভাপতির নির্দেশনা উপেক্ষা করেই চলছে মহানগরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রস্তুতি। আমাদের সময়

ইয়াবাসহ ধরা খেলো আ.লীগ নেতা

সিরাজগঞ্জে ইয়াবাসহ মাহবুবুর রহমান (৪৮) নামের স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা ধরা খেয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাব-১২ সদর কোম্পানির কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার এরশাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার মাহবুবুর রহমান সিরাজগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য ও ১০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি জেসি রোড ধানবান্দি এলাকার আলী আকবর মিয়ার ছেলে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে র‍্যাবের একটি দল সিরাজগঞ্জ শহরের মাছিমপুর উত্তরপাড়ার আবুল হোসেনের বাড়ির পেছনে ইয়াবা কেনা-বেচার সময় মাহবুবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে ২০০ পিস ইয়াবা, দুটি মোবাইল ফোন, দুটি সিম এবং নগদ এক হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। আমাদের সময়

ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করার জবানবন্দি নেয় আইও

নারায়ণগঞ্জ আলোচিত স্কুলছাত্রী দিসা মনি অপহরণ মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে থাকা আসামির স্বজনরা অভিযোগ করেছেন, দিসা মনি অপহরণ এবং ধর্ষণ ও হত্যা করে লাশ শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়ার ঘটনা সাজানো। ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে নারায়ণগঞ্জে কিশোরী অপহরণ মামলায় গ্রেফতার তিন আসামিকে জোরপূর্বক জবানবন্দি আদায় করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা এস আই শামীম আল মামুন।

গত ৪ জুলাই স্কুলছাত্রী দিসা মনি (১৫) নিখোঁজ হয়। এক মাস পর ৬ আগস্ট একই থানায় স্কুলছাত্রীর বাবা অপহরণ মামলা করেন। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় বন্দর উপজেলার বুরুন্ডি খলিলনগর এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে আব্দুল্লাহ (২২) ও তার বন্ধু বুরুন্ডি পশ্চিমপাড়া এলাকার সামসুদ্দিনের ছেলে রকিবকে (১৯)। ওই দিনই তাদের গ্রেফতার করা হয়। একই ঘটনায় দুই দিন পর গ্রেফতার করা হয় বন্দরের একরামপুর ইস্পাহানি এলাকার বাসিন্দা নৌকার মাঝি খলিলকে (৩৬)।

গত ৯ আগস্ট পুলিশ জানায়, স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয় আসামিরা। তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় এ ঘটনা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছে। পরে ২৩ আগস্ট দুপুরে বন্দর উপজেলার নবীগঞ্জ রেললাইন এলাকায় জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে নিখোঁজ স্কুলছাত্রী দিসা মানি। সে তার পরিবারকে জানায়, বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ইকবাল নামের এক যুবককে তিনি বিয়ে করেছেন।

জীবিত অবস্থায় ফিরে আসায় স্কুলছাত্রী দিসা মনিকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলা প্রত্যাহার করে আসামিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী জেলা আদালত প্রাঙ্গনে মানববন্ধনে এ অভিযোগ করেন আসামিপক্ষের স্বজনরা।

স্বজনদের অভিযোগ, দিসা মনি অপহরণ মামলার সাবেক তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানার এস আই শামীম আল মামুন ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক আসামিদের দিয়ে মিথ্যা জবানবন্দি আদায় করেছেন। দিসা মনি

ফিরে আসার পর বাদিপক্ষ মামলা তুলে নেয়ার কথা বললেও পুলিশের কথায় তারা মামলা তুলে নেননি। অতি সত্ত্বর মামলা তুলে নেয়ার দাবি জানান আসামির স্বজনরা।

আসামি নৌকার মাঝি খলিলের স্ত্রী শারমিন আক্তার বলেন, বিনা দোষে আমার স্বামী জেল খাটছে। মেয়েকে তো পাওয়া গেছে। তারপরও কেন আমার স্বামীসহ নিরাপরাধ তিন জনকে আটকে রেখেছে? এ মামলা তুলে নেয়ার দাবি জানাই।

আসামি আব্দুল্লাহর বাবা আমজাদ হোসেন বলেন, আমার ছেলের বয়স কম। মাইরের চোটে পুলিশ যা কইছে তাই জবানবন্দি দিছে। কাউরে মাইরা ফেললে সে আবার ফেরত আসে কেমনে? মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাই।

মানবববন্ধনে আরো উপস্থিত ছিলেন আব্দুল্লাহর মা শিউলী বেগম, রকিবের বোন জামাই আতাউর রহমানসহ আসামিদের স্বজন ও শতাধিক এলাকাবাসী।

এদিকে দিসা মনি বেঁচে থাকলেও তিন আসামি কেন ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছে, তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন আদালত। আগামী দুই কার্যদিবসের মধ্যে মামলার এজাহার ও জবানবন্দির নথিপত্রসহ তাদের সশরীরে উপস্থিত হয়ে ওসি ও আইওকো এর ব্যাখ্যা দেয়ার নির্দেশ দেন আদালত।

ভারতে ভেঙে পড়ল ৬ কিমি দীর্ঘ নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার

ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের গুরুগ্রামের ব্যস্ত এলাকা সোহনা-তে শনিবার রাত্রে এক নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ে। ফ্লাইওভারটি প্রায় ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ। তারই একটি অংশ ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দু’ জন।

দুর্ঘটনার কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, ফ্লাইওভারের যে অংশ ভেঙে পড়েছে, তার থেকে মাত্র মিটার দশেক দূরে একটি গাড়ি যাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ডের এদিক ওদিক হলেই ওই গাড়িটির উপরেই একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ত।

লাগাতার কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে গুরুগ্রাম এলাকায়। পানিতে বেশ কিছু এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। এর মাঝে সোহনা রোডে এমন দুর্ঘটনা আরও সমস্যা তৈরি করেছে। আনন্দবাজার

ভারতে করোনায় আক্রান্ত ৩৩ লাখ, মৃত ৬০ হাজার ছাড়ালো

ভারতে শেষ ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হলেন ৭৫ হাজার ৭৬০ জন। এই সময়ের মধ্যে করোনার জেরে মৃত্যু হয়েছে আরো ১ হাজার ২৩ জনের।

নতুন করে সংক্রমণের জেরে ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩ লাখ ১০ হাজার ২৩৫ জনে। এর মধ্যে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ৭ লাখ ২৫ হাজার ৯৯১। এখন পর্যন্ত ভারতজুড়ে করোনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৬০ হাজার ৪৭২ জনের।

২৬শে আগস্ট, ২০২০

জনগনের সম্পদ টিবি পুকুর দখল হয়ে যাচ্ছে

রাজশাহী মহানগরী এক সময় ছিল ‘পুকুরের শহর’। শহরজুড়ে ছিল ছোট-বড় অসংখ্য পুকুর। কিন্তু দিনে দিনে সেসব পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। পুকুরের ওপর গড়ে উঠেছে দালান-কোঠা।

এখন ভরাট হচ্ছে রাজশাহী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি-সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী ‘টিবি পুকুর’। এই পুকুরের পানিতেই আশপাশের মানুষ গোসলসহ সাংসারিক নানা প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। কিন্তু এখন পুকুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড় ভরাট করে বাড়ি করেছেন কিছু ব্যক্তি। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে চলাচলের রাস্তাও। এ অবস্থায় পুকুর ও রাস্তাকে দখলমুক্ত করার জন্য সম্প্রতি এলাকাবাসী রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়রের কাছে একটি লিখিত আবেদন করেছেন। এর আগে ২০১৫ সালের ১১ আগস্ট নগরীর ছয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুজ্জামান টুকু পুকুর দখলকারী কয়েকজনকে নোটিস দেন। এতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

কিন্তু এখনো পুকুর ও তার পাশের রাস্তা দখল চলছে। দখলকারী কাউকে উচ্ছেদও করা হয়নি। স্থানীয়রা দখলকারীদের উচ্ছেদ করে ঐতিহ্যবাহী এই পুকুরটির সৌন্দর্যবর্ধনের দাবি জানিয়েছেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, নগরীর লক্ষ্মীপুর এলাকায় প্যারামেডিকেল রোড-সংলগ্ন টিবি পুকুরের পূর্ব দিক দিয়ে আবদুল মতিনের বাড়ি থেকে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৯০ ফুট। রাস্তাটি এক সময় পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুর কাঁচাবাজারে ঠেকেছিল।

কিন্তু পশ্চিম অংশ অবৈধ দখলদারদের কারণে বর্তমানে সরু গলিতে পরিণত হয়েছে। আর পূর্ব দিক পাড় ভাঙতে ভাঙতে টিবি পুকুরের মধ্যে নেমে গেছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, পুকুরের পাড় ভরাট করে স্থাপনা গড়ে তুলে সেখানে মাদকের আসর বসছে। চলছে অসামাজিক কার্যকলাপ

দখলকারীরা পুকুরের পানিতে নানান রকমের আবর্জনা ফেলে পুকুরের পানি নষ্ট করছেন। দখলে নেওয়া আধাপাকা বসতবাড়ি, রাস্তার ওপর গড়ে তোলা চার্জারের গাড়ির গ্যারেজ, গরু ছাগলের গোয়ালসহ নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকার কারণে পুকুরের সৌন্দর্য বিলীন হয়েছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, কয়েক বিঘা আয়তনের এ পুকুরটির পাড় ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। চলাচলের সরু রাস্তার ওপরে গবাদিপশু বেঁধে রাখা হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে পায়খানা নির্মাণ করে মলমূত্র সরাসরি পুকুরের পানিতে নামানো হচ্ছে। এ ছাড়া রাস্তার ধারে গরুর খড়ের পালা রেখে ও নোংরা আবর্জনা ফেলে পুকুরপাড়ের রাস্তাকে আরও সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছে।

স্থানীয়রা অভিযোগে বলেছেন, সাহাবুদ্দিন, রুহুল আমিন, রতন, মাহাতাব উদ্দীন, মাসুদ, সোহেল, রশিদ, ভাষান, মাইনুল ও মনিরসহ আরও অনেকে এভাবে পুকুরপাড় দখল করে স্থাপনা করেছেন। তাদের অন্য স্থানে বাড়িও আছে। কিন্তু টিবি পুকুরের পাড় দখল করে স্থাপনা করে তারা ভাড়া দিয়েছেন। কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে ভয়ভীতি দেখানো হয়। তবে এদের দাবি, তারা নিজেদের কেনা কিংবা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমিতে স্থাপনা করেছেন। বিডি প্রতিদিন

রেললাইনে পাথরের পরিবর্তে দেয়া হলো ইটের সুড়কি

লক্কড় ঝক্কড় লোকোসেডের লাইন। লাইনের বেশির ভাগ অংশই নিচু। সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে থাকে। এর ফলে কাঠের স্লিপারগুলো পচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহের কেওয়াটখালি লোকোসেড থেকে শুরু করে রেলওয়ে স্টেশনের মেইন লাইনের সংযোগ পর্যন্ত ২ কিলোমিটার লাইনের কাজ করা হচ্ছে পাথরের পরিবর্তে ইটের সুড়কি দিয়ে। এ নিয়ে সকলের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রেললাইনে বিছানো সুড়কিগুলো নিম্নমানের। জমিয়ে রাখা হয়েছে আরও অনেক সুড়কি। দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে দুই নম্বর। ইতোমধ্যে এই বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় সব মহলে। এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বইছে নিন্দার ঝড়।

অনেকেই এর জন্য ময়মনসিংহ রেলওয়ের গাফিলতি আর দুর্নীতিকেই দায়ী করছেন। বলা হচ্ছে, পাথরের পরিবর্তে ইটের সুড়কি দিয়ে টাকা লোপাট করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা বলছেন, ইটের সুড়কি দিয়ে রেললাইন মেরামতের বিষয়টি দুঃখজনক। এটা কোনো যৌক্তিক কাজ হতে পারে না। কারণ এর আগেও কয়েকবার এই লাইনটিতে ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়েছে। মাঝখানে কয়েক বছর আগে একবার রেললাইনটি মেরামত করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে লাইনটিতে পাথরের পরিবর্তে ইটের সুড়কি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে পরবর্তী সময়ে আরও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক ময়মনসিংহের সাধারণ সম্পাদক আলী ইউসুফ বলেন, 'রেললাইনে ইট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। কেউ কখনো এমন অবস্থা কোনদিন দেখেছে বলে আমার মনে হয় না।'

এ বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ময়মনসিংহ রেলওয়ের সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নাজমুল হাসান বলেন, 'সরকারিভাবে পাথর কেনার কোনো বরাদ্দ নেই। টেন্ডার করে পাথর কিনে নিয়ে আসতে অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু ওই জায়গাটি অনেক নিচু। দুই কিলোমিটার রেললাইনের সম্পূর্ণ অংশে কাঠের স্লিপার লাগানো। পানি জমে সেগুলো যেন পচে নষ্ট না হয় সেজন্য আপদকালীন সময়ে এই ব্যবস্থা করেছি।'

তিনি জানান, 'বরাদ্দ না থাকলে আমি কী করব? তাই পাথরের পরিবর্তে অল্প টাকায় ইট দিয়ে মেরামত করার চেষ্টা করেছি। সবাই ভাবছে আমি পাথরের পরিবর্তে ইট দিয়ে কাজ করে হয়তো টাকা আত্মসাৎ করেছি। তবে তারা জানে না এই কাজে আমার কোনো গাফিলতি নেই।'

এটি রেললাইনের মেইন লাইন না জানিয়ে মো. নাজমুল হাসান বলেন, 'তবুও পাথর দিয়ে কাজ করার দরকার ছিল।' এ সময় ইট, বালি দিয়ে এই কাজটি করার ফলে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন তিনি। তবে যখন বরাদ্দ আসবে তখন পাথর দিয়েই এই রেললাইনের কাজ করা হবে বলে জানান তিনি। আমাদের সময়

সিরিজ নৃশংস ঘটনায় আতঙ্কিত মানুষ

একের পর এক নৃশংস ঘটনা। জোড়ায় জোড়ায় খুন। কোথাও ভাইবোনের লাশ উদ্ধার, কোথাও মা-ছেলের। একটির রেশ না কাটতেই আরেকটি নৃশংস ঘটনা। মানুষ ক্রমেই অসহিষ্ণু ও নৃশংস হয়ে উঠছে। এমনকি, আপনজনও এই নৃশংসতা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে এমন ঘটনা ঘটছে।

গত সোমবার দুই জোড়া খুনের ঘটনা মানুষের মনে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে নিজেদের ঘরের খাটের নিচ থেকে দুই ভাইবোনের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে লাশ দুটো উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলো সলিমাবাদ গ্রামের কামাল উদ্দিনের ছেলে কামরুল ইসলাম (১০) ও মেয়ে শিফা আক্তার (১৪)। শিশু দুটো স্কুলে লেখাপড়া করত। বাঞ্ছারামপুর থানা পুলিশের ইন্সপেক্টর রাজু আহমেদ জানান, নিহতদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

একই রাতে চট্টগ্রাম নগরে মা-ছেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানা এলাকার রমজান আলী সেরেস্তাদারের বাড়ি থেকে লাশ দু'টি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেন গুলনাহার বেগম (৩৩) ও তার শিশুসন্তান মো: রিফাত (৯)।

চান্দগাঁও থানার ওসি খন্দকার আতাউর রহমান গণমাধ্যমকে বলেছেন, টিন শেডের সেমিপাকা একটি ঘরের ভেতর সংযুক্ত শৌচাগারে পড়ে ছিল গুলনাহারের লাশ। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আর

মেঝেতে পড়ে ছিল ৯ বছরের শিশুটির লাশ। তার গলা কাটা। নিহত গুলনাহার এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ওই বাসায় থাকতেন। ঘটনার সময় তার বড়মেয়ে কারখানায় ছিলেন।

সুনামগঞ্জের ছাতকে আবুল কালাম আজাদ (২৭) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। সোমবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ-সৈদেরগাঁও ইউনিয়নের পীরপুর উত্তরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

সোমবার নড়াইল সদর উপজেলার বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের কামালপ্রতাপ গ্রামে আব্দুর রাজ্জাক মল্লিক (৭০) নামে সাবেক ইউপি সদস্যকে গলাকেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

কুমিল্লার মুরাদনগরে মামাতো ভাইয়ের পিটুনিতে মারা গেছেন ডালিম (৩৫) নামের এক যুবক। মো: ডালিম (৩৫) মুরাদনগর উপজেলার আমিননগর গ্রামের মৃত হালিম মিয়ার ছেলে।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। নিহত দুই ভাই হলেন- শামীম মাতুব্বর (২৭) ও রকিব মাতুব্বর (১৭)। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।

মানবাধিকার সংস্থা এমএনপিএসর নির্বাহী পরিচালক রেজাউল কবির রেজা নয়া দিগন্তকে বলেন, একজন মানবাধিকারকর্মী হিসেবে এভাবে একের পর এক নৃশংস ঘটনায় তিনিও শঙ্কিত। সাধারণ মানুষ চরম আতঙ্কের মধ্যে। মহামারী করোনার কারণে এমনিতেই মানুষ আতঙ্কের মধ্যে আছে। এরপর একের পর নৃশংস ঘটনা মানুষকে আরো আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মানবাধিকারকর্মী সাইদুর রহমান নয়া দিগন্তকে বলেন, আইনের শাসন নেই বলেই মানুষ নৃশংস হয়ে উঠছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। ন্যায়বিচারের কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে অনেকে যা ইচ্ছে হচ্ছে তা-ই করছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে এমনসব ঘটনা ঘটছে। নয়া দিগন্ত

উদ্বোধনের আগেই ধসে পড়ল সিটি ব্লক

কক্সবাজারের টেকনাফে শাহপরীর দ্বীপে ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিরক্ষা বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজ এখনো শেষ হয়নি। এরই মধ্যে অন্তত ১০টি স্থানে জোয়ারের পানির আঘাতে সিসি ব্লক ধসে পড়েছে। এতে নির্মাণাধীন এ বেড়িবাঁধের টেকসই ও স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর উদ্বোধনের আগেই বেড়িবাঁধে ধস দেখে হতাশ ওই এলাকার প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। স্বস্তির বদলে তাদের মাঝে আবারও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) দাবি, নকশার কিছুটা ত্রুটি থাকার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নকশা পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। তবে বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাঁধ নির্মাণকাজে তড়িঘড়ি করায় জোয়ারের পানিতে সিসি ব্লকগুলো সরিয়ে মাটি সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে। বাঁধ নির্মাণকাজ এখনো শেষ হয়নি। এর মধ্যেই ১০টির বেশি স্থানে সিসি ব্লকগুলো ধসে পড়ছে। ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন বাঁধের দক্ষিণ পাশের মাঝের পাড়া, দক্ষিণপাড়ার আধা কিলোমিটার অংশে ডাম্পিং ব্লক কম দেওয়ায় জোয়ারের পানির আঘাতে সিসি ব্লক উদ্বোধনের আগেই ধসে পড়ছে।

পাউবো সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ২২ জুলাই শাহপরীর দ্বীপের পশ্চিমপাড়ার বেড়িবাঁধের ৬৮ নং ফোল্ডারের একাংশ সাগরের জোয়ারের পানির তোড়ে বিলীন হয়ে যায়। সংস্কারের অভাবে প্রায় তিন কিলোমিটার পর্যন্ত বেড়িবাঁধ অরক্ষিত হয়ে শত শত পরিবার বসতঘর-দোকানপাট-মসজিদ-মাদ্রাসা ও রাস্তাঘাট সাগরে বিলীন হয়ে যায়। দীর্ঘ ভোগান্তির পর অবশেষে ২০১৬ সালের ১৬ আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় ২ দশমিক ৬৪৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ সংস্কারে ১০৬ কোটির টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে এ প্রকল্পে আরও ৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়।

গত ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজ শুরু করেন নারায়ণগঞ্জের সেনাকান্দায় নৌবাহিনীর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকর্স লিমিটেড। এর পর তারা কাজটি সহযোগী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এসটিএ গ্রুপে বরাদ্দ দেন। চলতি ২০২০ অর্থবছরের জুন মাসে নির্মাণকাজ শেষ করার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

সরেজমিন দেখা গেছে, উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপ রক্ষার বেড়িবাঁধটি বঙ্গোপসাগরের তীরঘেঁষা। জোয়ারের সময় ঢেউয়ের পানি নির্মাণাধীন বেড়িবাঁধে আছড়ে পড়ছে। পশ্চিমপাড়া, মাঝেরপাড়া থেকে দক্ষিণপাড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার বেড়িবাঁধের সাগরের অংশে দুই রকমের সিসি ব্লক বসানো হয়।

স্থানীয় ফজল আহমদ বলেন, গত বছর বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজ শুরু হলে এলাকার শত শত মানুষ আশার আলো দেখতে পেলেও বাঁধে ধসের খবরে আবারও স্থানীয়রা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

সাবরাং ইউপির সদস্য নুরুল আমিন বলেন, সাত বছর অরক্ষিত থাকার পর বাঁধ নির্মাণে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাঁধের কাজ শেষ না হতেই জোয়ারের পানিতে যেভাবে সিসি ব্লকগুলো ধসে যাচ্ছে, তাতে পুরো দ্বীপের মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ভাঙন থেকে রক্ষা করতে হলে এখনই জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষক জাহেদ হোসেন বলেন, বেড়িবাঁধ নির্মাণের প্রথম দিকে কাজগুলো করতে দেখেছি। কিন্তু দক্ষিণপাড়া অংশে যেখানে সাগরের আগ্রাসন বেশি, সেখানে এসে কাজে তাড়াহুড়া করতে দেখা গেছে। প্রতিরক্ষা ব্লক বসানোর আগে বিছানো বালু পর্যন্ত রোলার গাড়ি দিয়ে ভালোভাবে চেপে দেওয়া হয়নি। তাই জোয়ারের আঘাতে ব্লকগুলো ধসে পড়ছে। নিয়মিত দেখভালের অভাবেই এমন হয়েছে। আমাদের সময়

সোমালিয়া | মুজাহিদদের সফল হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এক সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট, সোমালিয়ার আউদাকলী শহরের মোবারক এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছিল।

খোরাসান | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ৬১ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত আরও অনেক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন জানবায তালেবান মুজাহিদের শহিদী হামলায় ৬১ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের আকচাহ বান্দার জেলায় মুরতাদ কাবুল মরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলা চালান একজন তালেবান মুজাহিদিন। তালেবান সমর্থক সংবাদা মাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, হামলাকারী তালেবান মুজাহিদ 'সাদিকুল্লাহ' একটি শক্তিশালি মোটরবোমা দ্বারা এই শহিদী হামলাটি পরিচালনা করেন। যার ফলে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ঘাঁটিটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংস হয় মুরতাদ বাহিনীর অনেক ট্যাঙ্ক সামরিকযান ও গাড়ি।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, উক্ত শহিদী হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৬১ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় মার্কিন সৈন্যসহ অন্তত ১২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এক হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন সৈন্যসহ সোমালিয় বিশেষ ফোর্সের ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও সোমালিয় মুরতাদ সরকারের বিশেষ ফোর্সের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আউদাকলী শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বীরত্বপূর্ণ অভিযানে, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়। অন্যদিকে এই অভিযানে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের ৪ সৈন্য নিহত এবং ৭ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে, যাদের মাঝে উচ্চপদস্থ এক কমান্ডারও রয়েছে।

বুর্কিনা-ফাসো | 'জিএনআইএম' মুজাহিদদের হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে আল-কায়েদা শাখা 'জিএনআইএম' এর জানবায মুজাহিদদের হামলা, নিহত ও আহত ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদিন গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

বুর্কিনা-ফাসোর সাওগা শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও।

২৫শে আগস্ট, ২০২০

তিন সন্তানের সামনেই কৃষ্ণাঙ্গ জ্যাকবকে হত্যা করে পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটারস প্রতিবাদের মধ্যেই এক কৃষ্ণাঙ্গকে পুলিশের একাধিকবার গুলির ঘটনায় এখন উত্তাল উইসকনসিন প্রদেশ।

আহত জ্যাকব ব্ল্যাকের অ্যাটর্নির দাবি গাড়িতে অবস্থানরত তার তিন, পাঁচ ও আট বছরের তিন সন্তানের সামনে পুলিশ এই নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে গভর্নর জানিয়েছেন আহত কৃষ্ণাঙ্গ জ্যাকব আইসিইউতে আছেন। বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল।

বেন ক্রাম্প নামে তার পারিবারিক অ্যাটর্নি রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনার একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিও ফুটেজটি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। বিক্ষোভ ঠেকাতে স্টেট কর্মকর্তারা কারফিউ জারি করে, যা সোমবার সকাল অবধি ছিলো। কেনোশা কাউন্ট্রি শেরিফ বিভাগ জানিয়েছেন, দ্বিতীয় কারফিউ সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৭টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

শহরে ন্যাশনাল গার্ডকে ডেকে আনা হয়েছে বলে মেয়র জন আন্তারামিয়ান নিশ্চিত করেছেন।

এই ঘটনায় বিক্ষোভকারীরা সোমবার কেনোশা আদালতের সামনে জড়ো হয়। বিক্ষোভকারীদের দমন করতে পুলিশ তাদের উপর গ্যাস নিক্ষেপ করে।

কেনোশা পুলিশকে উইসকনসিন অপরাধ তদন্ত বিভাগের তদন্তভার দেয়া হয়েছে। জানা যায়, তদন্তের তথ্য জেলা অ্যাটর্নি মাইকেল ডি গ্রেভলির কাছে দেয়া হবে। অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হবে কিনা তা অফিস নির্ধারণ করবে। গ্রেভেলি বলেন, তদন্তটি 'প্রাথমিক পর্যায়ে' রয়েছে। নয়া দিগন্ত

পুলিশের গুলিতে জর্জ ফ্লয়েড ও ব্রেকোনা টেইলর হত্যার ঘটনার রেশ না কাটতেই আবারো কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে গুলির ঘটনা ঘটলো। এছাড়াও জ্যাকব ব্ল্যাককে গুলি করার আগে লুইজিয়ানার লাফায়েটে ট্রেইফোর্ড পেলারিন (৩১) নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি পুলিশের হাতে নিহত হওয়ায় বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে।

ইয়াবা-ছুরিসহ ধরা খেলো উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি

ইয়াবা ও একটি ছুরিসহ ধরা খেয়েছে হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হোসেন খান মামুনকে। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার বড় বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে ধরা হয়।

মামুন বানিয়াচং উপজেলার পুরান তোপখানা মহল্লার আমজাদ হোসেনের ছেলে। তাকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হবিগঞ্জ ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানিকুল ইসলাম।

মানিকুল জানান, ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জ গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক এসআই দেবাশীষ দাশের নেতৃত্বে একদল পুলিশ বড় বাজারে অভিযান চালিয়ে মামুনকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩০০ পিচ ইয়াবা, একটি ধারালো ছুরি ও নগদ আড়াই হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আমাদের সময়

অবরুদ্ধ গাজায় আমদানি-রপ্তানির উপর ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞা

নিজ ভূমে পরবাসী ফিলিস্তিনিরা। দখলদার ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় খাদ্য ও ওষুধ বাদে সকল প্রকার জিনিসপত্রের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

রবিবার ফিলিস্তিনের এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ওই কর্মকর্তা বলেন,বেসরকারি খাতের সকল কোম্পানিকে খাদ্য ও ওষুধ বাদে গাজায় সব ধরনের পণ্য প্রবেশ বন্ধ করার বিষয়ে ইসরায়লি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসী ইসরায়লি সরকারের পক্ষ থেকে এখনো এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সাল থেকে গাজা উপত্যকাটি ইহুদিদের অবরোধের কবলে পরে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। গাজা উপত্যকায় প্রায় দুই মিলিয়ন মুসলিম প্রতিনিয়ত খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধসহ বিভিন্ন জরুরী পণ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

বিতাড়িত হওয়ার তিন বছর পূর্তিতে ঘরবন্দী রোহিঙ্গাদের নীরব প্রার্থনা

মিয়ানমারের সামরিক জান্তার নির্যাতনে রাখাইন থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার তিন বছর পূর্তি হচ্ছে আজ।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, নভেল করোনাভাইরাসের কারণে তারা শরণার্থী ক্যাম্পে বাঁশের ঘরের ভেতরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নীরবেই এ দিনটিতে স্মরণ করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযানে গণহত্যার শিকার গোষ্ঠীটি।

২০১৭ সালে ২৫ আগস্ট রাখাইন রাজ্য থেকে রোহিঙ্গাদের ঢল নামে বাংলাদেশ সীমান্তে। মিয়ানমারে গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসতে শুরু করে।

সেবার সাড়ে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে এসে আশ্রয় নেয় বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায়। এর আগে মিয়ানমার সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা আরও দুই লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজার শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করছিল।

কুতুপালং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নেতা মহিব উল্লাহ বলেন, রোহিঙ্গারা ঘরের মধ্যে নীরবে প্রার্থনায় আজকের এ দিনটিকে স্মরণ করবে। আজ কোনো সমাবেশ নেই, মসজিদে দোয়া মাহফিল নেই, স্কুল-মাদ্রাসায় কোনো ভিড় নেই, এনজিও বা সহায়তা কর্মসূচির কোনো খাদ্য বিতরণ নেই।

২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার দ্বিতীয় বছর পূর্তিতে তার নেতৃত্বে কুতুপালং ক্যাম্পে ২ লাখ রোহিঙ্গাদের সমাবেশ ঘটে।

এরপর শরণার্থী ক্যাম্পে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়। এখন করোনা পরিস্থিতির কারণে দেয়া হয়েছে স্বাভাবিক চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা।

এ ছাড়া ক্যাম্পগুলোর চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও দিয়ে থাকায় পুরো বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রোহিঙ্গারা।

এ তিন বছরে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের উপযুক্ত ও নিরাপদ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি মিয়ানমার। দেশটির সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

ফলে রোহিঙ্গাদের মাতৃভূমিতে ফেরত যেতে সম্ভাবনা এখনো ক্ষীণ। গত তিন বছরে কক্সবাজারে শরণার্থী ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। তাদের কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, শিশুদের জন্য যথাযথ পড়াশোনার ব্যবস্থা নেই। এখনো গণহত্যার দুর্বিষহ স্মৃতি তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

কক্সবাজারে শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নেতা মহিব উল্লাহ বলেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনী আমাদের ১০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। তারা নির্বিচারে হত্যা ও ধর্ষণ চালিয়েছে এবং ঘরবাড়ি থেকে আমাদের মানুষকে বের করে দিয়েছে।

২৫ বছর বয়সী রোহিঙ্গা সংগঠক খিন মং বলেন, আমরা ন্যায়বিচার চাই। আমরা আমাদের ঘরেও ফিরে যেতে চাই। কিন্তু শিগগিরই এমন কিছু ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। এটি অনেক বছর লেগে যেতে পারে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, প্রত্যাবাসনের জন্য রোহিঙ্গারা 'মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা' নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের আইনজীবী ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন করতে আন্তর্জাতিক একটি সমাধান গ্রহণ করা উচিত। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এসব রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের উচিত হবে না পরিবেশটা প্রতিকূল করে তোলা।

সড়কের বেহাল দশা, মানববন্ধনে সংস্কার দাবি জনগনের

গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া মোড় থেকে সাত্তার টেক্সটাইল লিমিটেডের গেইট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারেরর দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। কালিয়াকৈর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে সোমবার দুপুরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তারা জানান, কালিয়াকৈর পৌরসভা একটি এ ক্লাস পৌরসভা। কিন্তু সে অনুপাতে আমরা সেবা পাই না। মোল্লাপাড়া মোড় থেকে সাত্তার টেক্সটাইল লিমিটেডের গেইট পর্যন্ত রাস্তাটি ৪-৫ বছর আগে কার্পেটিং করা হয়। কিন্তু গত দুই বছর ধরে কার্পেটিং উঠে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ফলে ওই সড়কে চলাচলরত শিল্পকারখার শ্রমিকসহ হাজার হাজার লোকজন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ ছাড়া তারা পৌরসভার বিভিন্ন বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবি জানান।

কালের কণ্ঠ

আবারও নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গকে নির্বিচার গুলি মার্কিন পুলিশের, উত্তপ্ত যুক্তরাষ্ট্র

জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের রেশ এখনো কাটেনি মার্কিন মুলুকে। ইতি পড়েনি 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনেও। তারই মধ্যে আমেরিকায় ফের কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে কাঠগড়ায় পুলিশ।

উইসকনসিন প্রদেশের রাস্তায় জ্যাকব ব্লেক নামে নিরস্ত্র এক যুবককে লক্ষ্য করে একাধিকবার গুলি চালান পুলিশ অফিসার। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ব্লেক। প্রতিবাদ রাতভর উইসকনসিনের রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। চাপের মুখে তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সেখানকার গভর্নর।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জ্যাকব ব্লেক একটি গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। সেসময়ই তার শার্টের কলার ধরে টানে পুলিশ এবং গাড়ি লক্ষ্য করে অন্তত সাতবার গুলি চলে, যাতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ব্লেক।

কিন্তু কী কারণে গুলি চালাতে হল পুলিশকে, তার কোনো সদুত্তর মেলেনি। উইসকনসিন পুলিশ এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

রোববার বিকেলের এই ঘটনার জেরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে সেখানে। রাতভর রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়।

উইসকনসিন পুলিশের সদর দপ্তরের সামনে গিয়ে গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, পালটা টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশও। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ বুঝে রাতেই কারফিউ জারি করে প্রশাসন।

উইসকনসিনের গভর্নর টোনি এভারস টুইটারে ঘটনার নিন্দা করেন। তিনি এও জানান যে ওই যুবক নিরস্ত্র ছিল। কী কারণে গুলি চালাতে হল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন গভর্নর।

মে মাসে, উইসকনসিনের পাশের প্রদেশ মিনেসোটার রাস্তায় এমনই এক নিরস্ত্র যুবক জর্জ ফ্লয়েডকে মাটিতে ফেলে মারধরের পর হাঁটু দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ ওঠে এক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে শোরগোল পড়ে প্রায় গোটা বিশ্বে। আমেরিকার গণ্ডি পেরিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ডেও ছড়িয়ে পড়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' বিক্ষোভ। সেই আঁচ নিভতে না নিভতেই ফের মার্কিন পুলিশের আরেক নৃশংসতা সামনে এল। জর্জ ফ্লয়েডের পর জ্যাকব ব্লেকের জল কতদূর গড়ায়, সেদিকে নজর থাকবে সকলের। নয়া দিগন্ত

ঘুষের টাকাসহ ধরা খাওয়া মালাউন ডিআইজি প্রিজনস পার্থের এতোদিন পর চার্জশীট

৮০ লাখ টাকাসহ গ্রেপ্তার সিলেট বিভাগের সাবেক ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপাল বণিককের বিরুদ্ধে আদালতের চার্জশিট দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন এ চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছেন।

ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কেএম ইমরুল কায়েশ আগামী ৩১ আগস্ট চার্জশিট গ্রহণের শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে গত বছর ২৮ জুলাই বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডি থানাধীন নর্থ রোডের (ভূতেরগলি) ২৭-২৮/১ নম্বর বাসার বি/৬ নম্বর ফ্ল্যাটে গোপাল বণিক পার্থের বাসায় অভিযান চালিয়ে ৮০ লাখ টাকা জব্দ করে দুদক। পরে গত ২৯ জুলাই দণ্ডবিধির ১৬১, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) এবং মানিলন্ডারিং আইনের ৪(২) ধারায় মামলা দায়ের করে দুদক।

২০১৮ সালের ২৬ অক্টোবর নগদ ৪৪ লাখ ৪৩ হাজার টাকা, ২ কোটি ৫০ লাখ টাকার এফডিআর, ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার চেক ও ফেনসিডিলসহ কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার হন চট্টগ্রামের তখনকার জেলার সোহেল রানা বিশ্বাস। সে সময় তিনি গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদে নিজের ঘুষবাণিজ্যের পেছনে সহায়ক শক্তি হিসেবে ডিআইজি পার্থ গোপাল বণিকের নাম উল্লেখ করেন। সেই থেকে কারাগারের বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। উঠে আসে কারাগারকে মাদকের হাট বানানোর গল্প।

আর সেই গল্পের সূত্র ধরে দুদকের অনুসন্ধানী টিম সেগুনবাগিচার কার্যালয়ে সিলেট বিভাগের সাবেক ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপালকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে গত ২৮ জুলাই দুপুর ২টার দিকে ফ্ল্যাটে অভিযানে গেলে ফ্ল্যাটে না ঢুকতে দিয়ে বণিকের স্ত্রী চিকিৎসক রতন মনি সাহা প্রায় ২ ঘণ্টা দুদক টিমের সঙ্গে টালবাহানা করেন। প্রথমে দুদক সদস্যদের মোবাইল ফোনে বলেন, 'পার্থ বাসায় নেই, মিরপুরে আছেন। সেখান থেকে ফিরতে ২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে।' অথচ সে সময় পার্থ ফ্ল্যাটেই ছিলেন। এর পর দুদক টিম বিকল্পভাবে ভেতরে প্রবেশের কথা জানালে দরজা খুলে দেন মনি সাহা। তবে দরজা খুলার আগেই বাসায় রাখা ওই ৮০ লাখ টাকা দুটি বস্তায় ভরে পাশের বাসার ছাদে ফেলে দেন পার্থর স্ত্রী। পরে তাকে নিয়েই ওই টাকা উদ্ধার করা হয়। আমাদের সময়

খোরাসান | যেভাবে একজন আফগান তালেবান ওসামা বিন লাদেনের ঘাতকদের পুরো একটি টিমকে হত্যা করেছিলো

শাইখুল জিহাদ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদতের প্রায় দু'মাস পরে ২০১১ সালে ময়দান ওয়ার্দাক প্রদেশে এই ঘটনা ঘটে।

ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী খবর পেয়েছিলো যে, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রয়াত আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ আফগানিস্তানের ময়দান ওয়ার্দাক প্রদেশের সৈয়দাবাদ জেলার টানগি এলাকায় অবস্থান করছেন।

এই তথ্যের ভিত্তিতে ক্রুসেডার বাহিনী রাতে টনগি এলাকায় হেলিকপ্টার দিয়ে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করে, তাদের গন্তব্য আমিরুল মু'মিনিন এর অবস্থানে যেকোন মূল্য পৌঁছা।

এ সময় স্থানীয় আইয়ুবি নামক এক শিক্ষার্থী , যিনি সবে দ্বাদশ শ্রেণি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, তালেবানদের স্থানীয় কমান্ডার মৌলভী মহিবুল্লাহর নেতৃত্বে তালেবানে যোগ দেন। তালেবানে যোগ দেওয়ার পর তিনি প্রথমবারের মত রাতে তালেবানদের সাথে অভিযানের জন্য বের হন এবং একটি মসজিদে তাঁরা অবস্থান নেন। তিনি দায়িত্বপান পাহারাদারির, এসময় হঠাৎ তিনি শুনতে পান চিনুক হেলিকপ্টারের শব্দ।

তিনি মৌলভী সাহেবকে চেঁচিয়ে বললেন যে হেলিকপ্টার এসেছে, মৌলভী সাহেব এই সংবাদ পেয়েই সকল সাথীদের দ্রুত প্রস্তুত হতে বললেন , এরপর মৌলভী সাহেব স্থানীয় যুবককে রকেট দিয়ে চিনুক হেলিকপ্টার টার্গেট করে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। আর সে খুব দক্ষতার সাথেই তার লক্ষ্যবেধ করতে সক্ষম হয়, ফলে মহুর্তেই ধ্বংস হয়ে যায় মার্কিন হেলিকপ্টার। নিহত হয় হেলিকপ্টারে থাকা সকল মার্কিন ক্রুসেডার।

পরের দিন দুপুরে উক্ত এলাকায় পূণরায় অভিযান ও তল্লাশী চালাতে শুরু করে মার্কিন বাহিনী। তারা প্রথমে অবস্থান নেয় মুজাহিদদের হামলার শিকারে পরিণত হওয়া চিনুক হেলিকপ্টারটির নিকটে। এরপর মুজাহিদগণ আড়াল থেকে পূণরায় বিধ্বস্ত হওয়া মার্কিন হেলিকপ্টারটি টার্গেট করে দুইটি রকেট লাঞ্চার হামলা চালান। যার ফলে এবারও পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় মার্কিন হেলিকপ্টারটি, ঘটনাস্থলেই তখন নিহত হয় সেখানে অবস্থানরত ৩০ মার্কিন ক্রুসেডার, আহত হয় অন্যরা।

এই সফল হামলার পরে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী মুজাহিদদের সন্ধানে উক্ত এলাকায় একাধিক অভিযান শুরু করে। অভিযানের দু'দিন পরে, তালেবানদের প্রাদেশিক গভর্নর মৌলভী আহমাদ উল্লাহ গোলাম বিমানটি কারা গুলি করেছে তা জানতে ফোন করেন স্থানীয় মুজাহিদদের নিকট। স্থানীয় মুজাহিদরা বিস্তারিত সংবাদ প্রাদেশিক গভর্নরকে জানান। এরপর তিনি হেলিকপ্টারটি গুলি করা মুজাহিদদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, হেলিকপ্টারটি আমাদের উপরেও হামলা চালিয়েছিলো, যাদের টার্গেট ছিল আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ। আর এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলো আমেরিকার বিশেষ বাহিনী। আমরা জানতে পেরেছি যে, এই টিমটি শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহ. এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলো। তোমরা সকলে সতর্ক থাকবে, কেননা তাদের স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যদেরকে তোমরা হত্যা করেছো, তারা অবশ্যই নেড়ে কুকুরের ন্যায় পূণরায় তোমাদের খোঁজে অভিযান চালাবে।

গভর্নরের এই কথার চারদিন পরেই মার্কিন বাহিনী ওই এলাকায় ভারী অভিযান চালাতে শুরু করে এবং চার দিন যাবৎ উক্ত এলাকায় তারা মুজাহিদদের সন্ধানে অভিযান চালায়। চতুর্থদিন আসরের সময় স্থানীয় তালেবান কমান্ডার মৌলভী মহিবুল্লাহ তাঁর সহযোগীদের নিয়ে গাড়ি চালানোর সময় শত্রুরা তাকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়। ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর এই আক্রমণে তিনি এবং তাঁর সাথে থাকা সকল মুজাহিদ শহাদাত বরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন, আমিন।

এরপর স্থানীয়রা জানান, এই হামলার পর বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলো, এরপর তারা ঘটনাস্থলের আশেপাশের অঞ্চলটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

এরপর তালেবানদের এই বীর মুজাহিদদের হামলায় নিহত হওয়া আমেরিকান সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি (ওবামা) এর চোখে অশ্রু ভরে উঠলো। আল্লাহু আকবার, এভাবেই প্রথমবারের মত আফগান তালেবানরা বিশ্ব মুসলমানদের আইডল (ওসামা বিন লাদেন) রহ. এর শাহাদাতের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

খোরাসান | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ৩৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশের দাহ-ইয়াক জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কেন্দ্রে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যাতে ২৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ২৪ আগস্ট রাত ২ টা ২৫ মিনিটে, আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের দেহ ইয়াক জেলার জেলা ও পুলিশ সদর দফতরের ভবনগুলি লক্ষ্য করে একটি কৌশলগত গাড়ি বোমা হামলা করেছেন একজন জানবাজ তালেবান মুজাহিদ। অন্য মুজাহিদীনরা জেলার আশেপাশের সুরক্ষা পোস্ট ও অন্যান্য সামরিক স্থাপনার উপর ভারী ও হালকা অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছিলো, যা সকাল অবধি অব্যাহত ছিলো।

তালেবান মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে জেলা ও পুলিশ সদর দফতরের ভবনগুলি অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হা.) জানান যে, প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, মুজাহিদদের উক্ত বীরত্বপূর্ণ অভিযানে কাবুল বাহিনীর ২৮ সৈন্য নিহত হয়েছে, এখনো নিখোঁজ অনেক সৈন্য এবং আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন সৈন্য।

এই অভিযানটি ছাড়াও ঐ রাতে গজনীতে শত্রুদের অন্য একটি চৌকিতেও মুজাহিদদের পক্ষ হতে অভিযান চালানো হয়েছে। এতে ১০ এরও বেশি সেনা নিহত ও আহত হয়।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৫৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত, বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন হেরাত ও লোঘার প্রদেশে কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে কমপক্ষে ৫৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুসারে, গত ২৩ আগস্ট বিকেলে তালেবান মুজাহিদিন হেরত প্রদেশের পশতুন জারঘুন জেলার কেন্দ্রে মর্টার হামলা চালান। যার ফলস্বরূপ কাবুল বাহিনীর ৮ মুরতাদ সেনা হতাহত হয় এবং তাদের

কয়েকটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা ভয়ে কয়েক ঘন্টার জন্য তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছিলো।

এমনিভাবে ২৪ আগস্ট সকালে তালেবান মুজাহিগণ দায়াদি জেলার গুলমীর এলাকায় অভিযান চালান, যার ফলে ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। বাকি সৈন্যরা ভয়ে দুটি চেকপোস্ট থেকে পালিয়ে যায়। মুরতাদ বাহিনীর পালানোর সাথে সাথে বিশাল অঞ্চল মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আলহামদুলিল্লাহ।

এমনিভাবে লোঘার প্রদেশের মুহাম্মদ আঘা জেলায় রাস্তার পাশে মুজাহিদদের লাগানো বোমা বিস্ফোরণে কাবুল বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিহত হয় ৬ মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে, প্রদেশটির পুল-এ-মাতানী এলাকায় ভাড়াটে কাবুল সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে ভারী মিসাইল নিক্ষেপ করেন মুজাহিদগণ, এতে কাবুল বাহিনীর ৬ ভাড়াটে সেনা মারা গিয়েছে এবং ২ ভাড়াটে সৈন্য আহত হয়েছে।

নাইজেরিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৩৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত, ঘাঁটিসহ ৩টি সামরিকযান ধ্বংস

মধ্য আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এক অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৩৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৩ আগস্ট আল-কায়েদা সেন্ট্রাল আফ্রিকা (মধ্য আফ্রিকা) ভিত্তিক শাখা "জামা'আত আনসারুল মুসলিমিন ফী বিলাদুস-সুদান" এর জানবায মুজাহিদিন নাইজেরিয়ায় একটি বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

নাইজেরিয়ার কাদুনা রজ্যে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা উক্ত সফল অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ৩৫ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিলো, আহত হয়েছে আরও অনেক। মুজাহিদদের বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সামরিকযানসহ পুরো সামরিক ঘাঁটিটি, আর মুজাহিদগণ ১টি সামরিকযান সহ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, চলিত মাসের ৮ আগস্ট একই রাজ্যে মুজাহিদদের অন্য একটি সফল অভিযানে ২৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১০ এও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে এই রাজ্যটির বেশ কিছু এলাকা মুজাহিদগণ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

পশ্চিম আফ্রিকা | নাইজার সীমান্তে পালিয়ে থাকা আইএস সন্ত্রাসীদের উপর মুজাহিদদের হামলা, ৯ আইএস সদস্য নিহত ও আহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে কয়েকটি অভিযান চালিয়েছিলো খারেজী গোষ্ঠী আইএসের সদস্যরা, এসকল অভিযানের মাধ্যমে আইএস সদস্যরা বেশ কয়েকজন বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করেছিলো।

যার ফলে গত জুলাই মাসের শেষ দিকে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ আইএসদের বিরুদ্ধে মালিতে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হন। এরপর মাত্র ১৯ দিনের অভিযানে মুজাহিদগণ আইএস সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য সকল ঘাঁটি মালি থেকে গুড়িয়ে দেন, হত্যা করেন শতাধিক আইএস সন্ত্রাসীকে। এরপর আইএসদের গোপন আস্তানাগুলোতেও মুজাহিদগণ চিরুনি অভিযান চালিয়ে হত্যা, আহত ও বন্দী করেছিলেন আরো কয়েক শতাধিক সন্ত্রাসীকে। বাকি আইএস সদস্যরা তখন মালি ছেড়ে বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজার সীমান্তে পলায়ন করে। তখন মুজাহিদগণ বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজারেও অভিযান চালাতে শুরু করেন।

এর ধারাবাকিতায় ২৪ আগস্ট নাইজার সীমান্তে পালিয়ে থাকা আইএসদের একটি গোপন আস্তানায় হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ৬ আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং আহত হয় আরও ৩ আইএস সদস্য। ধ্বংস করা হয়েছে তাদের একটি গাড়িও।

২৪শে আগস্ট, ২০২০

ইসরায়েলকে স্বীকৃতির পক্ষে খোড়া যুক্তি দিয়ে পত্রিকায় নিবন্ধ লিখল আমিরাতের রাষ্ট্রদূত

ইহুদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বীকৃতির পক্ষে খোড়া যুক্তি দিয়ে তেল আবিবের প্রথম সারির একটি ইংরেজি পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দূত ইউসুফ আল ওতাইবা।

তিনি দাবি করে লিখেছেন, ইসরায়েলের সাথে চুক্তিটি ফিলিস্তিনে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

তিনি লিখেছেন, এরই মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে সম্পর্ক সাভাবিক করা নিয়ে ইসরায়েলের নেতারা বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। আমরা আগামী অক্টোবরে দুবাইয়ের ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে ইসরায়েলিদের স্বাগত জানানোর প্রত্যাশায় রয়েছি।

সঙ্গত, চলতি মাসের ১৩ আগস্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি বিতর্কিত চুক্তি ঘোষণা করা হয়। যে চুক্তির মাধ্যমে মূলত ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় আরব আমিরাত। কিছু আরব দেশ ছাড়া বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ এ চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সূত্র: ইয়েনি সাফাক

২৩শে আগস্ট, ২০২০

পার্কিং চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

বন্দরের পার্কিং চার্জ হঠাৎ দ্বিগুণের প্রতিবাদে লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করে বিক্ষোভ করছেন ব্যবসায়ী, চালক ও শ্রমিকরা। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত বন্দরের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। বিক্ষোভকারীরা জানান, বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য আনলোড-ডাউনলোড করতে বন্দরে পার্কিং চার্জ হিসেবে বন্দর কর্তৃপক্ষ গাড়িপ্রতি টোকেনের মাধ্যমে ১৬০ টাকা করে আদায় করত। কিন্তু সেই অর্থ কোথায় বা কারা ভোগ করে তা অজানা ব্যবসায়ীদের। বন্দরটি চালু রাখতে এ বন্দরে বেশ কিছু চার্জ মওকুফ থাকলেও স্থানীয়ভাবে ঠিকই আদায় করা হয় বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। পার্কিং চার্জটিও অনুরূপ স্থানীয় স্বঘোষিত একটি চার্জ। সেই পার্কিং চার্জ গতকাল থেকে ৪ শত টাকা দাবি করে আদায় শুরু করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। চার্জ বাড়ানোর বিষয়টি অস্বীকার করে বুড়িমারী স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক শাহীন আলম বলেন, চালকরা পণ্য উঠা-নামা করতে বিলম্ব করে। এটা দ্রুত সড়ানো নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে। যা মিটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। চার্জ বাড়ানো হয়নি।

আমাদের সময়

ভোগান্তির চার কিলোমিটার, নেই উদ্যোগ

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধারা বাজার বাইপাস মোড় থেকে বাবুর বাজার সড়কটি খানা-খন্দে দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে আছে। ২০০৬ সালে ৬ কিলোমিটার মাটির কাঁচা রাস্তায় ইট ও বালি দিয়ে হেরিংবোন রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কিছুদিন রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করা গেলেও ধীরে ধীরে তা নষ্ট হতে শুরু করে। পরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাস্তার ২ কিলোমিটার পাকাকরণ হলেও বাকি চার কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়নি এখনো। ফলে এই এলাকার মানুষের কাছে রাস্তাটি বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তাটি দিয়ে ধারা, নড়াইল ও স্বদেশী ইউনিয়নের ১৫ গ্রামের হাজারো মানুষ চলাচল করে। যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ভাড়ায়চালিত মোটরসাইকেল। রিকশা, ভ্যান, অটো, প্রাইভেট কারসহ ছোটখাট গাড়িগুলো এ-রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারে না। ফলে এই এলাকার কৃষিপণ্য আনা-নেওয়া, অসুস্থ রোগী আনা-নেওয়াসহ নানা কাজে পড়তে হয় ভোগান্তিতে। দুই কিলোমিটার পাকা রাস্তা ছাড়া বাকি চার কিলোমিটার হেরিংবোন রাস্তার ইট ভেঙে গিয়ে চলাচলে ভোগান্তি আরো বেড়ে গেছে।

বাবুর বাজার এলাকার বাসিন্দা আব্দুর রউফ বলেন, আমাদের কাঁচা রাস্তাই ভালো ছিল। যখন থেকে রাস্তায় ইট দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে আমাদের ভোগান্তি দ্বিগুণ বেড়েছে। আগে রিকশা দিয়ে চলাচল করা যেত, পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য ভ্যান চলত। এখন ভাড়া মোটরসাইকেল ছাড়া কিছুই চলে না রাস্তা দিয়ে।

কুমুরিয়া গ্রামের আব্দুল হাই বলেন, রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এলাকার কেউ অসুস্থ হলে, কয়েক কিলোমিটার ঘুরে নড়াইল আলিশার রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে নিতে হয়। অথচ রাস্তাটি ভালো থাকলে আমাদের এই অসুবিধায় পড়তে হতো না। রাস্তার ইটগুলোতে আছাড় খেয়ে অনেকেই আহত হচ্ছে। পায়ে হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। এর চেয়ে মাটির রাস্তা ভালো ছিল।

এ-রাস্তা দিয়ে মোটরসাইকেল ভাড়ায় চালানো সাইদুল ইসলাম, তিনি বলেন, প্রায়ই মোটরসাইকেল নিয়ে দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা মানুষদের সেবা দিই। এ-রাস্তা দিয়ে চলাচলের কারণে সপ্তাহে সপ্তাহে মোটরসাইকেল মেরামত করতে হয়। এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি- রাস্তাটি যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে পাকা করা হয়। কালের কণ্ঠ

---

২ নির্মাণ শ্রমিককে আটক করেছে সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর ময়দান সীমান্তে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ২ বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে।

সরেজমিনে জানা গেছে, উপজেলার পাথরডুবি ইউনিয়নের দক্ষিণ বাঁশজানী গ্রামের সোহরাব আলীর পুত্র রাজমিস্ত্রী শামীম হোসেন (২৬) ও মো. হামিদুল ইসলামের পুত্র শাহজালাল মিয়া (১৭) শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ৯৭৬ এর ৭ এস পিলারের নিকট কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার দীঘলটারী গ্রামের মৃত হাসু ডাকাতের পুত্র নাজির হোসেনের বাড়ির গেট নির্মাণের কাজ করতে যায়।

এ সময় ভারতের দীঘলটারী বিএসএফ নাজির হোসেনের বাড়ি থেকে ওই বাংলাদেশি দুজনকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটকরা দীঘলটারী বিএসএফ ক্যাম্পে আটক আছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে কুড়িগ্রাম ২২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল জামাল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আমরা বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ-এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠ

খোরাসান | টিটিপি ও আফগান তালেবান নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো পাকিস্তান

সম্প্রতি টিটিপি ও আফগান তালেবান নেতাদের উপর রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র জাহিদ চৌধুরির জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার বেশ কয়েকটি 'সন্ত্রাসী' গ্রুপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

বিবৃতি অনুসারে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমির মুফতি নুর ওয়াল মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ এবং জামায়াতুত-দাওয়ার প্রধান হাফেজ সাইদসহ আরো কয়েকজন পাকিস্তানির উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এখনও গণমাধ্যমে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য দেয়নি।

এছাড়াও পাকিস্তানের তাগুত সরকার ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান উপপ্রধান শাইখ আনাস হাক্কানি এবং তালেবানের রাজনৈতিক দলের প্রধান মোল্লা আবদুল গনি ব্রাদার হাফিজাহুমুল্লাহ্ এর উপরেও এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এছাড়াও তালেবান মুজাহিদদের অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মুরতাদ পাক সরকার। ঘোষণা দিয়েছে তাদের আর্থিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার।

এ বিষয়ে কাতারে আফগান তালেবানের রাজনৈতিক মুখপাত্র সোহেল শাহিন গণমাধ্যমকে বলেন, এমন সময়ে পাকিস্তান এসকল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো, যখন বহির্বিশ্বের সাথে মুজাহিদিনের সমঝোতার জন্য আলোচনা চলছে। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে পাকিস্তান মূলত সমঝোতায় বিঘ্ন ঘটানোর পাঁয়তারা করছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান হচ্ছে ক্রুসেডারদের এমন এক গোলাম রাষ্ট্র, যারা ২০০১ সালে ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করতে অ্যামেরিকাকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করেছে। তারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হাজার হাজার মুজাহিদকে শহিদ করেছে; অনেককে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে। শহিদ করেছে শাইখুল জিহাদ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ্কে। শহিদ করেছে ইমারতে ইসলামিয়ার প্রাক্তন আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর রহ. সহ অসংখ্য মুজাহিদকে। সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদি দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এই তাগুত সরকারের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমালিয়া | জনসম্মুখে ৪ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আদালতের নির্দেশে ৪ গুপ্তচরের উপর হদ কায়েম করেছেন মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, শনিবার সোমালিয়ার জিযু প্রদেশের একটি ইসলামি আদালত ৪ রিদ্দাহগ্রস্থ জাসুসের ব্যাপারে হত্যার নির্দেশ জারি করে। পরে একটি উন্মুক্ত মাঠে জনসম্মুখে এসকল জাসুসকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এসকল জাসুসরা মুরতাদ সোমালিয় সরকারের পাশাপাশি ক্রুসেডার অ্যামেরিকা ও ইথিওপিয়ান বাহিনীর পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করত। এরা মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, তাদের পরিচয় ক্রুসেডারদের কাছে সরবরাহ করতো।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ২১ সেনা সদস্য নিহত, একাধিক পোস্ট বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত পৃথক দুটি হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ২১ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, ২২ আগস্ট শনিবার সকালে, আফগানিস্তানের দাইকুন্দি প্রদেশের গিজাব জেলার একটি এলাকায় কাবুল বাহিনীর ভাড়াটিয়া সৈন্যদের চৌকিতে সফল আক্রমণ করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ১৫ সেনা নিহত ও আহত হয়েছিল। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন সামরিক চৌকিটি।

অপরদিকে আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাকিতায়, বলখ প্রদেশের জামতাল জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে সফল হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন এবং তা বিজয় করে নেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৫ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, অভিযান শেষে মুজাহিদগণ উভয় স্থান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

খোরাসান | মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ১৫টি চৌকি ছেড়ে পালিয়েছে মুরতাদ বাহিনী, নিহত ৩৯ এরও অধিক

আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানগুলোতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, ১৫টি চৌকি ছেড়ে পালিয়েছে কাবুল বাহিনী, নিহত হয়েছে ৩৯ এরও অধিক।

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাকিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন তাখার প্রদেশের বাহাউদ্দীন অঞ্চলে গত কয়েকদিন যাবত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অবস্থানগুলোতে তীব্র হামলা চালিয়ে আসছেন।

এর মধ্যে প্রদেশের খাওয়াজাহ এলাকায় ২২ আগস্ট মুজাহিদদের এক হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৯ সৈন্য নিহত হয়েছে, মুজাহিদগণ বিজয় করেছেন একটি চৌকি।

এদিকে সাংবাদিক আহমদ ত্বকী জানান যে, গত দু'দিনে তাখার প্রদেশের বাহাউদ্দীন অঞ্চলে তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ১৫টি চৌকি ছেড়ে পালিয়েছে কাবুল বাহিনী, এসময় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক।

খোরাসান | রাঘিস্তানে মুজাহিদদের হামলায় ৪৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত, একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করলেন তালেবান মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছে ৪৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকা।

গত কয়েক দিন ধরে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সেনারা তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত বাদাখশান প্রদেশের রাঘিস্তান জেলায় অভিযান পরিচালনার চেষ্টা করে আসছিলো। এসময় তারা হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য ভারী যোদ্ধাস্ত্র নিয়ে জেলাটির আলসাং, ঘোড়পুল্লা, ফরহাদর ও ডালজাদি এলাকায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চেয়েছিলো, এর পাশাপাশি যথারীতি এই ভাড়াটে বাহিনী বেসামরিক নাগরিক ও তাদের বাড়ি ঘরেও হামলা চালানো চেষ্টা করে।

তবে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদীন এসকল হামলার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং মুরতাদ বাহিনীর কেবল অগ্রসর হওয়াকেই প্রতিহত করা হয়নি, বরং পশ্চাদপ্রসারণ কালে মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত বেশ কিছু অঞ্চলও মুজাহিদগণ দখল করে নিয়েছেন। এই যুদ্ধে ফরহাদর এলাকায় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারও গুলিকরে বিধ্বস্ত করেন।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, তালেবান মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালিয়ে কমান্ডারসহ কাবুল সরকারের ৪৯ এরও অধিক পুতুল সৈন্যকে হত্যা ও গুরুতর আহত করেছেন। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

বিপরীতে, এই যুদ্ধে ইমারতে ইসলামিয়ার দু'জন মুজাহিদিনও শহীদ হয়েছেন এবং আরও বেশ কয়েকজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মেহেদী হাসান নাইচের বিরুদ্ধে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ১৮ আগস্ট কলারোয়া থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। এদিকে বাদীর বিরুদ্ধে গত বুধবার (১৯ আগস্ট) সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন অভিযুক্ত মেহেদী। তিনি উপজেলার পরানপুর গ্রামের শেখ মোশারফ হোসেনের ছেলে।

এ বিষয়ে মেহেদী হাসান নাইচের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে তার মা জানান, মেয়েটি তাদের বাড়িতে দুই দফা বিয়ের দাবি নিয়ে এসেছিলো। তবে তিনি গুরুত্ব দেননি।

কলারোয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম লাল্টু জানান, এ বিষয়ে দুই পক্ষকে নিয়ে বসা হয়েছিলো। দুই পরিবারের লোকজন ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন বলে সময় নেন। কিন্তু বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় মেয়েটি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সময়

কথা কাটাকাটির জেরে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে পুলিশের এসআই

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলায় ঈদুল আজহার দিন ঈমামের বেতন ৫০ টাকা কম দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রতন মোস্তাককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে গাইবান্ধা জেলা পুলিশ লাইনস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই রতন গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানায় কর্মরত ছিলেন। হত্যার মামলায় তাকে শুধু সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিলো।

ঈদগাহ মাঠে ঈমামের বেতন ৫০ টাকা কম দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১ আগস্ট ঈদুল আজহার দিন সন্ধ্যায় এসআই রতন ও তার পরিবারের সদস্যরা আক্কাস আলী ও তার ভাগিনা সুমনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আক্কাসের মৃত্যু হয়।

ঘটনার রাতে এসআই রতন মোস্তাককে প্রধান আসামি করে নিহত আক্কাসের ভাই খোরশেদ আলম মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে রাজারহাট থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। আক্কাস আলীর বাড়ি উপজেলার উমরমজিদ এলাকায়। আমাদের সময়

২২শে আগস্ট, ২০২০

পাকিস্তান | টিটিপিতে যোগ দিতে চলেছে আরও একটি বড় জিহাদী গ্রুপ

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র এহসানউল্লাহ এহসান (হাফিজাহুল্লাহ্) গত ২১ আগস্ট শুক্রবার টুইট করেছেন যে আরও একটি বড় দল টিটিপিতে যোগ দিতে চলেছে।

তিনি উক্ত টুইটে বলেছিলেন যে, এই দলটি তেহরিক-ই-লস্কর-ই-ইসলাম এর অন্তর্ভুক্ত সবচাইতে বড় গ্রুপ। অনেকেই এহসানউল্লাহ এহসান (হাফিজাহুল্লাহ্) এর এই টুইটের পর ধারণা করছেন যে, এবার টিটিপিতে যোগদানকারী দল হতে যাচ্ছে 'হাজী মঙ্গল বাঘ' গ্রুপ। এই গ্রুপটি দীর্ঘদিন ধরে মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে খাইবার এজেন্সিতে সবচাইতে বেশি সক্রিয় ছিল। বর্তমানে লস্কর-ই-ইসলাম এর সাথে কিছু বিষয়ে মতানৈক্যও দেখা যাচ্ছে।

মুজাহিদ সমর্থিত পাক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, গত মাসে টিটিপিতে যোগ দেওয়া মুখলিস ইয়ার মেহসুদ গ্রুপের চেয়ে এই গ্রুপ সংখ্যায় অনেক বড় এবং শক্তিশালি একটি গ্রুপ।

সাম্প্রতিক সময় টিটিপিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং দলের যুক্ত হওয়া পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনী এবং সরকারের জন্য এক আতংক হয়ে দাড়িয়েছে, যা তাদের টুইট ও সাংবাদ মাধ্যমগুলোতে এখন স্পষ্ট।

উল্লেখ্য যে, এর আগে জামা'আতুল আহরার, হিজবুল আহরার, মুখলিস ইয়ার মেহসুদ গ্রুপ, শনি ভাই গ্রুপ, শাহরিয়ার গ্রুপ, লস্কর-ই-জাঙ্গভি ও মাওলানা খুশ মোহাম্মদ সিন্ধি গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এবার 'হাজী মঙ্গল বাঘ' গ্রুপ টিটিপিতে যোগ দিলে এই সংখ্যা দাড়াবে ৮ এ।

পাকিস্তান সীমান্তে ৫ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে ভারতীয় মালাউন বাহিনী

পাঞ্জাবে পাঁচ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে দেশটির সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)।

শনিবার ভোরে পাঞ্জাবের ইন্দো-পাক সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। খবর এনডিটিভি'র।

নিহতদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাবি করলেও তারা কোন দেশের নাগরিক তা জানায়নি বিএসএফ।

বিএসএফ কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

কর্মকর্তাদের দাবি, অনুপ্রবেশকারীরা তারন তরান জেলার খেমকারান সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে ভারতের পাশ দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

এসময় বিএসএফের সদস্যরা তাদের ওপর গুলি চালায়।

খোরাসান | স্বাধীনতার ১০১ তম বার্ষিকীতে তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশন কর্তৃক ভিন্নধর্মী আয়োজন

২১ আগস্ট ১৯১৯ ইসায়ী, এই দিন দখলদার ব্রিটিশ ক্রুসেডারদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আফগানিস্তান। সেই হিসাবে গত ২১ আগস্ট ছিল আফগান মুসলিমদের স্বাধীনতার ১০১ তম বার্ষিকী।

আর এই স্বাধীনতা উপলক্ষে যখন কাবুল সরকার জনগণকে ব্যস্ত রেখেছিল বিভিন্ন হারাম আর অনৈতিক কাজে, তখন তালেবান তাদের জনগণকে স্বাধীনতার ১০১ তম বার্ষিকীতে উপহার দিয়েছে ভিন্নধর্মী এক অনুষ্ঠান।

আর এমনই একটি বিশাল অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় পাকতিয়া প্রদেশের জুরমাত জেলার সাহাকো জেলার বদরউদ্দিন বাজারে।

যেসকল স্থানীয়রা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, তারা বলেছেন যে অনুষ্ঠানে জুরমাত জেলার স্থানীয় তালেবান কর্মকর্তারা, তাদের শতাধিক সদস্য, সমর্থক এবং বিপুল সংখ্যক বেসামরিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

তারা আরও যোগ করেছেন যে, অনুষ্ঠানটি ইসলামী ইমারতের সাংস্কৃতিক কমিশন কর্তৃক করা হয়েছিল, যেখানে আফগান জনগণের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন এর বার্তা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কিত তথ্যমূলক নিবন্ধগুলি পড়া হয়েছিল। এছাড়াও স্বীধনতা সম্পৃক্ত কবিতা ও ইসলামী সংঙ্গীত গাওয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজনও করেছিল সাংস্কৃতিক কমিশন, প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরুস্কৃতও করেছিল তারা।

এই সময় জুরমতের জনগণ তালেবান নেতাদেরকে তাদের স্বাধীনতার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, সর্বশেষ আফগান মুসলিমরা মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয় ও সাফল্যের জন্য দো'আ করেছেন।

সকল পিক এক ফাইলে দেখুন....
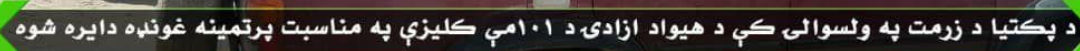
AL-EMARA
د پکتيا د زرمت په ولسوالۍ کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه
AL-EMARA
د پکتيا د زرمت په ولسوالۍ کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه

AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالی کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه
AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالی کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه

AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالی کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه
AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالی کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه

AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالی کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه
AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالی کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه
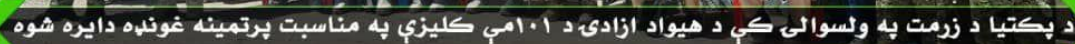
AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه
AL-EMARA
د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې د هیواد ازادۍ د ۱۰۱مې کلیزې په مناسبت پرتمینه غونډه دایره شوه

নামাজরত অবস্থায় আল-আকসা মসজিদ থেকে ৩ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেছে ইসরায়েল

ইসলাম ও মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র মসজিদ আল আকসা থেকে তিন ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের পুলিশ।

একটি স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, গতো ১৯ আগস্ট সকালে আল আকসা মসজিদে কর্মরত অবস্থায় ইসলামিক আওকাফের ২ জন কর্মচারী এবং ইবাদতরত একজন মুসুল্লিকে ধরে নিয়ে যায় দখলদার পুলিশ।

এসময় বেশ কয়েকজন ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম

ইসরায়েলকে আরব লীগের সদস্য করতে দুবাইয়ের সাবেক পুলিশ প্রধানের আহ্বান

ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে এবং ইসরায়েলকে আরব লীগে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য আরব দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুবাইয়ের প্রাক্তন পুলিশ ও জেনারেল সিকিউরিটির উপ-প্রধান লে. জেনারেল দাহি খালফান তামিম।

মিডলইস্ট মনিটরের তথ্যমতে, ইসরায়লি গণমাধ্যম চ্যানেল টোয়েন্টিনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এ আহ্বান জানিয়েছে খালফান। এসময় তিনি আরব লীগের নাম পরিবর্তন করে 'দ্যা লীগ অব মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিজ' করার দাবি জানান।

কেবলমাত্র সরকারি স্তরেই স্বীকৃতি নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ স্তরেও ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়লের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আহ্বান জানান তিনি। খালফানের দাবি,ইহুদিরা বিদেশি নয়, তারা এই দেশেরই সন্তান।'

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ১৩ আগস্ট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে একটি বিতর্কিত চুক্তি সাক্ষরিত হয়।যে চুক্তির মাধ্যমে একটি অবৈধ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় আমিরাত। কিছু আরব দেশ ছাড়া বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ এ চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভয়াবহ দাবানল প্রত্যক্ষ করছে ক্যালিফোর্নিয়া

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য গতকয়েক বছরের মধ্যে ভয়াবহ দাবানলের কবলে পড়েছে। আগুনের ভয়াবহ তাণ্ডবে বহু ভবন ও স্থাপনা পুড়ে গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের কর্তৃপক্ষ বলছে, বুধবার পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টায় ১১ হাজার বিদ্যুৎ চমকানি আর বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে যা থেকে ৩৬৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে দুই ডজন বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

রেকর্ড পরিমাণ তাপমাত্রার ফল হিসেবে এই দাবানল সৃষ্টি হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম দাবানলের ঘটনায় রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন- অ্যারিজোনা, নেভাদা এবং টেক্সাস অঙ্গরাজ্য থেকে সাহায্য হিসেবে তিনি আগুন নির্বাপণের জন্য ৩৭৫টি ইঞ্জিন চেয়েছেন।

তিনি বলেন, আমরা এমন পরিস্থিতি দেখছি যা বহু বছর ধরে দেখিনি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আলতো শহরের বিশ মাইল পূর্বে কয়েকটি দাবানলের ঘটনায় ৮৫ হাজার একর জমি পুড়ছে যা বুধবার রাতের ব্যবধানে দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে। এতে হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

বিডি প্রতিদিন

খোরাসান | তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশন কর্তৃক আয়োজিত হুসনুল-কির'আত প্রতিযোগিতার দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশন কর্তৃক গত ২০ আগস্ট, তালেবান নিয়ন্ত্রিত লাঘমণ প্রদেশের আলিঙ্গর জেলার সাঙ্গার এলাকায় একটি সুন্দর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে পাঁচটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত, হামদ্ ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিম্নলিখিত পাঁচটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল:

(১) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ) মাদ্রাসা।

(২) উলূমুল কুরআন আহমাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) দারুল ক্বারা মোহাম্মদী বিশ্ববিদ্যালয়।

(৪) তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসা।

(৫) তা'লিমুল কুরআন মাদ্রাসা।

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ) মাদ্রাসার ছাত্র হাফিজ মু'আযুল-হক হুসনুল কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সবচাইতে বেশি নাম্বার পেয়ে পরিচালকগণ থেকে সেরা বিজয়ীর পুরুষ্কার লাভ করেন।

কুরআন প্রতিযোগিতা ছাড়াও একটি কবিতা আবৃত্তি পর্বও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মধুর সুর- ও ভঙ্গিতা পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে কবিতা উপস্থাপন করা হয়েছিল।

এরপর ইসলামী ইমারাতের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশনের প্রতিনিধিরা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত বিজয়ীদের পুরষ্কার প্রদান করেন এবং তাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করার জন্য উৎসাহিত করেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াত দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়েছিল এবং শান্তি, সমৃদ্ধি, শরিয়া ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও মুক্ত আফগানিস্তানের জন্য দো'আ বাক্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

د افغانستان اسلامي امارت

খোরাসান | ইসমাইল খাইল জেলার ১৪০০ শত পরিবারের তালেবানদের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা

আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের ইসমাইল খাইল জেলার ১৪০০ শত পরিবার, যাদের বিপুল সংখ্যাক লোক কাবুল প্রশাসনের জন্য নিজেদের শ্রম ব্যয় করত। তারা এখন তালেবান মুজাহিদদের বিরোধিতা ত্যাগ করে ইসলামী ইমারাতের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেছে।

এক্ষেত্রে ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে তারা কয়েকটি চুক্তিতেও আবদ্ধ হয়েছে। চুক্তিগুলোর নিম্নরূপ!

(১) আমরা, দোরজাই অঞ্চলের বাসিন্দারা, ইসলামী ইমারাতের মুজাহিদিনকে কোনও ধরণের বিরক্তি করবো না।

(২) মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের অভিযানে আমাদের পুরুষরা অংশগ্রহণ করবে না, এবং এই অঞ্চলে মুজাহিদদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা দায়বদ্ধ থাকব।

(৩) ক্রুসেডার আমেরিকার ভাড়াটে প্রশাসনের পক্ষে কেউ কাজ করবো না।

(৪) ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ্যে কোন যুদ্ধের জন্য যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, তবে তারা আমাদের নেতাদের অনুমোদন ছাড়াই আমাদের যুবকদেরকে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করতে পারবেন।

(৫) ইমারতের পক্ষহতে যে কোনও সময় আমাদেরকে কোন বিষয়ে বৈঠকে বসতে বলা হলে, তাতে আমাদের নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

(৬) উপরোক্ত নীতিগুলির লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ইসলামী ইমারাত দ্বারা যেকোন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত, প্রচুর গনিমত লাভ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ১৮ সৈন্য নিহত হয়েছে, মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২০ আগস্ট রাত সাড়ে ৯ টায় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের শিনন্দান জেলার কালা-ই-দখতার চেকপোস্টে একটি সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের ভারী ও হালকা অস্ত্র জড়িত হামলাটি প্রায় 10 মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

এই হামলার ফলে পোস্টটি পুরোপুরিভাবে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ঘটনাস্থলেই ১০ মুরতাদ ভাড়াটে সৈন্য মারা যায়। বিপরীতে এ ঘটনায় একজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

চেকপোস্ট থেকে মুজাহিদগণ ২টি সাধারণ রাইফেল, একটি am4 রাইফেল, একটি m4 মিসাইল, একটি মাঝারিধরণের মর্টার সহ অন্যান্য অনেক গোলাবারুদ মুজাহিদিন গনিমত লাভ করেন।

একই রাতে হেলমান্দ প্রদেশের গার্শক জেলার হাজী আবদুল কাইয়ুম পাম্প এলাকায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ভাড়াটে সৈন্যদের একটি চৌকিতে মুজাহিদগণ ভারী ও লেজার অস্ত্র দ্বারা বৃহৎ আকারের সশস্ত্র আক্রমণ চালান।

মুরতাদ বাহিনী প্রথমে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও পরে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়, আর মুজাহিদগণ পোস্টটির উপর সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করেন।

এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৮ ভাড়াটে সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় আর বাকি সৈন্যরা পালিয়ে যায়। তবে এসময় একজন মুজাহিদও আহত হন।

চেকপোস্ট বিজয়ের পর মুজাহিদগণ একটি ভারী মেশিনগান, একটি রকেট লঞ্চার, একটি রাইফেল, একটি কমান্ডো মর্টার, দুটি কার্বাইন রাইফেল, কয়েক রাউন্ড গুলি এবং অন্যান্য গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর কাফেলায় হামলা, নিহত ও আহত ১৫ সৈন্য

মুরতাদ পাকিস্তান সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক বহরে হামলার ঘটনায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং ৯ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

দেশটির জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বেলুচিস্তানের সিবি জেলার কোডাক এলাকায় পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকা একদল সশস্ত্র যোদ্ধা, নাপাক বাহিনীর সামরিক কাফেলা উক্ত এলাকায় আসা মাত্রই সেনাবাহিনীর কাফেলাতে তীব্র হামলা চালায়। যার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত কোন গ্রুপ এই হামলার অফিসিয়াল দায় স্বীকার করেনি, তবে বেসরকারি কিছু সংবাদ মাধ্যম ধারণা করছে যে টিটিপির সাথে যুক্ত কোন দল এই হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তান | গোয়েন্দা অফিসার মাসুল বিন রউফের উপর হামলার দায় স্বীকার করেছে 'টিটিপি'

গত ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন বাজুর এজেন্সির 'ইনাম খোরছিনা' এলাকায় পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ এক অফিসারের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র জানান, 'ইনাম খোরছিনা' এলাকায় নাপাক গোয়েন্দা সংস্থার প্রথম সারির অফিসার 'মাসুল বিন রউফ' কে তার বাড়ির সামনে গুলি করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

তিনি আরো জানান যে, এই প্রবীণ গোয়েন্দা অফিসার ২০০৪ সাল থেকে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়। কেননা এই মুরতাদ মুজাহিদদেরকে শহীদ, বন্দী করা, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর গুপ্তচর নেটওয়ার্কের নেতৃত্ব দেওয়া সহ এলাকায় অশান্তি ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার মতো নিকৃষ্টতম অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।

এরপর তিনি এই দুষ্ট ও নিকৃষ্টতম গুপ্তচরের ভাগ্য থেকে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য গুপ্তচরদের শিক্ষা নিতে বলেন এবং নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকতে বলেন।

আর কেউ যদি এসকল অপকর্ম থেকে ফিরে আসে, তাহলে তাদের জন্য তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের ক্ষমার দরজা এখনও উন্মুক্ত রয়েছে বলেও তিনি জানান।

উল্লেখ্য যে, গোয়েন্দা অফিসার 'মাসুল' হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে এবং তাকে চিকিৎসার জন্য পেশোয়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পুলিশের 'বোমা নাটক' থেকেই হয়েছে দুর্ঘটনা

রাজধানীর পল্লবী থানায় বিস্ফোরিত বোমাটি থানার ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েকজন পুলিশ সদস্যই। উদ্দেশ্য ছিল— বোমা উদ্ধারের নাটক মঞ্চস্থ করা এবং কাউকে সেই নাটকে ফাঁসানো। এমনটিই জানা গেছে বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সূত্র থেকে।

অদক্ষ হাতে এসব বোমা সামলাতে গিয়ে বোমাটি একজন অফিসারের কক্ষে বিস্ফোরিত হয়। এতে করে গত ২৯ জুলাই থানার ভেতরে চার পুলিশ সদস্য ও এক বেসামরিক ব্যক্তি আহত হন।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, পুলিশ সদস্যদের একটি অংশ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা নিয়ে ওজন মাপার মেশিনের ভেতরে লাগানো বোমাটি 'সংগ্রহ' করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য নেতাদের ফাঁসিয়ে দেওয়া।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই কর্মকর্তা জানান, মঞ্চস্থ ‘বোমা উদ্ধার’ নাটকটি করার জন্য তারা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছিলেন।

বিস্ফোরণের ঘটনাটি তদন্তের জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম কমিশনার (অপারেশন) মনির হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়।

তদন্ত করে কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে পল্লবী থানায় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরাই শুধুমাত্র এই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ।

সপ্তাহব্যাপী তদন্ত শেষে কর্মকর্তারা জানান, বোমাটি থানার ভেতরে নেওয়ার কথা ছিল না এবং তারা বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটকেও বিষয়টি সময় মতো জানায়নি।

তদন্তকারীরা আরও জানান, পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার এই পরিস্থিতিতে যথাযথ নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন।

ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মনির দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, ডিএমপি কমিশনারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম গতকাল দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘বোমাটি থানায় সঠিক পদ্ধতিতে রাখা হয়নি এবং তারা অপেশাদারি কায়দায় কাজটি করেছে।’

এ ঘটনার পর ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদ, অতিরিক্ত উপকমিশনার (পল্লবী) মিজানুর রহমান, সহকারী কমিশনার (পল্লবী) ফিরোজ কাওসার, পল্লবী থানার ওসি নজরুল ইসলাম, পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল মাবুদ ও পরিদর্শক (অপারেশন) এমরানুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। যদিও ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেছেন, এই বদলি শাস্তিমূলক নয়।

তিনি বলেন, ‘তদন্ত প্রতিবেদনটি আমার ভালোভাবে পড়তে হবে। এ ঘটনায় যে বা যারাই দায়বদ্ধ, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে।’

তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা জামিল ও মামুন নামে দুই ভাইকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তারা ভারত ও নেপালের কোনো এলাকায় লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ তদন্ত শুরু করে গত ২৮ ও ২৯ জুলাই শহিদুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন ও রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা সন্দেহভাজন জামিলের সহযোগী বলে সূত্র জানিয়েছে।

এই কর্মকর্তা বলেন, ‘এই তিন জনকে গ্রেপ্তারের পর কাউন্সিলর বাপ্পি মিরপুর বিভাগীয় পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে প্রায় দুই কোটি টাকার বিনিময়ে একটি চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী গ্রেপ্তারকৃতদের জুয়েল রানার গ্যাংয়ের সদস্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।’

তিনি বলেন, ‘বাপ্পি ও জুয়েল রানা দুই জনই ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী।’

পুলিশের সূত্র মতে, কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে জুয়েল রানাকে হারাতে চেয়েছিলেন বাপ্পি। পাশাপাশি বাপ্পি চান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং পল্লবী এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে। এজন্যই জুয়েলকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন বাপ্পি।

চুক্তি অনুসারে, পুলিশের একটি দল কালশী কবরস্থান এলাকা থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের ধরে বাপ্পির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। পুলিশ তার সহযোগীদের কাছ থেকে বোমা ও কয়েকটি গুলিও সংগ্রহ করেছিল।

কর্মকর্তারা এসব বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ থানায় নিয়ে যান। তদন্তের সঙ্গে জড়িত একাধিক কর্মকর্তা জানান, বোমাটি যখন এক কর্মকর্তার কক্ষে নামিয়ে রাখছিলেন, তখন এটি বিস্ফোরিত হয়।

ডিএমপির উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মিরপুর বিভাগের ছয় জন শীর্ষ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে এই ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভিন্ন তথ্য ও চুক্তি সম্পর্কে জানতে পেরে।

কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বিশেষ অ্যাকশন গ্রুপ (এসএজি) বিস্ফোরণের পর দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্ত করছে। দ্য ডেইলি স্টার

এসএজির উপকমিশনার আব্দুল মান্নান গতকাল দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে এবং তারা অনেকের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন।

তবে, তদন্তের স্বার্থে তিনি বিস্তারিত প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'আমরা এখন তথ্য বিশ্লেষণ করছি।'

যোগাযোগ করা হলে কাউন্সিলর বাপ্পি জানান, জুয়েলের সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক।

তিনি বলেন, 'আমি কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নই। কিছু মানুষ হয়তো আমার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি এবং জুয়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য গুজব ছড়াচ্ছে।'

বাপ্পি আরও জানান, তিনি জানতে পেরেছেন যে কেউ তাদের দুই জনকেই হত্যা করতে চেয়েছিল।

কে তাদের মারতে চেয়েছিল তা না জানিয়ে বাপ্পি বলেন, 'পুলিশ মামলাটি তদন্ত করছে এবং আমরা সুষ্ঠু তদন্ত হবে বলে প্রত্যাশা করছি।'

দ্য ডেইলি স্টার জুয়েলের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। তবে, তার মুঠোফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

২১শে আগস্ট, ২০২০

পুলিশের 'বোমা নাটক' থেকেই হয়েছে দুর্ঘটনা

রাজধানীর পল্লবী থানায় বিস্ফোরিত বোমাটি থানার ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েকজন পুলিশ সদস্যই। উদ্দেশ্য ছিল— বোমা উদ্ধারের নাটক মঞ্চস্থ করা এবং কাউকে সেই নাটকে ফাঁসানো। এমনটিই জানা গেছে বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সূত্র থেকে।

অদক্ষ হাতে এসব বোমা সামলাতে গিয়ে বোমাটি একজন অফিসারের কক্ষে বিস্ফোরিত হয়। এতে করে গত ২৯ জুলাই থানার ভেতরে চার পুলিশ সদস্য ও এক বেসামরিক ব্যক্তি আহত হন।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, পুলিশ সদস্যদের একটি অংশ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা নিয়ে ওজন মাপার মেশিনের ভেতরে লাগানো বোমাটি 'সংগ্রহ' করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য নেতাদের ফাঁসিয়ে দেওয়া।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই কর্মকর্তা জানান, মঞ্চস্থ 'বোমা উদ্ধার' নাটকটি করার জন্য তারা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছিলেন।

বিস্ফোরণের ঘটনাটি তদন্তের জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম কমিশনার (অপারেশন) মনির হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়।

তদন্ত করে কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে পল্লবী থানায় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরাই শুধুমাত্র এই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ।

সপ্তাহব্যাপী তদন্ত শেষে কর্মকর্তারা জানান, বোমাটি থানার ভেতরে নেওয়ার কথা ছিল না এবং তারা বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটকেও বিষয়টি সময় মতো জানায়নি।

তদন্তকারীরা আরও জানান, পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার এই পরিস্থিতিতে যথাযথ নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন।

ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মনির দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, ডিএমপি কমিশনারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম গতকাল দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'বোমাটি থানায় সঠিক পদ্ধতিতে রাখা হয়নি এবং তারা অপেশাদারি কায়দায় কাজটি করেছে।'

এ ঘটনার পর ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদ, অতিরিক্ত উপকমিশনার (পল্লবী) মিজানুর রহমান, সহকারী কমিশনার (পল্লবী) ফিরোজ কাওসার, পল্লবী থানার ওসি নজরুল ইসলাম, পরিদর্শক

(তদন্ত) আব্দুল মাবুদ ও পরিদর্শক (অপারেশন) এমরানুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। যদিও ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেছেন, এই বদলি শাস্তিমূলক নয়।

তিনি বলেন, 'তদন্ত প্রতিবেদনটি আমার ভালোভাবে পড়তে হবে। এ ঘটনায় যে বা যারাই দায়বদ্ধ, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা জামিল ও মামুন নামে দুই ভাইকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তারা ভারত ও নেপালের কোনো এলাকায় লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ তদন্ত শুরু করে গত ২৮ ও ২৯ জুলাই শহিদুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন ও রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা সন্দেহভাজন জামিলের সহযোগী বলে সূত্র জানিয়েছে।

এই কর্মকর্তা বলেন, 'এই তিন জনকে গ্রেপ্তারের পর কাউন্সিলর বাপ্পি মিরপুর বিভাগীয় পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে প্রায় দুই কোটি টাকার বিনিময়ে একটি চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী গ্রেপ্তারকৃতদের জুয়েল রানার গ্যাংয়ের সদস্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।'

তিনি বলেন, 'বাপ্পি ও জুয়েল রানা দুই জনই ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী।'

পুলিশের সূত্র মতে, কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে জুয়েল রানাকে হারাতে চেয়েছিলেন বাপ্পি। পাশাপাশি বাপ্পি চান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং পল্লবী এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে। এজন্যই জুয়েলকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন বাপ্পি।

চুক্তি অনুসারে, পুলিশের একটি দল কালশী কবরস্থান এলাকা থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের ধরে বাপ্পির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। পুলিশ তার সহযোগীদের কাছ থেকে বোমা ও কয়েকটি গুলিও সংগ্রহ করেছিল।

কর্মকর্তারা এসব বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ থানায় নিয়ে যান। তদন্তের সঙ্গে জড়িত একাধিক কর্মকর্তা জানান, বোমাটি যখন এক কর্মকর্তার কক্ষে নামিয়ে রাখছিলেন, তখন এটি বিস্ফোরিত হয়।

ডিএমপির উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মিরপুর বিভাগের ছয় জন শীর্ষ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে এই ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভিন্ন তথ্য ও চুক্তি সম্পর্কে জানতে পেরে।

কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বিশেষ অ্যাকশন গ্রুপ (এসএজি) বিস্ফোরণের পর দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্ত করছে। দ্য ডেইলি স্টার

এসএজির উপকমিশনার আব্দুল মান্নান গতকাল দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে এবং তারা অনেকের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন।

তবে, তদন্তের স্বার্থে তিনি বিস্তারিত প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'আমরা এখন তথ্য বিশ্লেষণ করছি।'

যোগাযোগ করা হলে কাউন্সিলর বাপ্পি জানান, জুয়েলের সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক।

তিনি বলেন, 'আমি কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নই। কিছু মানুষ হয়তো আমার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি এবং জুয়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য গুজব ছড়াচ্ছে।'

বাপ্পি আরও জানান, তিনি জানতে পেরেছেন যে কেউ তাদের দুই জনকেই হত্যা করতে চেয়েছিল।

কে তাদের মারতে চেয়েছিল তা না জানিয়ে বাপ্পি বলেন, 'পুলিশ মামলাটি তদন্ত করছে এবং আমরা সুষ্ঠু তদন্ত হবে বলে প্রত্যাশা করছি।'

দ্য ডেইলি স্টার জুয়েলের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। তবে, তার মুঠোফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

ইউপি সদস্যদের দ্বন্দ্বে নাগরিক সেবা বন্ধ, নেই কোন উদ্যোগ

বগুড়ার ধুনট উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) আট মাস ধরে নাগরিক সেবা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

ইউপি চেয়ারম্যানের মৃত্যুর পর সদস্যদের মধ্যে চলছে প্যানেল চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব। এর জের ধরে ওই ইউনিয়নে বন্ধ রয়েছে নাগরিক সেবা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২৩ এপ্রিল নির্বাচনে উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন সাইফুল ইসলাম ফটিক। বার্ধক্যজনিত কারণে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন তিনি। এ কারণে ১৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদ শূন্য ঘোষণা করেন।

সরকারি বিধি মোতাবেক ২০১৯ সালের ৬ মার্চ কালেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সভায় বিপ্লব হোসেনকে প্যানেল চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। তিনি ওই ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের মৃত্যুর পর সদস্য বিপ্লব হোসেন ২৬ ফেব্রুয়ারি প্যানেল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিপ্লব হোসেনকে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে মেনে নিতে পারেননি ওই ইউনিয়ন পরিষদের অন্য সদস্যরা। এ নিয়ে সদস্যদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ায় ইউনিয়নটিতে সব ধরনের নাগরিক সেবা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। একপর্যায়ে বিষয়টি সমাধানের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন ইউপি সদস্যরা। কিন্তু তারপরও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।

এদিকে ইউনিয়ন পরিষদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলেন চেয়ারম্যান। তিনি পরিষদের প্রধান নির্বাহী, পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের অনুমোদন দরকার হয়। এককথায় উন্নয়ন, রাজস্ব, প্রশাসনসহ

ইউনিয়নের সব ধরনের কাজ তদারকির দায়িত্ব চেয়ারম্যানের। প্রতিদিন অন্তত অর্ধশত নাগরিক জন্ম-মৃত্যুর সনদ, নাগরিক/চারিত্রিক সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, ওয়ারিশিয়ান সনদ, গ্রাম আদালতের বিচারসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের সেবা নিতে চেয়ারম্যানের কাছে আসেন। কিন্তু চেয়ারম্যানের পদ শূন্য থাকায় মানুষ সেবা না পেয়ে ফিরে যান।

উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মাসুদ রানা এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, শুধু নাগরিক সেবাই নয়, ব্যাংকের আর্থিক লেনদেন বন্ধ আছে। এ কারণে নাগরিক দুর্ভোগের পাশাপাশি উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাংক থেকে এলজিএসপি'র টাকা উত্তোলন করতে না পারায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। কালের কণ্ঠ

'হিজরত ও হিজরী সন' মুসলিম উম্মাহের উজ্জীবিত হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়

বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর কাছে হিজরী সন ও তারিখের গুরুত্ব অপরিহার্য। হিজরী সন গণনার সূচনা হয়েছিল ঐতিহাসিক এক অবিস্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সাথীবর্গের মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আরবী মুহাররাম মাসকে হিজরী সনের প্রথম মাস ধরে সাল গণনা শুরু হয়েছিল। দ্বীনের স্বার্থে মক্কা থেকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের হিজরত থেকেই হিজরী সনের সূচনা। মুসলমানগণ হিজরী সনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-বিধান যথা- রমযানের রোযা, ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা, শবে-বরাত, শবে-ক্বদর, শবে-মি'রাজ এবং বিভিন্ন মাসের নফল রোযা ইত্যাদি পালন করে থাকেন।

হিজরী সন মুসলিম উম্মাহ্কে মনে করিয়ে দেয় প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে সুদূর মদীনায় হিজরতের ঘটনাকে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সেই ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিবাহী হচ্ছে হিজরী সন। এই হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী ঘটনা। হিজরতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের অবসান ঘটে এবং মাদানী জীবনের সূচনা হয়। হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামের সুদীর্ঘ বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

এ হিজরতের মধ্য দিয়েই ইসলাম এক নবশক্তি লাভ করেছিল। এতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা কেবল আত্মরক্ষাই করে এসেছে, মুখ বুজে যুলুম অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। অবশেষে হিজরতের মধ্য দিয়ে এতসব যুলুম-অত্যাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষমতা তাঁদের অর্জিত হয় এবং রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করে। হিজরত পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা ক্রমেই সুসংহত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। ইসলাম বিশ্বজনীন রূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ইসলামের অবদানে বিশ্ব সভ্যতা সমৃদ্ধশালী হয়েছে।

এক সময়ে মুসলমানরা বিশ্বের এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখাকে অবিস্মরণীয় অবদানে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, তার শুভ সূচনা এই হিজরত থেকেই। হিজরত পূর্ব প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের ন্যায় বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ অমুসলিমদের হাতে নিপীড়িত নিগৃহিত হচ্ছে। এ থেকে মুক্তি

পেতে হলে সে সময়কার মুসলমানদের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে সুসংহত হয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাযি.) তাঁর শাসনামলে একটি স্থায়ী সনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হিজরতের বছর থেকে মানুষের মুখে মুখে হিজরতের ঘটনা স্মরণ করে যে বর্ষ গণনা ইতোমধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছিল, ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সে বর্ষ গণনাকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সংস্থাপন করে হযরত উমর (রায.) হিজরী সনের প্রবর্তন করেন। যা একমাত্র নির্ভেজাল চান্দ্র সন হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

হিজরী সনের কথা আসলেই এই সনের উৎপত্তি তথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এসে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত সে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ হিজরতের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ্।

হিজরত ও দেশত্যাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ হিজরত ও দেশত্যাগ মানব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশত্যাগ ও হিজরত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যুগে যুগে এ প্রক্রিয়ায় সমাজ সভ্যতা এবং জাতির উত্থান-পতন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজো এর ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি।

সাধারণতঃ দেশত্যাগ বলতে আপন জন্মভূমি বা আবাসস্থলের যাবতীয় মোহ-মায়া ত্যাগ করে কোন ব্যক্তি বা জাতিগোষ্ঠীর অন্য কোন এলাকায় বা অঞ্চলে স্থানান্তর হওয়াকে বুঝায়। এক কথায় বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে অন্যত্র স্থায়ীভাবে গমন করা।

হিজরত হচ্ছে দেশত্যাগেরই একটি বিশেষ রূপ। যখন কোন মুসলমান ধর্ম ও ধর্মীয় আদর্শ রক্ষার্থে অথবা আদর্শিক কোন প্রয়োজনে নিজের জন্মভূমি বা স্থায়ী আবাসস্থল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় বা যেতে বাধ্য হয়, তখন তাকে হিজরত নামে অভিহিত করা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হিজরত হচ্ছে, জন্মভূমি বা স্বদেশে যখন মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকেনা, যখন সেখানে স্বীয় আদর্শ নিয়ে বাস করা যায় না, তখন সে স্থান ত্যাগ করে সম্ভাব্য নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তর হওয়া। কোন দেশ যখন শত্রু কর্তৃক বিজিত হয়ে পড়ে, যখন সে অঞ্চলে থেকে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সে দেশ পরিত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে।

এককথায় ধর্মীয় প্রয়োজনে বা কারণে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে কোন মুসলমানের অন্যত্র গমন বা আশ্রয় গ্রহণকে হিজরত বলা হয়। হিজরত বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছামূলক উভয়ই হতে পারে। যখন কোথাও মুসলমানদের পক্ষে ধর্মীয় জীবন যাপন করা সম্ভব না হয় বা ধর্মীয় কারণে তাদের উপর নির্যাতন চলে, অথবা কোথাও ধর্মীয় কারণে তাদের জান-মাল ইজ্জত-সম্মানের কোন নিরাপত্তা থাকেনা, তখন তথাকার মুসলমানদেরকে বাধ্য হয়ে হিজরত করতে হয়। আবার বৃহত্তর দ্বীনি প্রয়োজনেও যেমন, দাওয়াতের সম্প্রসারণ, ইল্ম চর্চা ও প্রসার ইত্যাদি কারণেও কোন মুসলমান বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে অন্যত্র স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের হিজরত হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক হিজরত। তবে পারিভাষিকভাবে হিজরতের সঙ্গে বাধ্য-বাধকতার বিষয়টি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

মোটকথা, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, দেশত্যাগের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সভ্যতার বিকাশে, জাতির উত্থান-পতনে, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ও মিশ্রণে, জনসংখ্যা বন্টনে এবং নতুন নতুন অঞ্চল আবাদকরণে দেশ ত্যাগ ও হিজরত অত্যন্ত বড় ধরণের উপাদানরূপে কাজ করছে।

হিজরত ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানেও এর গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়নি। বস্তুত হিজরত বিভিন্ন কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণগুলো প্রধানত নিম্নরূপ-

ঈমান রক্ষাঃ যদি কোন পরিবেশে কোন মুসলমানের ঈমান রক্ষা ও প্রকাশ দুরূহ হয়ে পড়ে, দ্বীন অনুযায়ী চলা সম্ভব না হয়, তখন সেখান থেকে হিজরত করে অনুকূল পরিবেশে নিরাপদ অঞ্চলে বা দেশে গমন জরুরী হয়ে পড়ে।

ধর্ম পালনঃ যদি কোথাও একজন মুসলমান তার ন্যূনতম ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে বাধাগ্রস্ত হয়, তখন সেখান থেকে অবস্থার পরিবর্তনের সংগ্রামে অন্যথায় হিজরত ছাড়া বিকল্প কোন পথ থাকে না।

ইসলামী বিপ্লবের প্রস্তুতিঃ কোন দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে যদি সেখানকার পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব না হয়, ইসলাম কায়েম যদি কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন অন্য কোন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে আন্দোলন ও জিহাদ পরিচালনার জন্য হিজরত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ইসলামী রাষ্ট্র গঠনঃ যদি কোন এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে হিজরত করে এসে অনুকূল পরিবেশের সম্ভাবনা কাজে লাগানো যেতে পারে।

ইসলামের দাওয়াতের প্রসারঃ ইসলামের দাওয়াতের প্রসারের ক্ষেত্রে হিজরতের ভূমিকা সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানগণ যুগে যুগে হিজরতের মাধ্যমেই দেশে দেশে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক যুগে অনেকেই নিজেদের বাস্তুভিটা ছেড়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন বলেই পৃথিবীর বিরাট অংশে আজ মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পৃথিবীর কোণে কোণে আজ ইসলাম পৌঁছে গেছে।

বিশ্বব্যাপী খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিঃ বিশ্বব্যাপী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত ও দেশত্যাগ খুবই প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্বের সম্পদকে কাজে লাগানো, উম্মাহ্ কেন্দ্রিক ভাবধারা তৈরী, বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণ, স্থানীয় ও ভাষাগত সংকীর্ণতা দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিজরত ও দেশত্যাগের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহ্কে এককেন্দ্রিক করতে হলেও ব্যাপকভাবে হিজরত ও দেশত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে। যাতে একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র সম্পন্ন উম্মাহ্ গড়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ কার্যকরণেই মুসলিম উম্মাহ্র জন্য হিজরত ও দেশত্যাগ প্রক্রিয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মরক্ষা ও যুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তিঃ যেখানে মুসলমানদের জানমাল ও সম্মানের নিরাপত্তা থাকে না, যেখানে যুলুম অত্যাচার প্রকট আকার ধারণ করে, সেখানে নিরাপদে বসবাস করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সেখানকার উদ্ভুত অবস্থার প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা না থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুতিঃ কোন মুসলিম দেশ যদি অন্যরা দখল করে নেয়, সেখানে থেকে যদি মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতির জন্য অনুকূল কোন অঞ্চলে হিজরত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

স্থবিরতা পরিহারঃ একটি জাতির স্থবিরতা কাটাতে হলে হিজরত গুরুত্বপূর্ণ। হিজরতের মাধ্যমে জাতির মধ্যে আসে গতিশীলতা, দৃঢ়তা, ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা এবং সংগ্রামী মনোভাব। হিজরতের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে আসে উজ্জীবন ও জাগরণ।

জনসংখ্যার সুষম বন্টনঃ বিশ্বের জনসংখ্যার সুষম বন্টন ও যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যায় অপ্রতুল, সে এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রক্রিয়া হচ্ছে হিজরত ও দেশত্যাগ। হিজরতের মাধ্যমে আমরা বিভিন্নদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়াতে পারি।

আবাদকরণঃ যেসব এলাকা অনাবাদী হয়ে আছে, যেসব দেশে ভূমির প্রাচুর্য রয়েছে অথচ আবাদ নেই, সেসব এলাকায় হিজরত ও দেশত্যাগের মাধ্যমে মুসলিম আবাদীতে রূপান্তর করা সম্ভব।

অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানোঃ যেসব এলাকায় সম্পদ অব্যবহৃত আছে, সেখানে হিজরতের বা দেশত্যাগের মাধ্যমে সম্পদ কাজে লাগানো সম্ভব। এতে সামগ্রিকভাবে মানব সম্পদ কাজে লাগানো সম্ভব। এতে সামগ্রিকভাবে মানব জাতির সম্পদ স্বাচ্ছন্দে বৃদ্ধি পাবে।

আন্তর্জাতিকতাঃ হিজরত ও দেশ ত্যাগের মাধ্যমে মৌলিক দেশীয়, গোত্রীয় বা ধর্মগত সংকীর্ণতা দূর হয়ে আন্তর্জাতিক চরিত্র সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাবধারা প্রসার লাভ করে। সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে উম্মাহ্ কেন্দ্রিক চেতনাবোধ প্রবল হয়।

মুসলমানদের উত্থানের জন্য হিজরত অনিবার্য। তবে হিজরত শুধু নিজেদের বাস্তভিটা ত্যাগ করা নয়, হিজরত হতে হবে লক্ষ্যাভিমুখী। হিজরত হবে জুলুম-অত্যাচারের উৎখাত ও ইনসাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জিহাদ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যে হিজরত অত্যাচার উৎখাত করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জিহাদে রূপান্তরিত হয় না, বা যে হিজরত নিছক দেশত্যাগ, নিছক আত্মরক্ষার কারণেই হয়ে থাকে, সে হিজরত মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। যে হিজরত মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন পূরণ করবে, কেবল সে হিজরতই অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

যে হিজরত মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক শক্তি সঞ্চার করে, ঈমানী চেতনা বাড়িয়ে দেয়, ক্রমবর্ধমান ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, জালেমের উৎখাত ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করে জাতীয় জীবনে আলোড়ন তোলে, যাবতীয় স্থবিরতা ও নিস্পৃহতা কাটিয়ে দেয়, নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ঐক্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, সর্বোপরি শাহাদাতের প্রেরণাকে শাণিত করে, আজ সে ধরণের হিজরতই মুসলমানদের প্রয়োজন। তাহলে মুসমলমানদের হক্ব ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের বিকাশ হবে গতিশীল।

সোমালিয়া | এক ব্যক্তির উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করলো ইসলামী আদালত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালত এক হত্যাকারীর উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করেছে।

সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের কুনিয়া-বারু শহরের একটি ইসলামি আদালত, গত ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার এক কাতেল (হত্যাকারী) এর উপর জনসম্মুখে কিসাসের বিধান কার্যকর করেছে। বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, ঐ ব্যক্তি তার পিতাকে হত্যা করার পর একটি গুহায় মাটি চাপা দিয়ে রাখে, পরে মুজাহিদদের গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে এই লোমহর্ষক ঘটনা সামনে আসে, আর মুজাহিদগণ হত্যাকারীকে এক দিনের মধ্যে বন্দী করে ইসলামি আদালতে উপস্থিত করেন। এরপর ইসলামি আদালতের কাজী তার উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে।

ফটো রিপোর্ট-খোরাসান | কাজাক নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করছেন তালেবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত কান্দাহার প্রদেশের কাজাক নদীর উপর 'কাজাকী' বাঁধ নির্মাণ করছেন।

https://alfirdaws.org/2020/08/21/41486/

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় কাবুল সরকারের ৩২ সৈন্য নিহত, গনিমত ৫টি হাম্বী।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিনের পৃথক হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৩২ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ৩টি পোস্ট বিজয়সহ ৫টি হাম্বী ট্যাঙ্কও গনিমত লাভ করেন।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, গত ১৯ আগস্ট রাতে নানগারহার প্রদেশের খোগিয়ানী জেলার একটি এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর পোস্টে হামলা চালিয়েছিল তালেবান মুজাহিদিন।

মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ২টি পোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন, এবং এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছিল ৭ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছিল আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদগণ গনিমতল লাভ করেছেন ২টি হাম্বী, ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর আরো ৩টি হাম্বী।

অপরদিকে গতরাতে কান্দাহারের পাঞ্জওয়াই জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্যদের চৌকিতে হামলা চালিয়ে ছিলেন তালেবান মুজাহিদিন। তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই অভিযানে কমপক্ষে ৮ ভাড়াটে সৈন্য মারা গিয়েছিল এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছিল।

এমনিভাবে তাখার প্রদেশের খাজা বাহাউদ্দিন জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমান্ডার মালিক তাতারের পোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। মুজাহিদদের উক্ত হামলায় জেলা সেনাপতি দাউদ তাখারি, কমান্ডার ফিদা ও কমান্ডার মোহাম্মদ হাজারা সহ ১৫ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৩টি হাম্বী ট্যাঙ্কসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

لا إله إلا الله محمد رسول الله

২০শে আগস্ট, ২০২০

খোরাসান | তালেবানদের সাথে যোগ দিয়েছে কাবুল প্রশাসনের ৮৮৩ জন সামরিক কর্মকর্তা

ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াতুল ইরশাদ কমিশনের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত জুলাই মাসে কাবুল প্রশাসনের ৮৮৩ জন কর্মকর্তা ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ বিভাগ এবং স্থানীয় মুজাহিদিনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৮৮৩ জন লোক, যারা মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ছিল। তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, তারা এই দুর্নীতিবাজ মার্কিন পুতুল সরকারের অধিনে নিজেদের পদ ত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগ দিয়েছিল। এসময় তারা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, যানবাহন এবং বিপুল সংখ্যক গোলাবারুদ মুজাহিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ইসলামী ইমারাতে যোগদানকারী কাবুল সরকারের এসকল কর্মকর্তারা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা দখলদার বিদেশী বাহিনীর ও কাবুল প্রশাসনের সাথে আর কোনও গোপন সম্পর্ক রাখবে না এবং তারা নিপীড়িত মানুষ এবং মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা করবেন।

ইসলামী ইমারাতের দাওয়াহ কমিশনের নেতৃত্বে থাকা মুজাহিদগণ তাদের স্বাগত জানিয়েছেন, আর তাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন শহরে তাবলিগ জামায়াতের অফিসে মালাউনদের তল্লাশি

ভারতের বিভিন্ন শহরে কথিত অর্থ পাচারের কথিত অভিযোগে তাবলিগি জামায়াতের বেশ কিছু অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে মালাউন কর্তৃপক্ষ।

বুধবার বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে জানায়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি শহরে এই সংস্থার বেশ কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালায়।

গত মার্চ মাসে করোনা রোধে চলা লকডাউনের মধ্যে তাবলিগ জামায়াতের এক বড় সমাবেশের পর তাদের দিকে হিন্দুত্ববাদী গণমাধ্যমের নজর পড়ে। তাদের এই সমাবেশ থেকে প্রচুর করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়েছে

বলে অভিযোগ করা হয়। সেই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ট্রাস্টগুলোর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা করা হয়।

তাবলিগ জামায়াত একটি অরাজনৈতিক আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলন। মূলত ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজেই এই সংগঠনটি নিয়োজিত। অর্থ পাচারের যে অভিযোগ সংগঠনটির বিরুদ্ধে তোলা হচ্ছে, সেটি তাবলিগি জামায়াতের নেতারা অস্বীকার করেছেন।

১৯শে আগস্ট, ২০২০

গাজা উপকূলে ফিলিস্তিনি জেলেদের মাছ ধরার ওপর অবরোধ করেছে ইসরায়েল

গাজা উপকূলের ফিশিং জোনে ফিলিস্তিনি জেলেদের মাছ ধরার ওপর অবরোধ আরোপ করেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়ল।

মিডলইস্ট মনিটরের তথ্যমতে, গতো ১৭ আগস্ট এই অবরোধ দেয়।ফলে অর্থনৈতিক মন্দার পাশাপাশি প্রায় ৫০ হাজার ফিলিস্তিনির জেলের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে।

দখলদার ইসরায়লিয় অঞ্চলসমূহের সরকারি কার্যের সমন্বয়কারী সিওজিএটি বলেছেন যে, ইসরায়লের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ গাজার ফিশিং জোনটি সম্পূর্ণ বন্ধ করার লক্ষে সিওজিএটি'র চিফ অফ স্টাফ ও সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষের সুপারিশকে মঞ্জুর করেছেন।

এদিকে, ফিলিস্তিনি জেলেদের বিরুদ্ধে লঙ্ঘন সম্পর্কিত ডকুমেন্টিং কমিটি বলেছে, ইসরায়লি নৌবাহিনী ফিলিস্তিনিদের মাছ ধরার নৌকাগুলিতে গুলি চালিয়ে তীরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।

একটি মানবাধিকার সংস্থার তথ্য মতে, ২০০০ সালে গাজায় প্রায় ১০ হাজার জেলে ছিল। ২০১৮ সালে এ সংখ্যাটি প্রায় ৪ হাজারে (নিবন্ধিত) নেমে আসে। চার হাজার জেলে পরিবারের প্রায় ৫০ হাজার মানুষের উপার্জনের ব্যবস্থা হয় মাছ ধরার মাধ্যমে।

আমিরাতের চুক্তির পর থেকে প্রতিদিনই ফিলিস্তিনে হামলা চালাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আজও বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। গত সাত দিন ধরে গাজায় আকাশ থেকে তাণ্ডব চালাচ্ছে অভিশপ্ত ইহুদি বাহিনী।

প্রতিদিনই বিমানের সাহায্যে হামলা করা হচ্ছে। তাদের দাবি, হামাসের অবস্থানে হামলা হচ্ছে। হামলার পর ইসরাইলি সেনাবাহিনী বরাবরের মতো একই অজুহাত দেখিয়েছে।

বিবৃতিতে বলেছে, গাজা থেকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে বেলুনে করে আগুনের গোলা পাঠানোর জবাবে হামলা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ইহুদিবাদী ইসরায়লের সঙ্গে আরব আমিরাতের সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি হওয়ার পর থেকে তাণ্ডব বেড়েছে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মনে নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

গাজার নিরাপত্তা সূত্র নিশ্চিত করেছে, আজ শেষ রাতে ইসরায়লি বাহিনীর ফাইটার জেট থেকে রাফাহ ও বেইত লাহিয়ায় হামাসের পর্যবেক্ষণ পোস্ট লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার দখলদার ইহুদিবাদী ইসরায়েল ও আমিরাত পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে একটি চুক্তিতে সই করেছে। দুই দেশের এই চুক্তিকে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

একইভাবে ফিলিস্তিনের হামাসসহ সব দল ও সংগঠন আমিরাতের ওই পদক্ষেপের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করল কাবুল সরকারের ৬৪ সেনা সদস্য

আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশের ৬টি জেলায়, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের 'দাওয়াতুল ইরশাদ' বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টা, আমিরুল মু'মিনীনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার অধীনে এবং মুজাহিদদের কাছ থেকে সত্য জানতে পেরে বলখ প্রদেশ থেকে ৬৪ জন সৈন্য, পুলিশ সদস্য ও কাবুল প্রশাসনের কর্মকর্তারা তালেবান মুজাহিদদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালেবান মুজাহিদগণ এসকল সেনা ও পুলিশ সদস্যদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনাও জানান।

মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণকারী সকলেই তাদের অতীত কর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তারা আর কাবুল প্রশাসনের পক্ষে কাজ করবেন না। এসকল সৈন্যরা যুদ্ধে নিযুক্ত কাবুল বাহিনীর অন্যান্য যুবকদেরও স্বাধীন আফগানিস্তান গড়ার প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে এবং তাদেরকে স্বাধীন জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৪৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৫টি চৌকি বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর জানবায তালেবান মুজাহিদদের পৃথক কয়েকটি হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৪৪ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন ৫টি চৌকি।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট বুধবার, আফগানিস্তানের রোজগান প্রদেশের চারসীনাহ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৪টি চৌকিতে হালাকা ও ভারি অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালিয়ে মুরতাদ বাহিনী থেকে চৌকিগুলো দখল করে নেন। যার ফলে ১৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিল, বাকি সৈন্যরা চৌকি ছেড়ে পালিয়েছিল।

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের মারজাহ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকিতে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করেনেন তালেবান মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের হাতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়।

একইভাবে প্রাদেশিক রাজধানী লাশকারগাহ শহরে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি পৃথক হামলা চালান তালেবান মুজাহাদিন। এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ একটি চৌকি বিজয় করেন এবং ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক। আর এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় কমান্ডারসহ ৯ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো ৪ সৈন্য।

অপরদিকে সার্পাল প্রদেশের কাশকারী এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকিতে থাকা সৈন্যদের উপর একাই একজন তালেবান মুজাহিদ হামলা চালিয়ে ৩ সৈন্যকে গুরুতর আহত করেন, এবং গনিমতের অস্ত্র নিয়ে ফিরে আসেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ প্রতিটি অভিযান শেষেই মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

সোমালিয়া | আল-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক ৩টি হামলায় ১৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের বরাতে জানা গেছে, ১৯ আগস্ট বুধবার সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের কারয়ূলী শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলা লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৪ সেনা নিহত এবং ৫ সেনা আহত হয়েছিল। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ নিহত ও আহত সৈন্যদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের বালদাইন শহরে মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য হতাহত এবং ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

অপরদিকে সোমালিয়ার আফজাওয়ী শহরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ব্যারাকে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এখন পর্যন্ত এই হামলাগুলোতে ৩ সৈন্য নিহত হবার সংবাদ নিশ্চিত হওয়া গেছে, ধারণা করা হচ্ছে আরো অনেক সৈন্য এই হামলাগুলোতে নিহত ও আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | বিনাযুদ্ধে মুরতাদ বাহিনী থেকে একটি শহর পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন মুজাহিদগণ

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার জোভজাদুদ-বুড়ি শহরের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এর তথ্যমতে, দক্ষিণ পশ্চিম সোমালিয়ার বাই-বেকুল রাজ্যের 'জোভজাদুদ-বুড়ি' শহরটির উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ১৯ আগস্ট বুধবার, মুরতাদ সোমালিয় সরকারী মিলিশিয়ারা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের ভয়ে মধ্যরাতের পর শহরটি ছেড়ে রাতে অন্ধকারেই পালিয়ে যেতে থাকে। পরে মুজাহিদগণ কোন যুদ্ধ ছাড়াই শহরটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এটি লক্ষণীয় যে, গত দু'দিন আগে উক্ত শহরে মুরতাদ মিলিশিয়াদের সামরিক ঘাঁটিতে একটি শহীদ হামলার মাধ্যমে অভিযান শুরু করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে হামলার ঝড় তুলেছিলেন। তারপরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণে নেন। এই অভিযানে উক্ত শহরের মেয়র ইসহাক আলী, এবং পুলিশ প্রধান হাসান বকর সহ ৯ এরও বেশি মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছিল। মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

জম্মু কাশ্মিরে অজ্ঞাত গেরিলাদের হামলায় মালাউন বাহিনীর ৪ সন্ত্রাসী নিহত

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মিরে অজ্ঞাত গেরিলাদের জোড়া হামলায় একদিনে দেশটির মালাউন বাহিনীর ৪ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন।

গত সোমবার বারামুল্লা জেলার ক্রিরি এলাকায় আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফের তল্লাশি দলের উপরে আচমকা গেরিলারা এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করলে এ পর্যন্ত ৪ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। নিহত জওয়ানদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ১, আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফের ২ এবং পুলিশের এক বিশেষ কর্মকর্তা ‘এসপিও’ রয়েছেন।

সোমবার সকালে আচমকা ওই গেরিলা হামলায় সিআরপিএফের ১১৯ ব্যাটেলিয়ানের খুরশিদ খান ও শর্মা লবকুশ সুদর্শন নামে ২ জওয়ান গুরুতরভাবে আহত হন এবং পরে তারা মারা যান। দুজনেই বিহার রাজ্যের জাহানাবাদ জেলার বাসিন্দা ছিলেন। একইসঙ্গে জম্মু-কাশ্মির পুলিশের মুজাফফর আলী দার নামে এক কর্মকর্তার মৃত্যু হয়। এদিন সন্ধ্যায় পুনরায় গুলিবর্ষণ শুরু হলে ২ জওয়ান আহত হন। এদেরমধ্যে এক জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন।

বারামুল্লার ওই হামলার পরে গেরিলারা কুলগামের নেহমা এলাকায় সিআরপিএফ ক্যাম্পে গুলিবর্ষণ করে। ক্যাম্পের বাইরে এক বাঙ্কারে হামলা চালালে সিআরপিএফের এস সুকুমার নামে এক সহকারী উপ-পরিদর্শক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মির পুলিশের আইজি বিজয় কুমার সোমবার বলেন, ক্রিরি এলাকার চেকপোস্ট পাহারা দিচ্ছিল পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথ দল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাশের ঘন বাগিচা থেকে বেরিয়ে এসে আচমকা তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে তিন স্বাধীতাকামী। এরফলে দুই সিআরপিএফ জওয়ান ও জম্মু-কাশ্মির পুলিশের এক স্পেশাল অফিসার নিহত হন।

হাজারো প্রবাসীরা চরম উৎকণ্ঠায়

২২ বছর ধরে দুবাইয়ে থাকেন সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা ফারুক আহমেদ। গত ১৫ জানুয়ারি দেশে ফেরেন তিনি। ফিরতি টিকিট থাকার পরও বিমানের আসনসংকটে এবং দেশে ছয় মাসের বেশি অবস্থান করায় এখন তাঁর কর্মস্থলে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফারুকের মতো হাজার হাজার প্রবাসী এখন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। তা ছাড়া বিমানের টিকিটের দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় অনেক প্রবাসী চরম সংকটে পড়েছেন। কোনো উপায় না দেখে গতকাল তাঁরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

শুধু বিদেশগামীরাই নয়, বিদেশফেরতরাও বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল আবুধাবি থেকে ফেরত আসা ৬৮ জন প্রবাসী শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেই বিক্ষোভ করেছেন। গত রবিবার তাঁরা বিমানের একটি ফ্লাইটে আবুধাবি গিয়েছিলেন; কিন্তু এই ৬৮ জন শ্রমিককে আবুধাবি বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়। তাঁদের ইমিগ্রেশন না করিয়েই ফিরতি ফ্লাইটে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা যেসব কম্পানির মাধ্যমে আবুধাবিতে গিয়েছিলেন, সেসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন আবুধাবি সরকার বাতিল করে দেয়। এ কারণে দেশটিতে তাঁদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

গতকাল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিলেট অফিসের সামনে জটলা দেখা যায়। অনেকে দেশে আসার ছয় মাসের বেশি হয়ে যাওয়ায় এখন টিকিট পাচ্ছেন না। সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার হেতিমগঞ্জ থেকে টিকিটের জন্য আসেন ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, ‘জানুয়ারিতে রিটার্ন টিকিট করে দেশে আসি। তার পর থেকে আটকে আছি। বিমান অফিসে এ নিয়ে কয়েকবার এসেছি, আগে তো ভেতরেই যেতে দেয়নি। আজকে গেলাম তখন বলে অ্যাপ্রোভাল কাগজ নিয়ে যেতে।’

এদিকে সংশ্লিষ্ট লিংকে প্রবেশের পর স্ট্যাটাস গ্রিন দেখানোর পরও টিকিট পাননি মৌলভীবাজারের বড়লেখার মো. মুকিত। তিনি বলেন, ‘আমাকে বলেছে ইন্টারনেটে আমার অ্যাপ্রোভাল আছে কি না দেখতে। আমি তাদের দেওয়া লিংকে প্রবেশ করে দেখি আমার অ্যাপ্রোভাল গ্রিন আছে। কাগজটি নিয়ে যখন আবার বিমান অফিসে যাই তখন তারা বলে ছয় মাসের বেশি যাঁদের হয়ে গেছে তাঁরা এখন যেতে পারবেন না।’ তিনি বলেন, ‘আমার

ভিসার মেয়াদ আর মাত্র কিছুদিন বাকি আছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে না যেতে পারলে আমার জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে।'

এদিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানায়, দুবাই ও আবুধাবিগামী যাত্রীদের টিকিট নিশ্চিত করার জন্য তিনটি শর্ত নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমটি হলো মেয়াদযুক্ত ভিসা থাকতে হবে, দ্বিতীয়টি হলো বাংলাদেশে আসার দিন থেকে যাওয়ার সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবধান হতে হবে ১৮০ দিন (ছয় মাস)। তৃতীয়টি হলো সংশ্লিষ্ট একটি লিংকে প্রবেশ করে আবুধাবি-দুবাই প্রবেশের স্ট্যাটাস জানতে হবে। ওই লিংকে প্রবেশের পর স্ট্যাটাস যদি গ্রিন হয়, তবে এই স্ট্যাটাসের প্রিন্ট কপিসহ টিকিট কনফার্মের জন্য বিমান কাউন্টারে যোগাযোগ করতে হবে।

সিলেটের লতিফ ট্রাভেলসের পরিচালক জহিরুল কবির চৌধুরী শিরু জানান, আগে ঢাকা-দুবাই রুটে প্রতিদিন চারটি ফ্লাইট পরিচালনা করত এমিরেটস; কিন্তু এখন সপ্তাহে পাঁচটি পরিচালনা করছে তারা। এভাবে প্রতিটি এয়ারলাইনস তাদের ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়েছে। ফলে এখন টিকিটের জন্য হাহাকার চলছে। টিকিটের দাম আগের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'করোনার আগে ঢাকা-আমেরিকা রুটে রিটার্ন টিকিটের মূল্য ছিল ৮৫ থেকে ৯০ হাজার টাকা। বর্তমানে শুধু যাওয়ার টিকিট এক লাখ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে হয়েছে। একইভাবে ঢাকা-লন্ডন রুটে রিটার্ন টিকিটের দাম ছিল ৯০ থেকে ৯২ হাজার টাকা; কিন্তু এখন শুধু ওয়ানওয়ে টিকিটের দাম এক লাখ ১০ হাজার থেকে এক লাখ ১৮ হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে। এতে প্রবাসীদের ওপর চাপ বেড়েছে।'

বিদেশি উড়োজাহাজের টিকিট কেটেও ভোগান্তি : শুধু বাংলাদেশ বিমান নয়, বিদেশি বিমান সংস্থা এয়ার অ্যারাবিয়া ও ফ্লাই দুবাই উড়োজাহাজে দুবাই, আবুধাবি ও শারজাহ টিকিট পেতেও চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রথমত টিকেটের দাম স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে আড়াই থেকে চারগুন বেশি; সেই সাথে বিদেশি বিমান সংস্থাগুলো টিকেটের টাকা ফেরত না দেয়া এবং নতুন টিকেট পাওয়া নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন হাজার হাজার রেমিট্যান্স যোদ্ধা।

ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের অধিবাসী বোরহান উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশ বিমানের টিকিটের হাহাকার থাকায় এয়ার অ্যারাবিয়ার ফ্লাইটে শারজাহ হয়ে দুবাই যাওয়ার টিকিট কিনি ৪৫ হাজার টাকায়; স্বাভাবিক সময়ে এই ভাড়া মাত্র ২৪ হাজার টাকা। এর পরও বাড়তি দামে টিকিট কিনেছি। কারণ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে দুবাইয়ের কর্মস্থলে প্রবেশ করতে হবে। এরই মধ্যে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে এসে সাড়ে পাঁচ মাস পার করে দিয়েছি।'

কভিড-১৯ পরীক্ষা সনদ নিয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়ে তিনবার ফেরত আসার কথা উল্লেখ করে বোরহান বলেন, 'ওটিপি সংক্রান্ত জটিলতায় আমাকে এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ বোর্ডিং পাস দেয়নি। ফিরে এসে ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা এয়ারলাইনসের সঙ্গে কথা বলে জানিয়েছে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে টিকিটের জন্য চেষ্টা করতে। এখন আমার হাতে সময় আছে ১৫ দিন। ৬০ দিন সময় দিলে তো আমার কোনো কাজে আসবে না। আমাকে টাকা ফেরত দিলে অন্য বিমান সংস্থা থেকে টিকিট কিনে ফিরতে পারতাম। এ রকম জানলে তো তাদের কাছ থেকে টিকিটই কিনতাম না।'

এয়ার অ্যারাবিয়ার মতো ফ্লাই দুবাইয়ের টিকিট কিনেও ফিরতে অনুমতি না পাওয়ায় বিমানবন্দর থেকে ফেরত আসছেন প্রবাসীরা। প্রবাসী ফজলে হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘কভিড-১৯ মুক্ত সনদ জমা দিয়েছি, ভিসার মেয়াদও আছে; কিন্তু অনলাইনে রেড সিগন্যাল দেখাচ্ছে। এই কারণে আমি ফেরত চলে এসেছি। এখন বলা হচ্ছে টিকিটের টাকা নাকি আমি ফেরত পাব না। টিকিট পরিবর্তন করতেও পারব না।’

জানতে চাইলে ট্রাভেল এজেন্সি গালফ ট্রাভেলসের মালিক ও আটাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, করোনার কারণে অন্তত ৪০ হাজার প্রবাসী আটকা পড়েছেন দেশে। ভিসার মেয়াদের মধ্যেই কর্মস্থলে ফিরতে নিজের জমিজমা বিক্রি করে টিকিট কিনেছেন। এখন সেই টিকিট যদি ফেরত না পান, তাহলে তাঁরা তো পথে বসবেন। কালের কণ্ঠ

অপহরণের ১৪ দিনেও স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করেনি পুলিশ

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে স্কুলছাত্রী অপহরণের ১৪ দিনেও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। অভিযোগ দেওয়ার ১৩ দিন পর গতকাল সোমবার মামলা রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ৩ আগস্ট সকালে বাড়ির পাশ থেকে স্কুলছাত্রী মেহেরিনকে অপহরণ করা হয়। মেহেরিন মির্জাপুর উপজেলার আজগানা ইউনিয়নের তেলিনা গ্রামের হুমায়ুন কবীরের মেয়ে। সে পার্শ্ববর্তী কালিয়াকৈর উপজেলার রশিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। এব্যাপারে ছাত্রীর বাবা হুমায়ুন কবীর গত ৫ আগস্ট কালিয়াকৈর উপজেলার রশিদপুর গ্রামের তিনজনের বিরুদ্ধে মির্জাপুর থানায় অপহরণের লিখিত অভিযোগ করেন।

এদিকে অভিযোগ দেওয়ার ১৩ দিন পর গতকাল সোমবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মির্জাপুর থানায় মামলা রেকর্ড করা হলেও মামলার বাদী হুমায়ুন কবীর তা জানেন না বলে সোমবার সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে এসে সাংবাদিকদের জানান।

ছাত্রীর বাবা হুমায়ুন কবীর জানান, তার মেয়ে মেহেরিন পার্শ্ববর্তী কালিয়াকৈর উপজেলার রশিদপুর গ্রামের রশিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কালিয়াকৈর উপজেলার রশিদপুর গ্রামের ভুলু মিয়ার ছেলে নাহিদ মিয়া (২০) নানাভাবে উক্ত্যক্ত করত। এসব কথা মেহেরিন বাবা-মাকে জানায়। পরে হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নাহিদের বাবাকে জানান। এতে নাহিদ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে মেহেরিনকে চলার পথে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে তুলে নেওয়ার ভয়ভীতি দেখায়।

এঘটনার জের ধরে নাহিদ তার সহযোগীদের নিয়ে গত ৩ আগস্ট সকালে মেহেরিনের বাড়ির পাশে একটি বিলের কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মেহেরিনকে ইঞ্জিনচালিত নৌকাযোগে অপহরণ করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মেহেরিনের বাবা ও আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে না পেয়ে অপহরণকারী নাহিদের পরিচয় পান। পরে হুমায়ুন কবীর নাহিদের বাড়িতে গিয়ে নাহিদের বাবা-মাকে ঘটনাটি অবহিত করেন এবং তিনজনকে আসামি করে ৫ আগস্ট মির্জাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযুক্তরা হলো কালিয়াকৈর উপজেলার রশিদপুর গ্রামের ভুলু মিয়ার ছেলে নাহিদ মিয়া (২০), একই এলাকার ছোহরাব মিয়ার ছেলে ইসরাফিল মিয়া (১৯) ও শিপন মিয়া (১৯)।

মির্জাপুর থানার এসআই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. দীপু সরকার জানান, সোমবার সকালে অভিযুক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার ও স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি জানান। কালের কণ্ঠ

ফটো রিপোর্ট | যুদ্ধরত মুজাহিদদের জন্য খাবার প্রস্তুত এবং তা পৌছেঁ দেয়ার দৃশ্য

শামে আল-কায়েদা জোটের অন্যতম সহযোগী জিহাদী গ্রুপ জামা'আত আনসার আল-ইসলাম এর একদল সেচ্ছাসেবক, কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদের জন্য খাবার প্রস্তুত করছেন, এবং তা পৌছেঁ দিচ্ছেন রিবাতের ভূমিতে জিহাদ ও পাহারারত মুজাহিদদের নিকট।

https://alfirdaws.org/2020/08/19/41437/

ফটো রিপোর্ট | তালেবান নিয়ন্ত্রিত পাশতুন কোট জেলার আব গর্দান বাধের দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ফারয়াব প্রদেশের পাশতুন কোট জেলার আব গর্দান বাধের কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন আল-ইমারাহ্ স্টুডিও এর তালেবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/08/19/41425/

পাকিস্তান | টিটিপিতে যোগদানকারী জিহাদী গ্রুপগুলোর আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও...

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' কর্তৃক নতুন একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত ভিডিওটিতে পাকিস্তান ভিত্তিক ছোট বড় ৬টি জিহাদী গ্রুপের 'টিটিপির' প্রতি আনুগত্যের দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যাবে যে জামায়াতুল-আহরর, হিযবুল-আহরার, শহিদ আমজাদ ফারুকী গ্রুপ, লস্কর-ই-ঝাংভির, উসমান সাইফুল্লাহ কুর্দ শহীদ গ্রুপ ও শনি ভাই গ্রুপ 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' এর আমির মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ এর কাছে আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের বাইয়াত করছেন। এছাড়াও অনেক গ্রুপের পৃথক পৃথক মুজাহিদগণও এই বায়াত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ভিডিওটিতে প্রতিনিধিদের পশ্তু ভাষী সংগীত ও বায়ু ফায়ারিংয়ের মাধ্যমে অভিনন্দন জানানো হয়।

ভিডিওতে জামায়াতুল-আহরারের মুহতারাম আমির কমান্ডার ওমর খালিদ খোরসানী হাফিজাহুল্লাহ্ একটি বার্তায় মুফতি নূর ওয়াল মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ এর কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়ে তাঁর নেতৃত্বাধীন জিহাদী গ্রুপ জামায়াতুল-আহররকে ভেঙে টিটিপিতে একীকরণের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

একইভাবে, হিযবুল আহরারের আমির কমান্ডার মোকাররম ওমর খোরসানী হাফিজাহুল্লাহ্ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন জিহাদী গ্রুপকে ভেঙে টিটিপিতে একীকরণের ঘোষণা দেন।

এর পরে আমজাদ ফারুকী গ্রুপ, শনি ভাই গ্রুপ, লস্কর-ই জাঙ্গভীর ও উসমান সাইফুল্লাহ কুর্দ শহীদ গ্রুপের আনুগত্যের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।এর আগে কমান্ডার মুখলিস ইয়ার মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে শাহরিয়ার গ্রুপ টিটিপিতে যোগদানের কথা জানিয়েছিল।

ভিডিওটির শেষ অংশে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) আমির মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রয়েছে, যেখানে তিনি ঐক্যের সুবিধা এবং তা না থাকার অসুবিধাগুলি সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করেন।

তিনি বিবৃতিতে পরিষ্কার করে বলেন, ওমর খালিদ খুরসানী আমাকে একটি বার্তায় বলেছিলেন যে আমি সব বিষয়ে 'মুজাহিদিন' কে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমি তাদের কাছ থেকেও একই আশা করি।

মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তার সহযোগীদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং শত্রু বাহিনীর অন্যান্য সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বশেষ তিনি জিহাদী জামা'আতের পুরানো অভিযোগগুলি ভুলে গিয়ে পুনর্মিলন ও ক্ষমা প্রার্থনা করে জিহাদি দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির আহ্বান জানান।

পূর্ণ এইচডি ভিডিও ডাউনলোড লিঙ্ক (277 এমবি)

https://drive.google.com/file/d/11z3I8B85gGd7jARIJCwf4aosGLU27Zz5/view?usp=sharing

https://bit.ly/3g4ga6A

এইচডি ভিডিও ডাউনলোড লিঙ্ক (১৪৬ এমবি)

https://drive.google.com/file/d/1ExfFlih2SSnkT5Q0aqbpng6e4gUWydYx/view?usp=sharing

https://bit.ly/2Eg670W

নিম্নমানের ডাউনলোড লিঙ্ক (50 এমবি)

https://drive.google.com/file/d/1YZSztppZ57qm9HAi3c7yWWNX4WoXJX_F/view?usp=sharing

https://bit.ly/2E6OCQT

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে মিসাইল ও মাইন হামলা চালিয়েছেন তালেবান

পাকিস্তান ভিত্তিক সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম "তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, ১৮ আগস্ট দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "লাদহা" সীমান্তে টহলরত এক নাপাক সৈন্যকে টার্গেট করে টিটিপির মুজাহিদগণ মাইন হামলা চালিয়েছেন, যার ফলে উক্ত মুরতাদ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এর একদিন আগে অর্থাৎ গত ১৭ আগস্ট সন্ধ্যেবেলা একই সীমান্তে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ ৪টি মিসাইল হামলা চালান। হামলাকারী মুজাহিদগণ জানিয়েছেন, মিসাইলগুলো মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে আঘাত হানার পর ঘাঁটি থেকে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠতে দেখা গেছে। এবং মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির হওয়ার ধারণাও তাঁরা জানান।

পূর্ব আফ্রিকা | সেচ ও কৃষিমন্ত্রীসহ ৭ মুরতাদ সদস্য নিহত- আল-শাবাব

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় সেচ ও কৃষিমন্ত্রীসহ ৭ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার, হারশবিলি অঞ্চলের প্রশাসনিক রাজধানী জওহার শহরে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ঐ অঞ্চলের সেচ ও কৃষিমন্ত্রী এবং তার সংসদের উপমন্ত্রী আবদুল কাদির ও আবু বকর মুহাম্মদ করান নিহত হয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার আফজাওয়ী শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতর অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ নিহত সৈন্যদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ

১৮ই আগস্ট, ২০২০

আওয়ামী লীগ নেতার গুদাম থেকে জব্দ ৯২২ বস্তা চাল

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের উত্তোলিত ৬০০ বস্তা জিআর ও ৩২২ বস্তা ভিজিডির চাল বিতরণ না করায় তা জব্দ করা হয়েছে। সোমবার রাতে ইসলামপুর পৌরসভার দক্ষিণ দরিয়াবাদ এলাকায় উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতার গুদাম থেকে এসব চাল জব্দ করা হয়।

সোমবার রাত ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইসলামপুর পৌরসভার দক্ষিণ দরিয়াবাদ এলাকায় উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক এস এম জাহাঙ্গীর আলমের মালিকানাধীন মিম এন্টারপ্রাইজের গুদামে অভিযান চালান হয়। এ সময় গোয়ালেরচর ইউনিয়নের দুস্থ মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদের উত্তোলিত ৩০ কেজির ৬০০ বস্তা জিআর ও ৩২২ বস্তা ভিজিডির চাল উদ্ধার করা হয়।

গত শনিবার উত্তোলিত জিআর চালগুলো তাৎক্ষণিকভাবে গোয়ালেরচর ইউনিয়নের দুস্থদের মাঝে বিতরণের কথা থাকলেও চালগুলো উত্তোলনের পর ওই আওয়ামী লীগের নেতার গুদামে মজুদ রাখা হয়। এছাড়াও জব্দকৃত ভিজিডির চালগুলো প্রায় এক মাস আগে উত্তোলন করা হয়েছে। বিডি প্রতিদিন

এ ব্যাপারে ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান জানান, বরাদ্দকৃত চাল বিতরণ না করায় সেগুলো জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও জব্দকৃত চাল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্য ছিলো কিনা তা তদন্ত করা হবে এবং সত্যতা পাওয়া গেলে মামলা করা হবে।

জেরুজালেমে এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল

আরব-আমিরাতের সাথে চুক্তির পর থেকে ফিলিস্তিনিদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে দখলদার ইসরায়েল। গতো কয়েকদিনে অসংখ্য বিমান হামলা চালানো হয়েছে ফিলিস্তিনি বেসামরিক জনগণের উপর।

এরই অংশ হিসেবে জেরুজালেমে আল-আকসা মসজিদে যাওয়ার সময় এক মুসল্লিকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী।

গতো ১৭ আগস্ট সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। ডব্লিউএএফএ এর তথ্যমতে, আল-আকসা মসজিদে প্রবেশের ঠিক আগে বাব হুতার গেইটের কাছে পৌঁছান নিহত ওই ফিলিস্তিনি।গেইটের কাছেই তাকে গুলি করে হত্যা করে বর্বর ইহুদি পুলিশ।তাৎক্ষণিকভাবে নিহতে পরিচয় জানা যায়নি।

বরাবরের মতো এবারও ইহুদিদের দাবি , নিহত ফিলিস্তিনি একজন পুলিশকে ছুরিকাঘাত করে।কিন্তু, ছুরিকাঘাতে কোন চিহ্ন বা প্রমাণ দেখাতে পারেনি দখলদার ইসরায়েল পুলিশ।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো নিহতো ওই ফিলিস্তিনির।

'আরব আমিরাত' মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আঁতুরঘর

ইহুদি ও খ্রিস্টানের বিশস্ত ক্রীড়নক আরব–আমিরাতের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন জায়েদ। আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের পুত্র। তিনি , সশস্ত্র বাহিনীর উপ সুপ্রিম কমান্ডার এবং আরো রাষ্ট্রীয় স্পর্শকাতর পদের দায়িত্বে আছেন।

তার জন্ম ১৯৬১ সালে ।তিনি ১৯৭৯ সালে কুফরের প্রধান আমেরিকা থেকে শিক্ষালাভ করেন।

আরব–আমিরাত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার পিতা শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের আমলে।শেখ জায়েদের পর ক্ষমতায় আসেন যুবরাজ মুহাম্মাদের বড় ভাই খলিফা বিন জায়েদ। ২০১৪ সালে স্ট্রোক পরবর্তী অপারেশনের পর থেকে তিনি আর জনসম্মুখে আসেন না।এরপর থেকেই আরব-আমিরাতের ক্ষমতা তার হাতে।আমিরাতে এখন তার ইশারায় সবকিছু হয়। দেশটিকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করে জনগণের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বিদেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি বিশেষত কট্টর ডানপন্থী খৃষ্টবাদ , জায়োনিজম ও হিন্দুত্ববাদের ইসলাম বিরোধী প্রজেক্টগুলোয় তার প্রচন্ড আগ্রহ। ক্রুসেডার দুষ্টচক্রের সাথে মিলে ইসলামপন্থীদের দমন করতে ঘৃণ্য পরিকল্পনা রয়েছে তার।এইসব নামধারী মুসলিম শাসকদের কারণে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কাফের-মুশরিকরা নির্বিঘ্নে হামলা ও যুদ্ধ করে লক্ষ-লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করে যাচ্ছে।যার অসহায় বলি হয়েছেন কেবলই সাধারণ মুসলিমগণ। লক্ষ-লক্ষ মুসলমান গৃহহীন হয়েছেন, আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছেন, নিহত হয়েছেন। শুধু ইয়েমেনেই না খেয়ে মারা গেছে ৮৬ হাজার শিশু।

সাম্প্রতিক ভারতে কাশ্মীর ইস্যুতে সারা পৃথিবীর মানুষ ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। গতো ৫ আগস্ট স্বায়ত্ব শাসন সংক্রান্ত কাশ্মীরের বিশেষ সুবিধা বাতিল করে হিন্দুত্ববাদী মুশরিকরা।এর মাধ্যমে মুসলিম দেশটিকে গিলে ফেলেছে মালাউনরা। আর এই চক্রান্তের সহযোগী হিসেবে শুরু থেকেই ভারতের পাশে ছিলো বিশ্ব সন্ত্রাসীদের গডফাদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

ইসরায়লের সাথে ইসলাম বিদ্বেষী নরেন্দ্র মোদির সখ্য গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, এতে কেউ আশ্চর্য হয়নি। সে সময় সবাইকে অবাক করে গো-পূজারী ভারতের পাশে ছিল আমিরাতের যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন জায়েদও।আরব মুসলিম দেশ হওয়া সত্বেও মোদিকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিয়ে ইসরায়েল ও ভারতের পাশে থাকার সদম্ভ ঘোষণা দিয়েছিলো আরব–আমিরাত।

ক্ষমতা কারো ক্ষেত্রেই চিরস্থায়ী নয়।এই শাসকেরা পোষ্যদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত মসনদের নিরাপত্তা চান। তার জন্য উম্মাহর পিঠে নির্দ্বিধায় ছুড়ি বসিয়ে দিতে কার্পণ্য করছেননা তারা।

কাশ্মীরে তখন লাগাতার কারফিউ।সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করে গণগ্রেফতার, হত্যা,ধর্ষণ, সামাজিক বিদ্বেষ তৈরী করে মুশরিক হিন্দুরা। টেলিফোন-ইন্টারনেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভারত এবং তাবৎ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরকে।

কাস্মীরী মুসলিমদের এমন বিপদের সময় আরব-আমিরাত দাওয়াত করে মোদিকে সোনার মালা পড়িয়ে দিলো। এটা কিসের পুরষ্কার?বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা,আরাকান, কাশ্মীরে মুসলিমদের গণহত্যা, ফাসি,ধর্ষণ, দেশান্তর করে আচ্ছামত সাইজ করতে পেরেছে। এইসব মুসলিম হত্যার প্রতিদানই কি দেওয়া হল গুজরাটের কসাইকে?

সম্ভবত মুসলিম উম্মাহ শত্রুদের চূড়ান্ত শিকারে পরিণত হওয়ার মুহুর্তে উপনীত হয়েছে। তাই ঘরের শত্রুরাও এখন নিজেদের আড়ালে রাখার আর প্রয়োজন আছে মনে করছেনা।

মূল বিষয় হলো এই শাসক শ্রেণীর ধারণা, উম্মাহর বৃহত্তর অংশ ভোগবাদিতার জালে এমনভাবে আটকে পড়েছে যে, জিহাদ করে প্রতিরোধ গড়ার মতো শক্তি এই জাতির মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তাই গাদ্দার শাসকদের আচরণ বেপরোয়া ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান বা উইঘুরের মুসলমানদের অধিকার আদায়ের যে ন্যায়সঙ্গত লড়াই হচ্ছে, অজানা কারণে এগুলোরও বিরুদ্ধে অবস্থান মোহাম্মাদ বিন জায়েদের। তিনি বরং মুসলমানদের জাগরণের প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে প্রত্যেক অঞ্চলে মুসলমানদের স্থানীয় শত্রুদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছেন।

মিশরে ত্বগুত আব্দুল ফাত্তাহ সিসির সাথে হাত মিলিয়েছেন, উদ্দেশ্য মিশরের মুসলিমদের শায়েস্তা করা।মিশরে মুসলিমদের কোনঠাসা ও উৎখাতের জন্য সিসিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা দিয়েছে আরব-আমিরাত।

লিবিয়ায় কট্টর ইসলামবিরোধী মিলিশিয়া হাফতার। ইসলাম ও মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হাফতারের মিলিশিয়াকে অস্ত্র দিয়েছেন সাহায্য করেছেন মোহাম্মাদ বিন জায়েদ।

আল-জাযিরার অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, মুহাম্মাদ বিন জায়েদ প্রথমে ইয়েমেনের হুথিদের সহযোগিতা করেছেন সুন্নি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। আবার এই হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীকেও অর্থায়ন করেছেন তিনি।

গালফে প্রতিবেশি দেশ আম্মানের সেনা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর গোয়েন্দা জাল বিছিয়েছিলেন তিনি। আম্মানের জাতীয় সংবাদসংস্থার তদন্তে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ উতাইবার সাথে মার্কিন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটসের কিছু তারবার্তা ফাঁস হয়ে যায়। সেখানে কাতারের বিরুদ্ধে তাকে চক্রান্তে লিপ্ত দেখা যায়। এই উতাইবা মুহাম্মাদ বিন জায়েদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে রবার্ট গেটসকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে মোহাম্মদ বিন জায়েদের একটি পত্র তাকে

হস্তান্তর করে। সেখানে রবার্ট গেটসকে শুভেচ্ছা জানানোর পর কাতারের উপর "জাহান্নামের দরজা" খুলে দিতে তাকে আহবান করেন। এর পরপর কাতারের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা হয়।

উইকিলিকসের ফাঁস করা তথ্যে জানা যাচ্ছে, আরবের জনমতকে তাবেদার রাজরাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করতে কাতারের আল জাযিরার অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা এটেছিলেন এই যুবরাজ। আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধাপরাধের দৃশ্যগুলো যেন ধারণ না করতে পারে সে জন্য সাংবাদিকদের প্রবেশে বাঁধা দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। আফগানিস্তানে যে আল জাযিরার অফিস দু' দু'বার বোমা হামলার শিকার হয়েছে তার পিছনেও আমিরাতের ইন্ধন ছিলো।

বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাহিদদের বিরুধীতার পাশাপাশি তুরষ্ক,মিশর,ফিলিস্তিনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার চক্রান্ত ও বিপুল অর্থায়ন ছিলো।

আর এই প্রত্যেক ষড়যন্ত্রে ছায়ার মতো তাকে সঙ্গ দিচ্ছে আরেক ইহুদি ঘেঁষা সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান।

ইয়েমেনে নির্বিচারে বেসামরিক লোকজন হত্যার জন্য ফ্রান্সের একটি মানবাধিকার সংগঠন যুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মামলা দায়ের করেছিল। মানাবাধিকার সংগঠনটির অভিযোগ হচ্ছে, আরব-আমিরাত এ যুদ্ধে যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে অর্থাৎ ব্যাপক ও নির্বিচার বোমা বর্ষণ সামরিক বাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে এর দায় তিনি এড়াতে পারেন না।

মুসলমানদের ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈরী সম্পর্ক থাকলেও অন্য ধর্মের নেতাদের সঙ্গে যুবরাজের যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। মোহাম্মদ বিন যায়েদের আমন্ত্রণেই প্রথমবারের মতো আরব আমিরাত সফরে আসেন খ্রিষ্টানদের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস।

খ্রিষ্টানদের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস

তবে আফগানিস্তানে যুবরাজের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। তালেবানের প্রভাবশালী নেতাদেরকে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে হত্যা করার প্লান ছিল মোহাম্মাদ বিন যায়েদের। আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছায় আফগানিস্তানে তালেবান নেতাদের হত্যায় সুবিধা করতে পারেনি।

তবে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার হিংস্র নখের থাবা বসাতে ভুল করেননি তিনি। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়লের সঙ্গে এতদিন পর্দার আড়ালে যে ষড়যন্ত্র করে আসছিলো, তা প্রকাশ করে গতো ১৩ আগস্ট চুক্তির নামে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়ে।

---

২ দিনের মাথায় ফের বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিংনগর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে মো. সুমন (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাতে সীমান্তের ১৭৯ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সুমন আলী জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের তারাপুর-মোড়ল পাড়া গ্রামের মো. কালুর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, শিবগঞ্জ উপজেলার শিংনগর সীমান্তের ১৭৯ নং পিলার এলাকা দিয়ে গত রোববার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে সুমনসহ বেশ কয়েকজন ভারতে গরু আনতে যায়। এ সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার দৌলতপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালালে সুমন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়।

পরে সহকর্মীরা সুমনকে উদ্ধার করে রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসলে পথিমধ্যে তারাপুর-মোন্নাপাড়া এলাকার হারুনের বাগানে সে মারা যায়।

এ ব্যাপারে ৫৩ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ সুরুজ মিয়া জানান, 'সীমান্ত এলাকায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়েছি। সীমান্ত থেকে ৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে মরদেহটি পাওয়া যায়। এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি হত্যার বিষয়ে। তবে বিএসএফকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। আমাদের সময়

হাসপাতালে বাড়ছে রোগী, নেই সেবা

গতকাল সকাল সোয়া ১০টা। অ্যাম্বুলেন্সে মানিকগঞ্জ থেকে মাসুদ রানা (৩২) নামের পঙ্গু এক রোগী এসে দাঁড়ালেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে। স্বজনরা ছুটে গেলেন ভিতরে স্ট্রেচার আনতে। স্ট্রেচার পেতে প্রায় ৮ মিনিট দেরি হলো।

এরপর রোগীকে নিয়ে যাওয়া হলো ইমারজেন্সিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসক ও নার্স চিকিৎসা দেওয়া শুরু করলেন। মাসুদ রানার বড় ভাই মাকসুদ কামাল বলেন, এর আগে রাজধানীর দুটি হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করেও সুযোগ হয়নি। ফলে তারা ঢাকা মেডিকেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। পিরোজপুর ইন্দুরকানি (জিয়ানগর) উপজেলা থেকে ফুটবল খেলায় আহত হয়ে সুমন এসেছিলেন জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে। কিন্তু ইমারজেন্সিতে কোনো চিকিৎসক না পেয়ে সপরিবারে আবারও ফিরে যান নিজ এলাকায়। যাওয়ার সময় তার স্বজনরা জানান, সেবা পাওয়া তো দূরের কথা, জরুরি বিভাগে চিকিৎসক-নার্স কেউই নেই।

শুধু এই দুজনই নয়, সরকারি হাসপাতালগুলোতে এখন ভিড় বাড়ছে। করোনা চিকিৎসার পাশাপাশি অন্য রোগীরাও এখন হাসপাতালমুখী হচ্ছেন। কিন্তু মিলছে না সেবা। করোনা রোগীদের মতো সাধারণ চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরাও নানা দুর্ভোগে পড়ছেন। রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে অন্য রোগের চিকিৎসক খুঁজে পাওয়া দায়। করোনা রোগীরাও হাসপাতালে পদে পদে দুর্ভোগে পড়ছেন। যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের খোঁজ পর্যন্ত নিচ্ছে না স্বাস্থ্য বিভাগ। জানা গেছে, কভিড-নন-কভিড বা সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। নানা ধরনের ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ রোগীরা। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়েছে

বিশেষত হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, পক্ষাঘাত, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, লিভার, কিডনি, দাঁত ও চোখ নিয়ে যারা দীর্ঘমেয়াদি রোগব্যাধিতে ভুগছেন, তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়েছে। গর্ভবতী নারী, প্রসূতি ও শিশুদের ক্ষেত্রেও ঝুঁকিটা বেশি। এসব রোগীর অনেকেই হাসপাতালে গেলেও চিকিৎসক না থাকায় ফিরে আসছেন। করোনা আক্রান্ত অনেক রোগী এখন বাসায় থেকে টেলিমেডিসিন নিচ্ছেন। রাজধানীর আজিমপুরের বাসিন্দা করোনা

আক্রান্ত এক ব্যক্তি জানান, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর ফল জানিয়ে ফোনে বার্তা আসে। এরপর নিজে থেকে চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওষুধ খেয়েছেন তিনি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য, মানুষকে সেবা না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। এমন যদি হয়, সেটিকে তখন আর হাসপাতাল বলা যায় না। রোগীরা এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে যাচ্ছেন। কিন্তু হাসপাতাল ভর্তি নিচ্ছে না। এমনকি গর্ভবতী মায়েদের প্রসব বেদনা ওঠার পর হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো চরম অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। এটাকে চিকিৎসাসেবা বলে না। সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের বৃদ্ধ এক নারী হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য আনা হয়। কিন্তু তিন-চারটি বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরেও তাকে ভর্তি করানো যায়নি। একপর্যায়ে প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক তদবিরের মাধ্যমে তাকে সরকারি হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ভুক্তভোগী বৃদ্ধার নাতনি জুয়েল হায়দার জানান, করোনার এই সময়ে নিশ্চয়ই সবাই করোনা রোগী নয়। কিন্তু যে হাসপাতালেই তারা গেছেন, সাফ বলে দিয়েছে চিকিৎসা হবে না। এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে সর্দি, কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টে থাকা রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে না বলে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালগুলোয় এ ধরনের রোগী এলেই টালবাহানা শুরু করছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া চিকিৎসক সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখিয়ে রোগীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিডি প্রতিদিন

প্রাণনাশের হুমকিতে জিডি, কেটে ফেললো ২৫০০ গাছ

বান্দরবানের লামা উপজেলায় রাতের অন্ধকারে সোহরাব হোসেন নামে এক কৃষকের বাগানের ২৫০০ বনজ-ফলদ গাছের চারা ও ৬০ শতক জায়গায় রোপিত ধানের চারা উপড়ে ও কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করায় ও জায়গা জবর-দখলের উদ্দেশে প্রতিপক্ষ মো. ইব্রাহিম তার লোকজন নিয়ে এসব ক্ষতিসাধন করেছেন বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক সোহরাব। এর আগে দুই দফায় হামলা চালিয়ে আরও প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির ৩ হাজার ৩০০ গাছের চারা কেটে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করেছে বলেও দাবি তার।

লামা উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি নকসার ঝিরি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সোহরাব হোসেনের অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, লামা উপজেলার ২৯৫নং লামা মৌজার আওতায় নকসার ঝিরি এলাকায় বশির উদ্দিনের ছেলে মো. সোহরাব হোসেনের নামে ক্রয় সূত্রে ১৮৩নং হোল্ডিং মূলে ৫ একর ও ৮৪নং হোল্ডিং মূলে ৪.৮০ একর পাহাড়ি জায়গা রয়েছে। ওই জায়গাতে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ বাগানসহ খামার ঘর করে গত ১৮-২০ বছর ধরে ভোগ করে আসছেন কৃষক সোহরাব হোসেন। সম্প্রতি পৌরসভা এলাকার রাজবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা মো. ওসমান ও ইব্রাহিম নামের দুই ব্যক্তি আর/৯১নং হোল্ডিংয়ের একটি কাগজ দেখিয়ে ওই জায়গা জবর-দখল করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র শুরু করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৬ আগস্ট ইব্রাহিমসহ আরও ৭-৮ জন সংঘবদ্ধ হয়ে ইউনিয়নের বৈল্যারচর এলাকার জহির উদ্দিনের দোকানে গিয়ে কৃষক সোহরাব হোসেনকে, ‘কেটে ফেলবে, মেরে ফেলবে, আবার রক্ত দিয়ে

জায়গার ওপর গোসল করবে’ বলে প্রকাশ্যে হুমকি দেন। এর পরদিন কৃষক সোহরাব হোসেন স্থানীয় ছয়জনকে স্বাক্ষী করে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় একটি জিডি করেন। যার নং-২০৫,তাং-৭/০৮/২০ইং।

এতে ইব্রাহিম গং ক্ষিপ্ত হয়ে গত শুক্রবার রাতে সোহরাব হোসেনের জায়গার ওপর করা বাগানের দেড় হাজার কলা গাছ, এক হাজার সেগুনসহ বাঁশ, ৬০ শতক জমিতে রোপিত ধানের চারা কেটে ও উপড়ে ফেলেন। এ সময় প্রতিবাদ করলে প্রতিপক্ষের লোকজন ঘর থেকে বের হলে সোহরাবকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেন।

এর আগে ১৬ এপ্রিল সকাল ৮টার দিকে ও ১২ মে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মো. ওসমান ও ইব্রাহিম লোকজন নিয়ে সোহরাব হোসেনের বাগানের সেগুনসহ বিভিন্ন প্রজাতির ৩ হাজার ৩০০টি গাছের চারা কেটে নিয়ে যান মো. ইব্রাহিম। এতে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। এ ঘটনায় ১৮ মে থানায় মামলা করেন কৃষক সোহরাব হোসেন।

ভুক্তভোগী কৃষক সোহরাব হোসেন বলেন, ‘একের পর এক হামলা ও গাছ কেটে ক্ষতি সাধন করার কারণে নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। ইব্রাহিম গংয়ের হামলা ও জায়গা জবর-দখল চেষ্টা থেকে মুক্তি চাই।’

এ বিষয়ে স্থানীয় নকসার ঝিরি এলাকার আমির আলী (৭০), আবদুর রহমান (৬০), নুরুজ্জামান (৪৩), ইউছুপ আলী (৬০) ও আবুল কালাম (৫৫) জানান, ২০ বছর আগে ক্রয়সূত্রে মালিক হয়ে কৃষক সোহরাব হোসেনকে তারা এ জমিতে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ বাগান ও জমিতে ফসল আবাদ করে ভোগ করতে দেখছেন। কিন্তু সম্প্রতি পৌরসভা এলাকার ওসমান গনি ও ইব্রাহিম একটি আর হোল্ডিংয়ের একটি কাগজ দেখিয়ে জায়গা তাদের বলে দাবি তুলে জবর-দখলের চেষ্টা করছেন। শুক্রবার রাতসহ এর আগেও সোহরাব হোসেনের জায়গায় রোপিত গাছের চারা কেটে দেন প্রতিপক্ষ ইব্রাহিম ও তার লোকজন।

সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যান হ্লাথোয়াই মার্মা বলেন, ‘সোহরাব হোসেনের জায়গাতে না যাওয়ার জন্য ওসমান গণি ও মো. ইব্রাহিমকে নিষেধ করেছিলাম। কারণ ওই জায়গা ১৮-২০ বছর ধরে সোহরাব হোসেন ক্রয়সূত্রে মালিক হয়ে আবাদ করে আসছেন। কিন্তু তারা নিষেধ অমান্য করে জায়গাতে গিয়ে এ ঘটনার সৃষ্টি করছেন।’

এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত মো. ইব্রাহিম বলেন, ‘আমরা কারো জায়গার গাছ কাটিনি। আমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুল হাফিজ বলেন, ‘জায়গা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ইব্রাহিম গং গত শুক্রবার রাতে কৃষক সোহরাব হোসেনের বাগানের প্রায় আড়াই হাজার কলা, সেগুন, বাঁশ গাছ ও ধানের চারা কেটে ও উপড়ে ফেলে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীকে আইনের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিয়েছি।’

কিন্তু এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করেনি আওয়ামী পুলিশ বাহিনী। আমাদের সময়

যুক্তরাষ্ট্রে শহরজুড়ে গোলাগুলিতে নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রে ওহাইও অঙ্গরাজ্যে সিনসিনাটি শহরে গোলাগুলির ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ১৮ জন। শহরে একাধিক হামলায় হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, গত শনিবার স্থানীয় সময় মধ্যরাতে ৩ লাখ বাসিন্দার শহর সিনসিনাটিতে এ বন্দুক হামলা শুরু হয়। ওয়ালনাট হিলস এলাকায় হামলা আহত হন তিনজন ব্যক্তি।

সিনসিনাটি শহরের পুলিশ এক বিবৃতিতে জানান, তিনজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া ওভার দ্য রাইন এলাকা থেকে রাত সোয়া দুইটায় গুলিবিদ্ধ ১০ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই মারা যান ৩৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। ইউনিভার্সিটি মেডিকেলে মারা যান আহতদের মধ্যে ৩০ বছর বয়সী একজন। শহরের ওয়েস্ট এন্ডে আরেক হামলায় নিহত হন চতুর্থজন।

কারা এ বন্দুক হামলা ঘটিয়েছে সেসম্পর্কে এখনো কিছু জানায়নি পুলিশ। কোনো ঘটনাতেই সন্দেহভাজন কাউকে এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি।

সিনসিনাটির অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ চিফ পল নেউডিগেইট জানান, আলাদা আলাদাভাবে বন্দুক হামলাগুলো হয়েছে বলে তারা ধারণা করছেন। তবে প্রত্যেকটি ঘটনায় খুবই ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। আমাদের সময়

সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ৬২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য নির্ধারিত একটি পাঁচতারকা হোটলে শহিদী ও সফল ইনগিমাসী হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

"শাহাদাহ্ নিউজ" কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ১৬ আগস্ট রবিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর উপকূলবর্তী একটি পাঁচতারকা হোটলে শহিদী ও সফল ইনগিমাসী হামলা চালিয়েছিলেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। উক্ত হোটেলটি ব্যাবহৃত হত সোমালিয় মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য।

হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ প্রথমে শহীদি হামলার মাধ্যমে হোটেলের গেইটে বিপুল বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ঘটান। তারপর বাহিরে অপেক্ষারত বাকী ৪ জন জানবাজ মুজাহিদ হোটেলের ভেতর ঢুকে টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের। এভাবে দীর্ঘ ৮ ঘন্টা যাবৎ মুজাহিদগণ হোটেলটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপস্থ কর্মকর্তাদেরকে চিহ্নিত করে হত্যা করেন।

হারাকাতুশ শাবাব এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর হতাহতের একটি প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর ২৫ সদস্য নিহত হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে আরো ৩৭ এরও অধিক।

মুজাহিদদের সফল এই অভিযানে নিহত হওয়া উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা ও সামরিক হোটেলের কিছু দৃশ্য...

Elite Hotel

Reuters

Elite Hotel

SOMALIA

১৭ই আগস্ট, ২০২০

পাকিস্তান | এবার টিটিপিতে যোগ দিয়েছে "হিজবুল আহরার ও জামা'আতুল আহরার" নামক দুটি বৃহৎ জিহাদী গ্রুপ

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) মুসলিম উম্মাহকে এবং বিশেষত মুজাহিদিনকে পাকিস্তানের দুটি প্রধান জিহাদী দলকে টিটিপিতে একীভূতকরণ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানিয়ে একটি নতুন বার্তা প্রকাশ করেছে।

টিটিপির মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, পাকিস্তানে জিহাদরত সকল দলগুলোর মধ্যকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদেরকে একই পতাকাতলে একত্রিত করা এবং পাকিস্তানে জিহাদের স্বার্থে যারা স্বতন্ত্রভাবে এই ত্বাগুতী ব্যাবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন এবং শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য এই ভূমিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, তেহরিক-ই-তালেবান এই মহান লক্ষ্যে অনেকাংশেই সফল হয়েছেন এবং আরও সংকল্পবদ্ধ হয়ে তারা এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

জামা'আতুল আহরারের সম্মানিত আমির ওমর খালিদ খোরাসানী ও হিজবুল আহরারের আমির মুহতারাম ওমর খুরসানী হাফিজাহুমুল্লাহ্, তাঁরা উভয়ে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমির শাইখ আবু আসেম মানসুর হাফিজাহুল্লাহ্ এর সাথে হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁরা নিজেদের প্রাক্তন (হিজবুল আহরার, জামা'আতুল আহরার) দলগুলি বিলুপ্ত করার ঘোষণার মধ্য দিয়ে উভয় দল টিটিপিতে একীভূতকরণ হয়ে যায়।

উভয় দল এই অঙ্গিকারও করে যে, তাঁরা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের শরিয়াহ বোর্ড ও তার নীতিমালা পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) যথারীতি উভয় জিহাদী দলকে স্বাগত জানায় এবং সশস্ত্র মুজাহিদগণ তাদেরকে হালকা ও ভারী অস্ত্রের ঝনঝনানির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানায়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) পাকিস্তানে জিহাদরত সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ এবং এক পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার আহ্বান করেন, পৃথকভাবে লড়াইয়ের পরিবর্তে তেহরিক-ই-তালেবান এর সাথে মিলে নতুন উদ্যমতায় জিহাদ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। এর ফলাফল শীঘ্রই প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে, ইনশাআল্লাহ্।

সর্বশেষ আমরা শত্রু বাহিনীকে এই বার্তা দিচ্ছি যে, আমাদের এই জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ এই ভূমি থেকে ভ্রান্ত ত্বাগুতী ব্যবস্থার নির্মূল না হয় এবং নিপীড়িতরা অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তি না হয়।

উল্লেখ্য যে, এনিয়ে "তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান" এর সাথে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান ভিত্তিক ছোট-বড় মোট ৬টি জিহাদী দল।
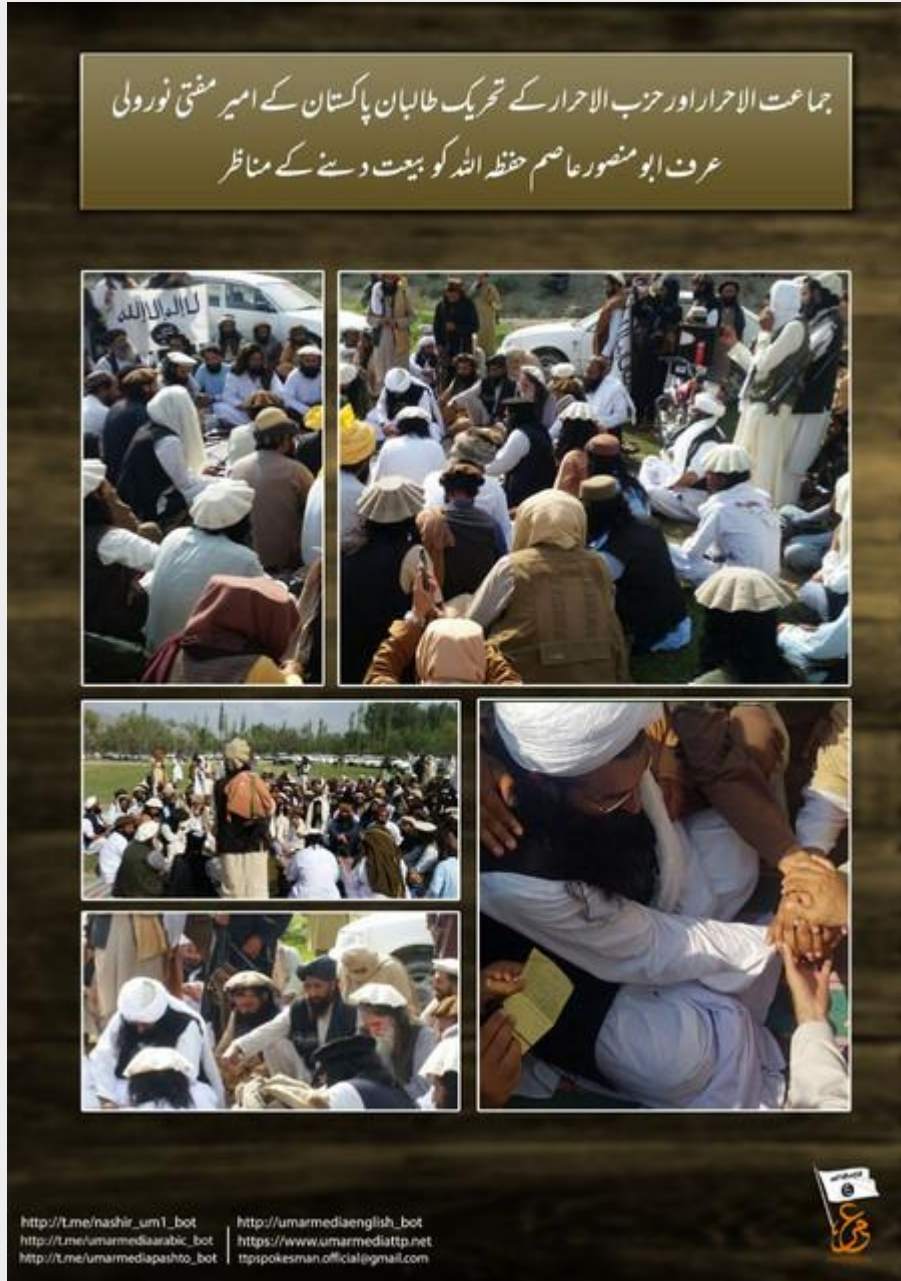
সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় শিক্ষামন্ত্রী ও দুই পার্লামেন্ট সদস্যসহ ৫ মুরতাদ হতাহত

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এক সফল মাইন হামলায় সোমালীয় মুরতাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সহ উচ্চপদস্থ কয়েকজন মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, সোমালিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম জিযু রাজ্যের ডোলা শহর অতিক্রমকালে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাফেলা লক্ষ্য করে সফল মাইন বিস্ফোরণের পাশাপাশি গুলি চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এতে সোমালিয়ার মুরতাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী 'আব্দুলাহ গোদা বারি' এবং দুই পার্লামেন্ট সদস্য "মুহাম্মদ আলী ও আবদুল আজিজ" সহ লুক শহরের গোয়েন্দা প্রধান "আলী কাদদী" গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এছাড়াও এই হামলায় আরো ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

সোমালিয়া | সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলায় ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব, এতে কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এর বরাতে জানা গেছে, ১৭ আগস্ট দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বাকুল রাজ্যের "বাইদোয়ে" শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত শহিদী হামলার প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মুজাহিদদের উক্ত সফল শহিদী হামলায় শহরটির পরিচালক ইসহাক এবং পুলিশ অফিসার হাসান বকরসহ ৮ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেক।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বিপুল অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

মালি | আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত বিস্তীর্ণ ভূমির ম্যাপ প্রকাশ করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন মালির বিস্তীর্ণ ভূমী নিয়ন্ত্রণ নেয়ার মাধ্যমে সেখানে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন।

সাম্প্রতিক সময় ক্রুসেডার ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালির নতুন একটি ম্যাপ প্রকাশ করেছে। ম্যাপটিতে মালির সিংহভাগ এলাকাকেই লাল রং দ্বারা চিহ্নিত করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। লাল রংয়ের এই বিস্তির্ণ এলাকাকে ক্রুসেডার ফ্রান্স যুদ্ধকবলিত হিসাবে দেখিয়েছি, যেখানে আল-কায়েদা যোদ্ধারা সবচাইতে মজবুত ও দৃঢ় অবস্থায় রয়েছেন। আর এসকল এলাকাগুলোতে বেদেশী নাগরীক বিশেষ করে ফ্রান্সের নাগরিকদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছে দেশটি।

উল্লেখ্য যে, লাল রং দ্বারা চিহ্নিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কিছু কিছু স্থান ছাড়া এর পুরোটাই বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। অপরদিকে হলুদ অংশেও মুজাহিদগণ তাদের অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। ইনশাআল্লাহ্, অচীরেই মালির পুরো ম্যাপ লাল রং দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদিন।

আমিরাতের সঙ্গে চুক্তির পর গাজায় হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি করেই ফিলিস্তিনে নতুন করে তাণ্ডব শুরু করেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। রোববার ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় উপর্যুপরি বিমান হামলা চালায় দখলদার বাহিনী।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই গাজায় তাণ্ডব চালিয়ে আসলেও রোববারের হামলার মাত্রা ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। রোববার সকাল থেকে গাজা উপত্যকার জেলেদের মাছ ধরার সুযোগও পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে ইহুদিরা।

ইসরায়লি বাহিনীর দাবি, হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল গাজায় হামাসের একটি সামরিক ভবন ও ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো। বরাবরের মতোই এবারও হামলার পক্ষে অজুহাত হিসেবে গাজা উপত্যকা থেকে রকেট ও আগুনবোমা নিক্ষেপের কথা জানিয়েছে দখলদার বাহিনী।

ইসরাইলি বাহিনীর দাবি, আজকের হামলার আগে গতো সন্ধ্যায় গাজা-ইসরায়েল সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এদিন কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি সীমান্তে টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে, বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করে ও সীমান্ত বেষ্টনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।

উল্লেখ্য,২০০৭ সাল থেকেই গাজা উপত্যকা অবরোধ করে রেখেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। ধরপাকড় আর বিমান হামলা যেন সেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

সূত্র:আল-জাজিরা।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৯ উগান্ডান ক্রুসেডার নিহত

পূর্ব আফ্রিকায় ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর সামরিক বহরে মুজাহিদদের সফল হামলায় নিহত ৯ এরও অধিক ক্রুসেডার।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার জানালী শহরে দখলদার উগান্ডান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক বহরে সফল হামলা চালিয়েছেন। গত ১৬ আগস্ট রবিবার

সন্ধ্যায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৯ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

যুদ্ধ চলাকালীন মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান।

শাম | নুসাইরী মুরতাদদের ব্যারাক টার্গেট করে মর্টার হামলা চালাচ্ছেন মুজাহিদিন

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক জোটের অন্যতম জিহাদী সংগঠন "জামা'আত আনসার আল-ইসলাম" এর মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ব্যারাক টার্গেট করে ভারী মর্টার হামলা চালাচ্ছেন।

যার কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন "আল-আনসার" মিডিয়া কর্মীগণ।

এক ফাইলে দেখুন.......

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441
الأنصار
AL-ANSAR
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

الأنصار
AL-ANSAR
مؤسسة الأنصار الإعلامية
استهداف ثكنات الجيش النصيري بقذائف الهاون
ذو الحجة 1441

স্নায়ুযুদ্ধের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র

বৈশ্বিক পর্যায়ে এ মুহূর্তে যে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, নিঃসন্দেহে সেটার কেন্দ্রে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-চীন উত্তেজনা। চীনের বিরুদ্ধে একটা 'নতুন শীতল যুদ্ধ' সৃষ্টি করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। দিন দিন এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এখনও সেই দুই-মেরু বিশ্ব মানসিকতার মধ্যে আটকে আছে, বর্তমান বিশ্বে যেটার প্রাসঙ্গিকতা বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। এর কারণ হলো, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পশ্চিমা বিশ্বে যেভাবে মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা হতো, চীনকে সেভাবে দেখা হয় না।

যেটা দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপ চীনের ব্যাপারে তাদের দরজা বন্ধ করা বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। আবার একই সাথে বেল্ট অ্যাণ্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) মাধ্যমে চীন সেই সব দেশ ও অঞ্চলে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে, যে সব দেশে চীনের বিরুদ্ধে 'নতুন শীতল যুদ্ধ' শুরু করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

এই দেশগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং চীন থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হওয়ার অর্থ হলো নতুন সিল্ক রোড এবং এর সাথে জড়িত বাণিজ্য ও উন্নয়নের সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো। কিন্তু সেখানে কোন বিকল্প বাণিজ্য রুট উপস্থাপনের কিছু নেই যুক্তরাষ্ট্রের।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিকে কোন দিকে নিতে চাচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মাইক পম্পেওর দেয়া সাম্প্রতিক বক্তৃতায় সেটা উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্র দেশগুলোকে চীনের মোকাবেলা ও তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দেয়ার জন্য 'আরও সৃজনশীল ও আগ্রাসী' কৌশল নিতে হবে। অন্যভাবে বললে, 'নতুন শীতল যুদ্ধের' অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা চীনকে 'নিয়ন্ত্রণ' করতে চায় না; তারা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া

ও প্রশান্ত এলাকা থেকে চীনকে জোর করে বের করে দিতে চায় যাতে সেই সব জায়গায় মার্কিন আধিপত্য বজায় থাকে।

ইউরোপ আর এশিয়ার বাস্তবতায় অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, চীনের বিরুদ্ধে 'বৈশ্বিক জোট' গড়া এবং চীন থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হওয়ার মার্কিন আহ্বানে খুব একটা সাড়া মিলছে না। অন্যদিকে, আঞ্চলিক দেশগুলো চীনের সাথে সহযোগিতা এবং 'গঠনমূলক বিনিময়' বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন মেকানিজম গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

এটা বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে যখন আসিয়ান – যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা রেখে এসেছে – এখন পর্যন্ত দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতার জন্য চীনের সাথে একটা দর কষাকষির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আসিয়ান কোন ধরনের মোকাবেলা বা পৃথক হওয়ার মানসিকতায় নেই এবং এর প্রধান কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া নীতির ব্যাপারে তাদের আর বিশ্বাস নেই। গত বছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসিয়ানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন এড়িয়ে গেছেন এবং সেটা এই অঞ্চলের নেতাদের স্মৃতিতে এখনও দগদগে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে 'আমেরিকা প্রথম' নীতির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের 'এশিয়া কেন্দ্র' এবং প্রায় ৪০টি দেশের সাথে সম্পৃক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে হত্যা করেছেন, সেটা এই দেশগুলোকে চীনের সাথে বিকল্প পথে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বাধ্য করেছে।

এটা থেকেই বোঝা যায় কেন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে বিবৃতি দেয়ার পরও সেটার প্রতিক্রিয়ায় পাথরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে, "এসসিএসকে নিজেদের নৌ সাম্রাজ্য হিসেবে গণ্য করতে চীনকে অনুমতি দেবে না বিশ্ব"। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিশামুদ্দিন হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী ভাবকে নিভিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, এসসিএসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে "বিভিন্ন দেশকে সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত থাকতে হবে"।

তিনি আরও বলেন, "আমাদেরকে সামরিক শক্তি প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে, কারণ সমস্যা সমাধানে এটা কোন সাহায্য করবে না, এবং এই ব্যাপারে আসিয়ান দেশগুলোকে একমত হতে হবে..."।

এটা স্পষ্ট যে, আসিয়ান চীনের সাথে কোন ধরনের সজ্ঘাতে যেতে চায় না এবং 'দ্বি-মেরুর' কোন রাজনীতিতে কার্যকরভাবে যুক্ত হওয়ারও আগ্রহ তাদের নেই। এর একটা বড় কারণ হলো অনেকগুলো আসিয়ান দেশেরই চীনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং চীনের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় আগ্রাসী অবস্থান নিলে সেটা তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

দক্ষিণ এশিয়ার কথা বললে, আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থান যেখানে আসন্ন, যেখানে সিপিইসির গতি বাড়ছে এবং চীনের বিআরআই আরও বিস্তৃত হয়ে ইরানে প্রবেশ করেছে, সেখানে আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম যুক্তরাষ্ট্রের শীতল যুদ্ধকালীন সময়ের মতো নয়, এবং চীনের বিরুদ্ধে একটা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধাবস্থা ধরে রাখার মতো সেখানেই মোটেই বিরাজ করছে না।

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে চলে যাচ্ছে বলে মধ্য এশিয়ার উন্নয়নে তাদের প্রভাবও কমে আসছে। ইউরেশিয়ায় সংযোগ বাড়ানোর জন্য রাশিয়ার নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে এবং 'নতুন শীতল যুদ্ধ'কে সফল গল্পে রূপ দিতে হলে আমেরিকাকে রাশিয়ার কর্মসূচিকেও মোকাবেলা করতে হবে।

তবে, গুরুত্বপূর্ণ হলো যুক্তরাষ্ট্র এমন সময় তাদের 'নতুন শীতল যুদ্ধ' তৈরি করছে, যখন তারা ইউরেশিয়ার কেন্দ্রভূমি থেকে সরে যাচ্ছে। সে কারণে 'নতুন শীতল যুদ্ধ' যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার সুযোগ দেবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়ার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের 'শীতল যুদ্ধের ফ্রন্টটা' ততটা সক্রিয় হবে না। তবে ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু দেশ চীনের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জোট গড়ার আহ্বানে সাড়া না দেয়ার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তাদের অনেকেই এই আহ্বানকে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আহ্বান হিসেবে দেখছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, নির্বাচনে পরাজয়ের পর ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউজ ছাড়তে বাধ্য হবেন, তখন বৈশ্বিক কৌশলগত চেহারা বদলে যাবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এরই মধ্যে নির্বাচনী জরিপে পিছিয়ে পড়েছেন। তার প্রতিপক্ষ জো বাইডেন ঘোষণা দিয়েছেন যে, চীনের সাথে মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের তিনি ইতি টানবেন এবং চীনের সাথে তিনি উত্তেজনা বাড়াতে চান না বা একটা 'শীতল যুদ্ধ' তিনি তৈরি করতে চান না।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার একটা সম্ভাবনা নজরে পড়ছে যদিও ট্রাম্প এখনও ক্ষমতায় রয়েছেন। তাছাড়া মহামারী-পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে একটা 'শীতল যুদ্ধ' টিকিয়ে রাখাটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যেমন কঠিন হবে, তেমনি এই দুই মেরুর 'শীতল যুদ্ধের' পক্ষে ক্ষুদ্র দেশগুলোকে চীনের বিরুদ্ধে একটা জোরালো নীতি গ্রহণ করানোটাও হবে খুবই কঠিন।

ইউরোপ এরই মধ্যে চীনের ব্যাপারে ক্রমাগত স্বাধীন পথে হাঁটছে এবং এমনকি ইরান প্রশ্নে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতেও দাঁড়িয়েছে, এ অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, বিশ্ব ব্যবস্থা এরই মধ্যে বহুমেরুর হয়ে গেছে। সে কারণে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বকে জোর করে একটা দুই মেরুর রাজনীতিতে ঠেলে দেয়ার জন্য যে সুবিধাজনক পরিবেশ পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, সেটা এখন আর তারা পাবে না। সাউথ এশিয়ান মনিটর

কেমন স্বাধানীতা দিবস উদযাপন করছে ভারত ?

কাশ্মীরে সন্ত্রাসী সরকারি বাহিনীর গুলিতে মাত্র কিছুদিন আগে নিহত পিতামহের বুকের উপর এক ছোট্ট শিশুর বসে থাকার ছবি কারো মন-মমন থেকে সহজে মুছে যাওয়ার নয়। কাশ্মীরী তরুণী ও শিশুদের রক্তমাখা সুন্দর মুখ, পেলেট গানের বুলেটে বিদ্ধ লোকজন, শুধু চরম বেদনা ও আতঙ্কেই পূর্ণ থাকতে পারে। প্রাচীন মসজিদ—বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় হিন্দুদের রাম মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ, এমন কি হতাশা প্রকাশেরও সাহস নেই মুসলমানদের। উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলাভাষী জনগণ নিজেদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি পেয়ে থর থর করে কাঁপছে। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে নারীরা পর্যন্ত ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কায় বাসে চড়তে ভয় পায়। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহর এই দিল্লী।

এরই মধ্যে স্বাধীনতা উদযাপন করছে ভারত।

কেমন স্বাধীনতা? এটা কি স্বাধীনতা?

এটা কি স্বাধীনতা যেখানে মিডিয়ার গলা টিপে ধরা হয়েছে অথবা অনুগত বা মোদির মেশিন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? যেখানে রাস্তায় নারীর নিরাপত্তা নেই? যেখানে কোন পুরুষ যদি অবিচারের প্রতিবাদ করে তাহলে তাকে জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?

অবশ্যই না।

ভারত যদি সত্যিকারের স্বাধীনতা উদযাপন করতো তাহলে এর দারিদ্রপীড়িত রাজ্যগুলোর নাগরিকরা কি বাংলাদেশে যোগ দিতে চাইতো, যেখানে তারা কিছুটা উন্নয়নের ছটা দেখতে পায়? কাশ্মীর কি তার রাজ্য মর্যাদা হারিয়ে দিনের পর দিন রক্তে হাবুডুবু খেতো? কোভিডের জন্য মুসলমানদের উপর দায় চাপানো হতো, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এখনো অচ্ছুৎ বিবেচিত হতো?

এই হলো ভারত। এই সেই ভারত যে তার স্বাধীনতার ৭৩ বছর উদযাপন করছে।

ভারতে এখনো রিপোর্টার ও অন্যান্য ভিন্নমতাবলম্বী কণ্ঠের জন্য নিপীড়নের ক্রমবর্ধমান ভয়। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের প্রেস ফ্রিডম সূচকে ২০১৫ সালের ১৩৬তম থেকে ভারতের অবস্থান ২০২০ সালে ১৪২তম স্থানে নেমে গেছে। মাত্র ৫ বছরে এই অবনতি।

এটা স্বাধীনতা নয়।

এর বদলে নেতা, রাজনীতিক ও সরকারযন্ত্র তাদেরকে নীচে টেনে নামিয়েছে। লজ্জা ও ঘৃণায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেছে, যখন তারা দেখছে আঞ্চলিক সম্পর্কে অগ্রগতি না হয়ে অধোগতি সৃষ্টি হয়েছে।

তারা 'আমান কি আশা' বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলো। 'শান্তির আশা'য় উদ্যোগ নিয়েছিলো দুটি মিডিয়া হাউজ— পাকিস্তানের জং গ্রুপ ও ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়া। সেই উদ্যোগ বাতাসে মিলিয়ে গেছে এবং দিব্যি দেয়া শত্রুরা তেমন শত্রুই থেকে গেছে। কারণ ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকরঞ্জনবাদী নেতারা গেরুয়া কুজ্ঝটিকা ভেদ করে কিছু দেখতে পাননা।

জনগণ এই ভারত চায়নি। তারা চেয়েছিলো নেপাল তাদের বন্ধু হবে, বেপরোয়া প্রতিবেশী হবে না, যে কিনা তাদের মানচিত্র নতুন করে এঁকেছে, আর ভারত শুধু চেয়ে দেখছে।

ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠা চীন যখন বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কাসহ সব প্রতিবেশী এবং এর বাইরের দেশগুলোর মন জয় করতে ব্যস্ত তখন দীপ্তি হারাচ্ছে 'শাইনিং ইন্ডিয়া'।

তাই ভারত যখন স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন দেশটির জনগণ এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভাবছে স্বাধীনতা যাকে বলে এগুলোই কি সেই?

কাশ্মীরীরা স্বাধীনতা চায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজগুলোকে বলপ্রয়োগ করে দমিয়ে রাখা হয়েছে। তাই বলে তাদের মধ্যে কি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নেই, যেখানে তাদের সম্পদ তাদেরই উন্নয়নের কাজে লাগবে, দিল্লীতে পাচার হয়ে যাবে না?

জনগণ শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখের সঙ্গে বাঁচতে চায়, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিলো। তাদের মধ্যে যারা অনেক বেশি হকিশ, ভারত পরাশক্তি হবে বলে যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তারাও বুঝতে পেরেছে যে পরাশক্তি হতে গেলে শক্তির চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। মার্ভেল কমিক সুপার হিরো স্পাইডারম্যানের ভাষায়: 'মহা শক্তির সঙ্গে মহা দায়িত্বও আসে।' আর, মোদি মেশিনের ব্যর্থতা এখানেই। সাউথ এশিয়ান মনিটর

আবারও কুষ্টিয়ায় সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে আবুল কাশেম (৩৫) নামে বাংলাদেশি এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চল্লিশপাড়া সীমান্তের ওপারে ভারত ভূ-খণ্ডের জলঙ্গী থানার ১৩ নম্বর মাজদিয়াড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কাশেম দৌলতপুর উপজেলার চল্লিশপাড়া সীমান্ত এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মণ্ডল জানান, কাশেম ভারতে প্রবেশ করলে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার জলঙ্গী বিএসএফ ক্যাম্পের টহল দল তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনি। পরে তাঁর লাশ বিএসএফ নিজ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধীনস্থ রামকৃষ্ণপুর বিওপি কমান্ডার নায়েক সুবেদার মহিউদ্দিন জানান, ভারতে প্রবেশকালে ১৫৭/১৩(এস) সীমান্ত পিলারের কাছে ভারত ভূখণ্ডে বিএসএফের গুলিতে একজন নিহত হওয়ার খবর শুনেছি। তবে আমাদের কাছে কেউ এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। কালের কণ্ঠ

১৬ই আগস্ট, ২০২০

ছেলেকে শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে দেয়ায় বাবার কারাদণ্ড, মেয়ের মায়ের জরিমানা

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে দেওয়ার কারণে ছেলের বাবাকে কারাদণ্ড ও কনের মাকে জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার এই নির্মম ঘটনা ঘটায় আওয়ামী ভারতপন্থী প্রশাসন।

বিকেল সোয়া ৪টার দিকে সদর উপজেলার দিঘি ইউনিয়নের ছুটি ভাটভাউর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে এই দণ্ড প্রদান করেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) আলী রাজীব মাহমুদ মিঠুন।

তিনি জানান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে বিবাহের সংবাদ পেয়ে গত ১৩ তারিখ উক্ত স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। আমাদের সময়

তিনি আরও জানান, বর ও কনের পিতা মাতা বিবাহটি সম্পন্ন করেছেন। বিয়ের পর বর কনে একত্রে আছে। ঘটনাস্থলে মোবাইল কোর্ট উপস্থিত হয়ে স্থানীয় ও স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, বরের পিতা ও কনের মা স্বীকার করেন, তারা জেনেশুনে তাদের সন্তানের বিবাহ সম্পাদন করেছেন। এ ঘটনায় বর আল আমিন (২০) এর বাবা নাগর আলীকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং কনে ইশা আক্তার এর মা রুপালি বেগমকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় হুতী বিদ্রোহীদের নিহতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে, লড়াইয়ের তীব্রতা আরো বাড়ছে...

সাম্প্রতিক সময় ইয়ামানের কাইফা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীরা। সেখানে এখন চলছে আল-কায়েদা ও আইএস এর বিরুদ্ধে মুরতাদ হুতী, হাদী ও ক্রুসেডার মার্কিন জোট বাহিনীর যৌথ অভিযান।

মুজাহিদদের সমর্থিত সংবাদ মাধ্যম ও ইয়ামানের গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল-কায়েদা মুজাহিদিন ও আইএস যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইয়ামানের কাইফা শহর দখলে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মুরতাদ দলগুলো। তারা যৌথভাবে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গত ১৮ দিন যাবৎ হামলা চালিয়ে আসছে। আল-কায়েদা মুজাহিদিন ও আইএসের নিয়ন্ত্রিত কাইফা শহরের দুই দিকে রয়েছে ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুতী শিয়া বিদ্রোহীরা, অপর দুই দিকে রয়েছে মুরতাদ হাদী বাহিনী। আর আল-কায়েদা ও আইএসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে এই যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে বিমান হামলার মাধ্যমে হুতী ও হাদী বাহিনীকে সহায়তা করে যাচ্ছে ক্রুসেডার আমেরিকা।

এমন পরিস্থিতি আল-কায়েদা মুজাহিদিন ও আইএস তাদের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ স্থগিত করতে সাময়িকভাবে একটি চুক্তি করেছে, যেখানে তার সাময়িক সময়ের জন্য একে অন্যের উপর হামলা না করার অঙ্গীকার করে, উভয় দল তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় থেকে মুরতাদ দলগুলোর অভিযান প্রতিরোধ করবে।

এর ধারাবাকিতায় উভয় দল তাদের সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে হুতীদের সমর্থক সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবী করছে যে, তারা ইতিমধ্যে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত কাইফা শহরের ১১শত কি.মি. অঞ্চল দখলে নিয়েছে। আর এই মিথ্যাকে আরো সজ্জিত করছে কিছু বানোয়াট ম্যাপ প্রচারের মাধ্যমে।

অপরদিকে আল-কায়েদা মুজাহিদদের সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো হুতীদের এসকল দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে জানিয়েছেন, তাদের প্রকাশিত তথ্যমতে হুতী বিদ্রোহীরা আল-কায়েদা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মাওয়াদ, যা'আয, নোফান ও জ্বি-কিলাব অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় প্রবেশ করে হামলা চালাচ্ছে, এই স্থানগুলোতে উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল লড়াই চলছে, আর মুজাহিদগণ এসকল স্থানে বর্তমানে হুতীদের লাশের স্তূপ তৈরি করছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

এছাড়াও আল-কায়েদা সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবি করছে যে, গত ৪৮ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে মুজাহিদদের হাতে নিহত হুতী বিদ্রোহীদের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ২৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমপক্ষে ২২ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাকিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন ১৬ আগস্ট দেশটির ৫টি স্থানে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এসকল অভিযানে যথাক্রমে পাকতিয়া প্রদেশের জারমাত জেলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

নানগারহারের "নাজিয়ানো" শহরে মুজাহিদদের হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে হেলমান্দের দানাওয়ী শহরে মুজাহিদদের হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে বদখশানের "ইয়াফতান পায়ান" এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অন্য ১ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে গজনি প্রদেশের "দাহিক" জেলায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ৩ মুরতাদ সৈন্য।

আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটি অভিযান শেষে তালেবান মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুর গনিমত লাভ করেছেন।

খোরাসান | আফগান ছাড়লো মার্কিন ন্যাশনাল গার্ডের ২০০ সদস্য

দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আফগানিস্তানে নিজেদের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে অসংখ্য নিরাপরাধ বনী আদমকে হত্যা করেছে ক্রুসেডার আমেরিকা। এতো নিরাপরাধ আফগান জনগণকে হত্যা করেও অবশেষে আফগানিস্তানে নিজেদের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি আমেরিকা। বরং পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই আফগান ছাড়ছে তারা।

গ্রাম্য আফগান তালেবান মুজাহিদদের শহিদী ও গেরিলা যুদ্ধের সামনে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় আধুনিক বিশ্বের কথিত সুপারপাওয়ার দাবীদাররা। সর্বশেষ দোহায় তালেবানদের সাথে চুক্তি মাধ্যমে আফগান ছাড়ার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করেছে তারা। কিন্তু ততক্ষণে তাদেরকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

নিজেদের পরিজয় নিশ্চিত জেনে গত বছরের শেষের দিকে দোহায় তালেবানদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বিশ সপ্তাহের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে ৫৪০০ সেনা সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আলোচক। আর ২০২১ সালের মধ্য আফগান থেকে সকল সৈন্যও উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর তা সম্পূর্ণ করতেও বাধ্য হয়েছে তারা। ফলে আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে আট হাজার ছয়শতে।

এদিকে গতকাল আফগান ছেড়ে আমেরিকায় পৌঁছেছে ক্রুসেডার মার্কিন ন্যাশনাল গার্ডের আরো ২০০ সদস্য, যারা দীর্ঘ এই যুদ্ধে আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে কাজ করছিলো।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্টের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধ হলো আফগানিস্তান যুদ্ধ। দেশটিতে দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে শুধু মার্কিন সৈন্যই অবস্থান করেছিলো এক লক্ষাধিক, সাথে ছিল আরো কয়েকগুণ বেশি ন্যাটো জোটের সেনাবাহিনী।

সোমালিয়া | আল শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ২টি মোটরবাইক ও ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় কমপক্ষে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, ১৬ আগস্ট রবিবার সকালে সোমালিয়ার শাবলী সুফলা রাজ্যের ওয়ার্মাহান অঞ্চলে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং অন্য ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

মুজাহিদগণ এই অভিযান শেষে মুরতাদ বাহিনী থেকে ২টি মোটরবাইক ও ২টি ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্

একইদিন সকালে রাজধানী মোগাদিশুর "হাদান" জেলায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত অপর এক হামলায় নিহত হয়েছে দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার এক সদস্য।

ফটো রিপোর্ট | কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালাচ্ছেন আল কায়েদা মুজাহিদিন

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক জোটের অন্যতম কুর্দি জিহাদী গ্রুপ "আনসার আল-ইসলাম" এর মুজাহিদিন বিভিন্নধরণের অস্ত্রদ্বারা কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। যার কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন "আল-আনসার" মিডিয়া কর্মীগণ।

https://alfirdaws.org/2020/08/16/41320/

ভারতের মুসলিমরা কতটুকু স্বাধীন?

ভারতে গতো শনিবার (১৫ আগস্ট) পালিত হয়েছে ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস। এখন প্রশ্ন হলো ভারতের মুসলমানেরা কতটুকু স্বাধীন? যেই দেশে মুসলমানদের খাওয়ার স্বাধীনতা নেই সেখানে একজন মুসলিম হয়ে কিভাবে নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে? (মুসলমানরা গরুর মাংস খেলে বা খাওয়ার সন্দেহ হলে হত্যা করা হয়)
যেই দেশে মুসলমানদের বাকস্বাধীনতা নেই সেখানে একজন মুসলিম হয়ে কিভাবে নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে? স্বাধীনতা পালন করতে পারে ? (ডঃ কাফিল খানসহ অনেক মুসলিম CAAবিলের বিরোধিতা করায় এখনও জেল খাটছে)অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেই দেশে মুসলমানদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা নেই সেখানে একজন মুসলিম হয়ে কিভাবে নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে?

যেই দেশে মুসলমাদের ঐতিহাসিক ৫০০ বছরের বাববি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির তৈরি করা হয় সেখানে একজন মুসলিম যুবক হয়ে কিভাবে নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে?

যেই দেশে মুসলিম সংখ্যাগুরু একটা রাজ্যে (কাশ্মীর) ঈদের নামাজ পড়তে দেওয়া হয়না মানুষকে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়,অন্যায়ভাবে মুসলিমদেরকে হত্যা করা হয়। মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। সেখানে মালাউনরা স্বাধীনতা পালন করলেও কোন মুসলমান কি নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে?

যেই দেশকে বর্তমান হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি মুসলিম মুক্ত হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে কি কোন মুসলিম স্বাধীন হওয়ার দাবি করতে পারে?

লেখক: উসামা মাহমুদ, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

শাম | নুসাইরী শিয়াদের হামলায় ১৬ বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত

সিরিয়ার দুটি এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর পরিচালিত হামলায় কমপক্ষে ১৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন।

সিরিয়ান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো রিপোর্ট অনুযায়ী, ইদলিব সিটির "তিল-জা'আফার ও খান শাইখুন" এলাকা দুটিতে ১৫ আগস্ট সকাল থেকে ব্যাপকহারে বোমা হামলা চালাতে শুরু করেছে আসাদ সরকারের মুরতাদ নুসাইরী বাহিনী, এখন পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী মুরতাদ বাহিনীর বোমা হামলায় ৪ জন নিরাপরাধ বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরো ৫ জন আহত হয়েছেন।

অপরদিকে হালাব সিটির "জারাবুলুস" শহরে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় নিহত ও আহত হয়েছেন আরো ৭ জন বেসামরিক নাগরিক।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় পুলিশের প্রধান কনস্টেবল নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম হিজবুল আহরার এর জানবাজ মুজাহিদদের এক হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর পুলিশ প্রধান কনস্টেবল নিহত হয়েছে।

হিজবুল আহরার এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম আবদুল আজিজ ইউসুফজাই হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ১৪ আগস্ট শুক্রবার আহরারের টার্গেট কিলার মুজাহিদিনরা করাচির "কারিমাবাদ" ফ্লাইওভার এলাকার কাছে দেশটির মুরতাদ পুলিশের হেড কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে পুলিশের উক্ত হেড কনস্টেবল ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

তিনি আরো জানান যে, পুলিশের উক্ত প্রধান কনস্টেবল "মোহাম্মদ আলী" যখন মুরতাদ সরকারের জন্য নিজের দায়িত্ব পালন করছিল, তখনই মুজাহিদগণ তাকে লক্ষ্য করে হামলাটি চালিয়েছেন।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৫ সৈন্য নিহত, আহত আরো ৬ সৈন্য

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাকিতায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ১৪ আগস্ট শুক্রবার রাতে আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী তিরিনকোটের "পাই নাভীর" এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো সেন্টারে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৫ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি মোটরসাইকেল।

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনী থেকে ২টি ঘাঁটি ও ৩টি চৌকি বিজয় করেছেন তালেবান, নিহত ১৩ এরও অধিক কাবুল সেনা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের এক হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমপক্ষে ১৩ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিজয় করেছেন ২টি ঘাঁটি ও ৩টি চৌকি।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ ১৫ আগস্ট তাঁর এক টুইটার বার্তায় জানান যে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত রাতে দাইকুন্দি প্রদেশের গিজাব জেলার "জয়ন দারা" এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর তিনটি চৌকি এবং দুটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন। মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ উক্ত ঘাঁটি ও চৌকিসমূহ বিজয় করে নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ১৩ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো কত। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র।

হামলার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, কাবুল প্রশাসনের সৈন্যরা এসকল চৌকি ও ঘাঁটিগুলো থেকে প্রতিরাতে রাস্তায় নেমে আসত। আর বেসামরিক লোকদের চুরি ও লুট করত। যার ফলে মুজাহিদগণ চৌকি ও ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছেন।

১৫ই আগস্ট, ২০২০

কাশ্মীর | মালাউনদের কনভয়ে স্বাধীনতাকামীদের হামলা, নিহত ২ পুলিশকর্মী, আহত এক

ভারত জুড়ে যখন চলছে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি। ঠিক সেই মূহুর্তেই মালাউনদের উপর হামলা করে বসলেন কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীরা।

গত শুক্রবার সকালে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতীয় মালাউন পুলিশের কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালান স্বাধীনতাকামীরা। তাতে দুই মালাউন পুলিশকর্মী নিহত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে আরো এক মালাউন।

দেশটির মালাউন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ আগস্ট শুক্রবার সকালে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নওগাম বাইপাসের উপর নাকা-তল্লাশি চালাচ্ছিল হিন্দুত্ববাদী ভারতের মালাউন পুলিশের একটি দল। সেইসময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন মুক্তিকামীরা। এতে গুরুতর জখম হয় মালাউনদের তিন পুলিশকর্মী। পরে আহত অবস্থায় তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানেই মৃত্যু হয় দুই মালাউন পুলিশ সদস্যের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন তৃতীয় এক মালাউন।

নিহত দুই পুলিশকর্মী এবং হাসপাতালে ভর্তি থাকা পুলিশ আইআরপি-র ২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিল। হামলার পর কাশ্মীরে অবস্থানরত দখলদার জোন পুলিশের তরফ থেকে এক টুইটারে বলা হয়েছে, "নওগাম বাইপাসের কাছে পুলিশবাহিনীর উপর গুলি চালায় মুক্তিকামীরা। তাতে তিন মালাউন গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের মধ্যে দুই মালাউনের মৃত্যু হয়।

কাদা মেখে শাঁখ বাজিয়ে করোনা দূর করার দাবি নির্বোধ বিজেপি নেতার

শরীরে কাদা মেখে, শাঁখ বাজিয়ে নভেল করোনাভাইরাসের মতো রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরি করা যায় বলে দাবি করেছেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির এমপি সুখবীর সিং জাউনাপুরিয়া। নিজে এমন কাজ করে ফেইসবুকে ভিডিও পোস্ট দিয়েছেন রাজস্থানের সাওয়াই মধুপুরের এই রাজনীতিবিদ।

ভিডিওতে দেখা গেছে, তিনি সারা শরীরের কাদা মেখে শাঁখ বাজাচ্ছেন। বলছেন, 'এই সময় কিডনি ও ফুসফুসের কার্যকারিতা যাচাই করা দরকার। আর তাই শাখ বাজাতে হবে।'

তার দাবি, 'করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। আর ওষুধ খেয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে না। বাড়াতে হবে প্রাকৃতিক উপায়ে।'

'বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। কাদায় বসে পড়তে হবে। সাইকেল চালাতে হবে। শাঁখ বাজাতে হবে। দেশি খাবার খেতে হবে। তাহলেই আর ওষুধ খেতে হবে না।'

যারা এসব করতে ভয় পান তাদের তিনি সাওয়াই মধুপুরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, 'আমি নিজে তাদের সঙ্গে কাদায় নেমে পড়ব। বৃষ্টিতে ভিজব।'

এবার ভারতীয়দের নেপাল প্রবেশে কড়াকড়ি

সীমান্ত নিয়ে নেপাল-ভারত উত্তেজনা চলছিলো বেশ কিছুদিন ধরেই। তার আঁচ ভালোই পাওয়া যাচ্ছিলো দুই দেশের সরকারের কথাবার্তা ও আচরণে। তার মধ্যেই এবার নেপালে ভারতীয়দের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করলো নেপাল সরকার।

মূলত এতদিন পর্যন্ত নেপালে প্রবেশ করতে ভারতীয়দের কোন প্রকার বাধা ছিল না। কোনো প্রকার কাগজপত্র ছাড়াই প্রবেশ করতে পারতেন ভারতীয় নাগরিকরা। তবে এখন থেকে নেপালে প্রবেশ করতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে ভারতীয়দের।

নেপাল ভ্রমণে এতদিন ভারতীয় নাগরিকদের কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। নেপালের অর্থনীতির মূল ভিত্তি পর্যটন। প্রতি বছর ভারত থেকে কয়েক হাজার পর্যটক নেপালে ঘুরতে যান। নেপাল অবশ্য ভারতীয়দের প্রবেশে এখনো কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি।

তবে, এখন থেকে ভারতীয়দের নেপালে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি শর্ত অবশ্যই মানতে হবে। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে কেপি শর্মা ওলির সরকার।

নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাম বাহাদুর থাপা জানিয়েছেন, করোনা থেকে সুরক্ষায় প্রশাসন এখন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে। তাই ভারত থেকে কারা নেপালে আসছেন তার রেকর্ড রাখা জরুরি। ভারতীয়দের নেপাল ভ্রমণে বিধিনিষেধ থাকছে না। তবে নেপালে প্রবেশ করার আগে এখন থেকে ভারতীয়দের বাধ্যতামূলকভাবে আইডি কার্ড দেখাতে হবে।

এর আগে নেপালের প্রধানমন্ত্রী তাদের দেশে করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলেন। আর এবার ভারতীয়দের জন্য নেপাল প্রবেশে চাপানো হল শর্ত।

৭৮ কিলোমিটার লম্বা কৈলাশ মানস-সরোবর রোড নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই রাস্তায় একটি ব্রিজ নির্মাণ করেছে ভারত। ওই রাস্তার শেষে নির্মিত ব্রিজ ধারচুলা, লিপুলেখের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করবে।

মে মাসে সেই ব্রিজ উদ্বোধনে গিয়েছিলেন ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তারপর থেকেই নেপালের মুখ ভার। নেপালের দাবি, লিপুলেখসহ ওই এলাকার তিনটি ভূখণ্ড তাদের। এরপরই ওই ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছিল নেপাল।

উত্তেজনার মাঝে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলি আবার বলে বসেন, অযোধ্যা আসলে নেপালে অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্রও ছিলেন নেপালের বাসিন্দা।

সূত্র: জিনিউজ

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানের পৃথক স্থানে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমপক্ষে ১৪ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে পাকতিয়া প্রদেশে মুজাহিদদের অপর এক হামলায় নিহত হয়েছে আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।

এছাড়াও বলখ প্রদেশে মুজাহিদিনের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে ফারয়াব প্রদেশে দুপুরবেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় ৪ সৈন্য নিহত এবং কতক আহত হয়েছে।

এদিকে নিমরোজ প্রদেশে মুজাহিদদের পরিচালিত অপর একটি হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের আরো ২ সেনা সদস্য।

পাকিস্তান | টিটিপি মুজাহিদিনের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান(টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় কমপক্ষে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্‌ জানিয়েছেন, শুক্রবার পাকিস্তানের দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে মুজাহিদগণ এই হামলা চালিয়েছেন।

এরমধ্যে ওয়াজিরিস্তানের শাউয়াল সীমান্ত এলাকায় ওইদিন আসরের সময় মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে কামান হামলা চালান মুজাহিদিন। হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

অন্যদিকে মুজাহিদিনের একটি রিমোট মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয় আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।

এছাড়াও ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর পোস্ট লক্ষ করে একটি রকেট হামলাও চালিয়েছেন মুজাহিদিন। হামলায় শত্রুবাহিনীর হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি।

সোমালিয়া | রাজধানীতে আল-শাবাব মুজাহিদিনের ১৩ বোমা হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ১৩টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্য মতে, বৃহস্পতিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বিভিন্ন স্থানে ১৩টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদগণ ওয়াডজার, ওয়াবরি, হ্যাডেন, শিবেস, কারান, দয়নিলি, ইয়াকশিদ এবং জার্সবালি শহরগুলোতে অবস্থিত সরকারি মিলিশিয়ার ব্যারাক, সামরিক কেন্দ্র এবং সামরিক বাহিনীর জমায়েত হওয়ার স্থানগুলো লক্ষ করে এই হামলা পরিচালনা করেছেন।

হামলায় সোমালিয় মুরতাদ মিলিশিয়ার বেশকিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর সামরিক স্থাপনা ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

খোরাসান | তালেবানের হাতে ২৪ কাবুল সেনা সদস্যের আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানে সরকারি বাহিনীর ২৪ সেনা ও পুলিশ সদস্য ইমারতে ইসলামিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, আত্মসমর্পণকারী এসকল সৈন্য ও পুলিশ সদস্য বাগলান প্রদেশের পুল-এ-খুমরি জেলা থেকে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

আত্মসমর্পণকারী এসব সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মুজাহিদিনের সাথে মিলিত হওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় একাধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

সাবাত নিউজের বরাতে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার মালির কাইদাল রাজ্যে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এই সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। এতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একাধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

১৪ই আগস্ট, ২০২০

আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঠাঁই পাচ্ছে না গৃহহীনরা

রাজনৈতিক দলাদলির আর এলাকায় আধিপত্য ধরে রাখার লড়াই, সেই সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সদিচ্ছার অভাবে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে ঠাঁই পাচ্ছে না প্রকৃত ঘরহীন মানুষেরা। এতে করে ভেস্তে যেতে বসেছে সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার খাসরাজবাড়ি ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের (গুচ্ছগ্রামের) কার্যক্রম।

ইউপি সদস্যদের অজ্ঞতা আর অনীহার কারণে সুবিধাভোগী নির্বাচনে প্রভাব খাটাচ্ছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এতে করে সম্প্রতি নেতাদের দুই দলের মধ্যে মারামারির ঘটনাও ঘটেছে। অথচ নেতারা যাদের নাম ঘর বরাদ্দপ্রাপ্তির জন্যে পাঠান তাদের অনেকেই সেই ঘরে বাস করেন না। অনেকে সেই ঘরকে নিজেদের জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করছেন। আবার এমন অনেকেই আছেন যাদের নামে ঘর বরাদ্দ নিয়ে দখল করে রেখেছেন অন্য লোক। আবার একই পরিবারের ভাই, বোন, শ্যালিকার নামেও এই ঘর বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে। ঘর বরাদ্দপ্রাপ্তদের অনেকেরই নিজস্ব জমি ও ঘরবাড়ি রয়েছে। এমন হাজারো অভিযোগের কারণে স্থবির হয়ে পড়েছে কাজিপুরের খাসরাজবাড়ি ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এই প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে গত মাসে তিনবার যমুনার মাঝে জেগে ওঠা চরের খাসরাজবাড়ি ইউনিয়নে গিয়েছেন কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এই সমস্যা সমাধানে তিনি জনপ্রতিনিধিদের ডেকে অনুরোধ করেছেন সঠিক তালিকা দিতে। কিন্তু ইউপি সদস্যগণ অথবা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের একপক্ষ যে তালিকা দেন অন্য পক্ষ তাতে নানা অনিয়মের বিষয় তুলে ধরেন। কিন্তু এখনও কোনো সুরাহা তো হয়-ই-নি বরং এ নিয়ে গত শনিবার খাসরাজবাড়ী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোতাহারের লোকজনের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। এমন তথ্যই জানা গেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সূত্রে। আর এই গ্যাঁড়াকলে পড়ে প্রকৃত ঘরহীন পরিবারগুলো এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাহিদ হাসান সিদ্দিকী জানান, বার বার তাগাদা দিয়ে যে তালিকা পাই সে তালিকার লোকদের সম্পর্কে ওই ইউনিয়নের একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেন। সূত্র: কালের কণ্ঠ

রাজশাহী রেঞ্জের এসপির বিরুদ্ধে এবার চাঁদাবাজির মামলা

পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) বেলায়েত হোসেনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকা মহানগর হাকিম দিদার হোসেনের আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

গোলাম মোস্তফা নামের এক ব্যবসায়ী মামলাটি দায়ের করেছেন। এসপি বেলায়েত হোসেন পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) কার্যালয়ে কর্মরত।

আদালতের হাকিম দিদার হোসেন মামলাটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, নিকটাত্মীয় ড. জাবেদ পাটোয়ারীর অফিসে দুবছর আগে বেলায়েতের সঙ্গে বাদীর পরিচয় হয়। সেই সুবাদে তার সঙ্গে বাদীর সম্পর্ক ভালো হয়। বাদীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অর্থের প্রতি আসামির কুনজর পড়ে। ২০১৯ সালের ১১ আগস্ট বাদীর বাবার কাছ থেকে নিয়ে বেলায়েতকে ৫ লাখ টাকা ঋণ দেন। পরে ঋণের টাকা বেলায়েত চেকের মাধ্যমে ফেরত দেন।

২০২০ সালের ৪ এপ্রিল বেলায়েত বাদীর বাবাকে ফোন করে বলেন, ৫ লাখ টাকা না দিলে তার ছেলের (বাদী) অসুবিধা হবে। পরে বাদীর বাবা ৫ লাখ টাকার একটি চেক আসামিকে দেন। ১০ এপ্রিল বাদীর বাবা ও সাক্ষী কথা বলে জানতে পারেন, ব্ল্যাকমেইল করে চেকটি আসামি নিয়ে যায়।

৮ আগস্ট বেলায়েতসহ অজ্ঞাতনামা ১৫-১৬ জন ডিবি নামধারী পুলিশ পরিচয় দিয়ে বাদীর বাসায় প্রবেশ করে ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা না দিলে অস্ত্র মামলায় ফাঁসানো হবে এবং নারায়ণগঞ্জের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত নিয়ে জরিমানাসহ জেলে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, এ অবস্থায় বাদী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং বারবার আসামি বেলায়েতকে বলেন, 'আপনি আমাদের কাছের লোক, কী বলছেন?' তখন আসামি বেলায়েত অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং টাকা দিতে না পারায় মারপিট করে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করে অন্যায় ও বেআইনিভাবে মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে বাদীকে ২৫ লাখ টাকা দিতে বলেন। নতুবা 'ক্রসফায়ার' অথবা ফেনসিডিলসহ অস্ত্র দিয়ে মামলা দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন। তখন বাদী সাড়ে তিন লাখ টাকা আসামি বেলায়েতের হাতে তুলে দেন এবং ১০ আগস্ট আরও ৫০ হাজার টাকা দেন। আসামির সঙ্গে ১৫ লাখ টাকায় রফা-দফা করে বাদীর বাবা ৫ লাখ টাকার চেক দিয়ে সমন্বয় করেন। আরও ৬ লাখ টাকা সাত দিনের মধ্যে দিতে বলেন। তা না হলে বাদীর ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন বেলায়েত।

এ ব্যাপারে কথা বলতে এসপি বেলায়েত হোসেনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। আমাদের সময়

শরিয়ত সম্মত বিয়ে ভেঙে দিলো আওয়ামী প্রশাসন

কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের বংশীপাড়ার এক যুবকের সাথে তারই মামাতো বোন আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ গ্রামের বাসিন্দা ও নবম শ্রেণির ছাত্রীর বুধবার দুপুরে বরের বাড়িতে হওয়ার কথা ছিলো।

কনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন করলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভয় আছে- এই শঙ্কায় কনেকে একদিন আগেই বরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরে বুধবার দুপুরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

হাসিবা খাঁন পুলিশ নিয়ে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হন। তখন পালিয়ে যায় বর, কনেসহ বাড়ির সবাই। এভাবেই একের পর এক ইসলামিক বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে তাগুত বাহিনী।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মেয়র ও গোয়েন্দা অফিসারসহ ৬ মুরতাদ সদস্য নিহত

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় এক মেয়র ও অন্য এক গোয়েন্দা অফিসারসহ মোট ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

"শাহাদাহ্ নিউজ" এর বরাতে জানা গেছে, গত ১২ আগস্ট বুধবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "ওয়াবারী" শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে সোমালিয় মুরতাদ সরকারের সুরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের "লেফটেন্যান্ট কর্নেল" পদে থাকা এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়, এবং তার দুই দেহরক্ষী গুরুতর আহত হয়।

অন্যদিকে সোমালিয়ার বালদাইন রাজ্যের "হোটাকু" জেলার ডেপুটি মেয়র "গিলি গার্নি আবদালি" কে টার্গেট করেও একটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে উক্ত মেয়র ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এমনিভাবে দক্ষিণ যুবা রাজ্যের কিসমায়ো উপশহরের "পারসঙ্গনি" এলাকায় একটি মিলিশিয়া চৌকিতেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে দুই সরকারি মিলিশিয়া সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি মুসলিম পরিবারকে গুহায়ও থাকতে দিচ্ছে না সন্ত্রাসী ইসরাইল

ফিলিস্তিনি মুসলিম আহমেদ আমারনাহ, বয়স ৩০। পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। বহুদিন ধরেই নিজের পরিবারের সঙ্গে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের ফারাসিন গ্রামে একটি পাহাড়ি গুহায় বাস করেন তিনি। কিন্তু ইসরাইল এখন বলছে, তাদের এই ঘর অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে। তাই এটা ভেঙে দেয়া হবে। বাড়ি ভেঙে দিতে ইতিমধ্যে একটি নোটিশও জারি করেছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। তবে ইসরাইলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন আহমেদ।

শুধু আহমেদ আমারনাহের বাড়িই নয়। দখলকৃত পশ্চিম তীরের বহু পরিবারের ঘরবাড়িই ভেঙে দেয়া হয়েছে। আবার অনেককেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার বলছে, এখন থেকে এই অঞ্চলে নতুন কোনো বাড়ি নির্মাণ করতে অবশ্যই ইসরাইলের অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া ইতমধ্যে যেসব বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোও গুঁড়িয়ে দেয়া হবে।

আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ ও নিষিদ্ধ হলেও ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্য পুরো এলাকা জবরদখলের চেষ্টা করছে ইসরাইল।

ইসরাইলের এই দখল দারিত্বের কারণে আহমেদ ও তার মতো অনেকেই ধরেই নিয়েছেন, এরিয়া-সি এলাকায় বাড়ি নির্মাণের অনুমতি তারা কখনই পাবে না। আর তাই ফারাসিন গ্রামের একপ্রান্তে পাহাড়ি এলাকার একটি প্রাকৃতিক গুহায় পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন আহমেদ। তিনি মনে করেছিলেন, গুহা যেহেতু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাই ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে না যে, এটা অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া ওই গুহাটি তার নামেই রেজিস্ট্রি করে দিতে সম্মত হয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখানেও জোর-জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করতে চাইছে ইসরাইলিরা।

আহমেদ তার গুহাবাড়ির মুখ একটি পাথর দিয়ে আটকে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে একটি কাঠের দরজা সেট করেছেন। এরপর গুহাটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। একটি রান্নাঘর, পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য একটি থাকার ঘর আর নিজের ও স্ত্রীর জন্য একটি আলাদা ঘর বানিয়ে নিয়েছেন। অতিথির জন্য একটি বসার জায়গাও রয়েছে গুহার মধ্যে।

মা-বাবা আর স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে গত দেড় বছর ভালোই চলছিল তার সংসার। কিন্তু জুলাই মাসেই তার এই সাজানো-গোছানো গুহাবাড়ি ভেঙে দেয়ার জন্য ইসরাইলের পক্ষ থেকে নোটিশ জারি করা হয়। আহমেদ একা নন, ফারাসিন গ্রামের অন্তত ২০টি পরিবারকে একই নোটিশ দেয়া হয়েছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের দায়িত্বে থাকা ইসরাইলি সামরিক শাখা সিওজিএটি বলেছে, ফারাসিন গ্রামের কয়েকটি বাড়িকে ভেঙে ফেলার নোটিশ দেয়া হয়েছে। কারণ ওই অবকাঠামোগুলো 'যথার্থ কর্তৃপক্ষে অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।'

নোটিশের ব্যাপারে আহমেদ বলেছেন, 'অবৈধভাবে নির্মাণের কথা শুনে তিনি বেশ অবাক হন। তার ভাষায়, 'ওই গুহা আমি নিজে তৈরি করিনি। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এটা এখানেই ছিল।

আহমেদ আরও বলেন, 'আমার ঠিক বোধগম্য নয়, তারা (ইসরাইল) কিভাবে আমাকে এই গুহায় বসবাস করা বাধা দিতে পারে। প্রাণীরাও গুহায় বাস করে আর তাদেরকে কেউই বের করে দিতে পারে না। তাহলে তারাও আমার সঙ্গে প্রাণীর মতোই আচরণ করুক। আমি এই গুহাতেই থাকবো।'

ফিলিস্তিনিদের নিজ বাড়ি নিজেই ভাঙতে বাধ্য করেছে ইহুদীরা,শিশুদের কান্না

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক অবৈধভাবে পূর্ব জেরুসালেমের এক ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাদের নিজের বাড়ি ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে।

ইসরাইলের আদালত এই জঘন্য রায় প্রদান করে। কুদুস নিউজের বরাতে মিডলইস্ট মনিটর এই খবর নিশ্চিত করেন।

রায়ে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি বাসিন্দা ইবরাহীম আবু সাইবা তার নিজ বাড়ি নিজেই ভেঙে ফেলতে হবে। রায় অমান্য করলে গুনতে হবে মোটা অংকের জরিমানা এবং দিতে হবে বাড়ি ভাঙার খরচও।

রায় সম্পর্কে আদালত বলছেন, বাড়িটি অনুমতি ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ ওই এলাকায় ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বাড়ি নির্মাণের অনুমতি পাওয়া অসম্ভব।

গতো সোমবার যখন আবু সাইবার বাড়িটি ভাঙা হচ্ছিল তখন তার শিশু কন্যা কান্না করছিলো।সে বলছিলো, "আমরা এখন কোথায় যাব।" একজন বয়স্ক মহিলা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এই বলে যে, “কেঁদোনা, যারা আমাদের বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে আল্লাহ্ তাদের বিচার করবেন।” এরপর ওই শিশু কাঁদতে কাঁদতে বলেন, “আমার আল্লাহ্ ওদের বাড়িও ভেঙে দিবেন।”

উল্লেখ্য, ইসরাইল কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেমের পুরো অঞ্চলটি ইসরাইলি সামরিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে ‘এরিয়া সি’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যার ফলস্বরূপ নিয়মিতভাবে এই অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলাসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে অভিশপ্ত ইহুদিরা।

এবছর ২০২০ সালেই অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুসালেমে ফিলিস্তিনিদের ৩১৩ টি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

বানভাসি মানুষের পাশে নেই কথিত জনপ্রতিনিধিরা

দেশে এখন ভয়াবহ বন্যা চলছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৩টি জেলার লাখ লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কোথাও ডুবে গেছে ঘরবাড়ি, কোথাও ভাসমান অবস্থায় বসবাস করছেন বানভাসি মানুষ। নদীভাঙনেও বিলীন হয়ে গেছে অনেকের ঘরবাড়ি। জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা ওই সব মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই এখন দিশেহারা। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষের পাশে নেই অধিকাংশ মন্ত্রী-এমপি কিংবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। হাতেগোনা দু’চারজন জনপ্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেও সাহায্য সহযোগিতার পরিমাণ একেবারেই কম; যা দিয়ে ঠিকমতো দু’বেলা দু’মুঠো আহার জুটছে না। দিনকে দিন পেরিয়ে তাদের জীবন এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কিভাবে সামনে জীবন চলবে, আর কী দিয়ে নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ করবে বা এই বন্যার কবল থেকে কবে তারা মুক্তি পাবেÑ এসব দুশ্চিন্তায় বানভাসি মানুষের মধ্যে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশের ৩৩টি জেলা এখন বন্যাকবলিত। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ,

নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৬৫টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা এক হাজার ৮৬টি। পানিবন্দী পরিবারের সংখ্যা ৯ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৩টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৫৪ লাখ ৫১ হাজার ৫৮৬ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন।

বন্যাকবলিত এলাকায় ফসলাদি, আসবাবপত্র, গবাদিপশু, ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজসহ নানা জিনিসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কারো কারো ঋণের টাকায় গড়ে তোলা মাছের ঘের ভেসে গেছে। এতে ওই সব মানুষ লাখ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এর আগে ঘূর্ণিঝড় আমফানের ভয়াবহ আঘাতে খুলনা বিভাগের বেশ কয়েকটি জেলার ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলার কয়েকটি এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। অনেক এলাকা এখনো পানির নিচে ডুবে আছে। আমফানের ধকল কাটিয়ে না উঠতেই তারা বন্যার পানিতে ভেসে গেছেন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, তারা দীর্ঘদিন বন্যায় পানিবন্দী হয়ে থাকলেও জনপ্রতিনিধিদের কোনো দেখা নেই। তারা কী খাচ্ছেন, কোথায় ঘুমাচ্ছেন, কী করবেনÑ এসব নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। বানভাসি মানুষের জন্য সরকারিভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হলেও অধিকাংশ এলাকায় সেই ত্রাণ না পাওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি নওগাঁর বাসিন্দা আবদুর রাকিবসহ তরুণ যুবকরা সেখানকার বানভাসি মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। আবদুর রাকিব বলেন, গত জুলাই থেকে এলাকায় বন্যা চলছে। বন্যাকবলিত মানুষ অনেক কষ্টে দিনযাপন করছেন। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এ পর্যন্ত তাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে দেখিনি। তবে সরকারিভাবে ১০ কেজি করে চাল দেয়া হচ্ছে বলে জানতে পেরেছি। এটাও তো পর্যাপ্ত নয়।

এ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রাজনীতি বিশ্লেষক ড. তারেক শামসুর রেহমান বলেন, বিভিন্ন কারণে সর্বত্র হতাশা কাজ করছে। বন্যা, করোনা বা চলমান রাজনীতি যেটাই হোক না কেন, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সভার মধ্যে একটি হতাশা কাজ করছে। আমি মনে করি, এই হতাশা থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উৎসাহ উদ্দীপনা তারা হারিয়ে ফেলছে। তিনি বলেন, যারা ব্যবসায়ী কাম রাজনীতিবিদ দেশের এই পরিস্থিতিতে তারা মনে করছে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদরা এখন পুরো রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে না। অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে, তারাই পার্লামেন্টে যাচ্ছে; যাদের সাথে মাঠের মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই, অতীতেও জনগণের সাথে এসব মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। নয়া দিগন্ত

১৩ই আগস্ট, ২০২০

খোরাসান | তালেবান নিয়ন্ত্রিত লোগার প্রদেশের "চারখ" জেলার দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রিত লোগার প্রদেশের "চারখ" জেলার কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন "আল-ইমারাহ্ স্টুডিও" এর কর্মীগণ।

https://alfirdaws.org/2020/08/13/41248/

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ডজনখানেক মুরতাদ সৈন্য নিহত, একটি সামরিকযান ধ্বংস

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক অন্যতম শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" (একিউএপি) এর মুজাহিদদের এক হামলায় ডজনখানেক মুরতাদ হুতী সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হয়েছে।

"একিউএপি" সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত ১১ আগস্ট ইয়ামানের "কাইফা" শহরে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুতী (শিয়া) বিদ্রোহীদের উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা "একিউএপি" এর জানবাজ মুজাহিদিন। কয়েক ঘন্টা যাবৎ মুরতাদ হুতী বিদ্রোহী ও আল-কায়েদা মুজাহিদদের মাঝে এই লড়াই চলতে থাকে।

যার ফলে মুজাহিদদের হাতে কয়েক ডজন সৈন্য মুরতাদ হুতী বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি "বিএমপি" সামরিকযানও।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ৪ সেনা সদস্য

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিকট সোমালিয় সরকারি বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে।

হারাকাতুশ শাবাব এর অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম "শাহাদাহ্ নিউজ" থেকে জানা গেছে, ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় জালাজদুদ রাজ্যের "আইল-বুরী" শহর হতে ৪ সোমালিয় সেনা সদস্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, যারা সত্য জানার পর সরকারি বাহিনী ত্যাগ করে মুজাহিদদের কাছে সেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের সামরিক ঘাঁটি বিজয়, ৩৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সামরিক ঘাঁটি বিজয় করে নিয়েছেন।

শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম "শাহাদাহ্ নিউজ" জানিয়েছে, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের "বা'আদুইন" শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

১২ আগস্ট বুধবার, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১৫ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো ১০ এরও অধিক। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়নের সময় ৯ মুরতাদ সৈন্যের মৃত দেহ ঘাঁটিতে ফেলে রেখেই পলায়ন করে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২টি গাড়িসহ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র।

ঘাঁটি ছেড়ে মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটির উপর তাওহিদী পতাকা উত্তোলন করেন, যুক্ত করেন ইসলামী ইমারতের অধীনে আরো একটি সামরিক ঘাঁটি।

একই শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি নিহত হয়েছে ৫ সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৭ এরও অধিক। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২টি ক্লাশিনকোভ।

সোমালিয়া | আশ-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে ৯ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

"শাহাদাহ্ নিউজ" এর তথ্য মতে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ১২ আগস্ট বুধবার সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের "বুলোগদুদ" এলাকার কাছে উক্ত সফল অভিযানটি চালান মুজাহিদগণ।

এতে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে গনিমত লাভ করেছেন ২টি ক্লাশিনকোভ।

১২ই আগস্ট, ২০২০

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক গাড়িতে শহিদী হামলা, কর্নেলসহ ৩ এরও অধিক সৈন্য নিহত, আহত অনেক

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শমরাই সীমান্ত এলাকার ওয়ান রোডে নাপাক বাহিনীর সামরিক গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল শহীদ হামলা পরিচালনা করা হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, শমরাই সীমান্ত এলাকার ওয়ান রোডে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সামরিক গাড়ি লক্ষ্য করে "টিটিপির" মুজাহিদদের পরিচালিত শহিদী হামলায় মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি ঘটনাস্থলেই গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এসময় উক্ত গাড়িতে ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেলসহ অন্যান্য অনেক মুরতাদ সৈন্য উপস্থিত ছিল। আম্মার আলী নামক এক ব্রিগেডিয়ার তার মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছে, ৩ সেনা কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। আর বাকি সৈন্যরা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমালিয়া | আল-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে ৯ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

"শাহাদাহ্ নিউজ" এর তথ্য মতে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ১২ আগস্ট বুধবার সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের "বুলোগদুদ" এলাকার কাছে উক্ত সফল অভিযানটি চালান মুজাহিদগণ।

এতে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে গনিমত লাভ করেছেন ২টি ক্লাশিনকোভ।

মালি | মুরতাদ বাহিনীর কারাগারে মুজাহিদদের হামলা, নিহত ৫৬ এরও অধিক

সম্প্রতি ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর কারাগারগুলোতে হামলা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে "আফ্রিকা ইনফো" তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছে, গত ১১ আগস্ট মঙ্গলবার মধ্য মালির "কিম্বরানা" অঞ্চলে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি কারাগারে হামলা চালিয়েছে। এতে এক জেনারেলসহ অন্য এক কারারক্ষী নিহত হয়েছিল।

একই সূত্র মতে গত ১০ আগস্ট রাতে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা "জেন্ডারমারি" কারাগারে একযোগে হামলা চালিয়েছিল, এসময় সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা "জেন্ডারমারি" কারাগারের সদর দফতরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কারাগারে হামলা চালিয়ে তারা ৫ জন বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

এর আগে গত ২ আগস্ট, "সাগো" রাজ্যের নিয়োনো জেলার একটি কারাগারে দুই দফায় হামলা চালায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা, এসময় তাদের হামলায় ৫ সেনা নিহত ও আরো ৫ সেনা আহত হয়েছিল।

এদিকে জুনের মাঝামাঝি সময়ে, "বুকা ভের" শহরের একটি কারাগারে আক্রমণ চালিয়ে ২৪ মালিয়ান সেনাকে হত্যা করা হয়েছিল। এর আগে গত ২৬শে জানুয়ারী মধ্য মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর "সোকল্লু" শিবিরে আক্রমণ করা হয়েছিল, এতে ২০ সেনা নিহত হয়েছিল।

গত ১০ ও ১১ আগস্টের হামলা দুটি বাধে বাকি হামলাগুলোর দায় স্বীকার করেছিল আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন"। ধারণা করা হচ্ছে বাকি দুটি হামলাও আল-কায়েদা যোদ্ধারাই পরিচালনা করেছেন, কেননা তারা কৌশলগত কারণে হামলা পরিচালনার কিছুদিন পর হামলার দায় স্বীকার করে থাকেন।

সোমালিয়া | রাজধানী মোগাদিশুর কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘর্ষ, নিহত ২০ সেনা সদস্য, পলায়ন করেছে কয়েক ডজন বন্দী

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে দেশটির মুরতাদ সরকারের বৃহত্তম কারাগারটিতে সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

গত ১০ আগস্ট সোমবার, পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি মুরতাদ সরকারের মুখপাত্র "মুখতার অরুঙ্গু" কারাবন্দী ও কারাগারের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, একজন কারাবন্দী প্রথমে কারাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করতে সফল হয়েছিল, তারপরেই বন্দিরা কারাগারের বাকী স্থানগুলোতে অভিযান চালায়।

সংঘর্ষের বাস্তবতা এখনও স্পষ্ট করা যায়নি, সোমালি সরকারী বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, সংঘর্ষে ৫ উচ্চপদস্থ সরকারি বাহিনীর সদস্যসহ কমপক্ষে ২০ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। বিপরীতে কয়েক ডজন বন্দী কারাগার থেকে পলায়ন করতেও সফল হয়েছে।

বন্দিরা কীভাবে অস্ত্র পেয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত চলছে।

সোমবারের এই ঘটনা মুরতাদ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত বিব্রতকর, কারণ সোমালিয়ার বৃহত্তম এই কারাগারটি সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের পাশাপাশি দখলদার তুর্কি বাহিনী দ্বারা রক্ষিত ছিল।

নিখোঁজ তিন কাশ্মিরিকে হত্যা করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী

কাশ্মিরে নিখোঁজ তিন তরুণের পরিবারের অভিযোগ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাজানো অভিযানে তারা নিহত হয়েছেন। গত ১৮ জুলাই দক্ষিণাঞ্চলীয় সোপিয়ান জেলায় এক অভিযানে নিহতদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ওই তরুণদের শনাক্ত করে তাদের পরিবারের সদস্যরা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দাবি, ওই অভিযানে নিহতরা পাকিস্তানি সন্ত্রাসী। তবে পরিবারের দাবি, কাজের খোঁজে বের হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই তরুণেরা নিখোঁজ ছিল। তাদের নির্দোষ প্রমাণে মোবাইল ফোনের কলরেকর্ড ও আগের আচরণ তদন্তের দাবি তুলেছেন তারা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

এ বছর কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত শতাধিক স্বাধীনতাকামীসহ অন্যান্য সাধারণ মুসলিম বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছেন।

পরিবারের সদস্যরা বলছেন, তিন চাচাতো ভাই আবরার খাটানা (১৮), ইমতিয়াজ আহমেদ (২১) ও আবরার আহমেদ (২৫) গত ১৬ জুলাই রাজৌরি জেলার বাড়ি থেকে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে যায়। তবে একদিনের মাথায় পরিবারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এই তরুণদের আরেক ভাই নাসিব খাটানা বলেন, আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি থেকে তাদের চিহ্নিত করতে পারি।

নিখোঁজ এক তরুণের বাবা মো. ইউসুফ জানান, ছেলে গত ১৭ জুলাই সর্বশেষ তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তার পরদিন থেকেই তাদের তিন ভাইয়েরই ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ছবি দেখে শনাক্ত করার পর এখন এই তরুণদের মরদেহ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

মহানবী(সা.)কে নিয়ে কটূক্তিকারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় ৩ মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় মালাউন পুলিশ

মুসলিমদের প্রাণের স্পন্দন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তিমূলক পোস্ট করেছে ভারতের বেঙ্গালুরুর কাভাল বীরসান্দ্রা এলাকার এক উগ্র মালাউন। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন নবী প্রেমী বেঙ্গালুরু মুসলিমরা। এসময় ভারতীয় মালাউন পুলিশ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে ৩ জন বিক্ষোভকারী মুসলিমকে। গ্রেফতার করা হয়েছে আরো ১১০ জনকে।

ঘটনার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) রাতে। কংগ্রেস বিধায়ক শ্রীনিবাস মূর্তির ভাইপো "নবীন" ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া-সাল্লামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ একটি পোস্ট করে। এই কুরুচিপূর্ণ পোস্টটি ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার নবী প্রেমী মুসলিম বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

এরপর ঘটনাস্থলে আসে ডিজে হাল্লি ও কেজি হাল্লি থানার মালাউন পুলিশ। সাথে নিয়ে আসা হয় ওই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী, যেন কোন রণক্ষেত্রে তারা যুদ্ধ করতে এসেছে। এসময় ভারতের হিন্দুত্ববাদী মালাউন পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করলেও, এর কিছুক্ষণ পরেই বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মালাউন পুলিশ বাহিনী।

ভারতের এনডিটিভি ও আনন্দবাজার পত্রিকার তথ্যমতে, মুসলিমরা থানায় মামলা করতে চাইলে মামলা নেয়নি মালাউন পুলিশ, বিপরীতে গুলি করে হত্যা করা হয় তিন জন বিক্ষোভকারীকে। এছাড়াও বেঙ্গালুরু মালাউন পুলিশ বাহিনী ১১০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, পোস্ট দাতার ব্যাপারে সাজানো হয়েছে অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হওয়ার গল্প।

টুইটারের এক পোস্টে বেঙ্গালুরু পুলিশ জানায়, ডিজি হাল্লি ও কেজি হাল্লিতে সংঘাত হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও গুলি ব্যবহার করেছে।

আল-আকসা মসজিদে আবারো হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল

ইসলাম ও মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ আল আকসায় আবারো হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। খবর মিডলইস্ট মনিটরের।

গত সোমবার ১০ আগস্ট আল-আকসা মসজিদে হামলা চালানোর পর মসজিদের পূর্বাংশে জড়ো হয় ইহুদিরা।

ফিলিস্তিনের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, উগ্রপন্থী ইহুদী নেতা রেডিকেল রাব্বি ইয়াহুদা গ্লিকের নেতৃত্বে ইসরাইলি বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় আল-মুগরাবী গেট দিয়ে প্রবেশ করে হামলাকারীরা। এ সময় মুসল্লিদের মসজিদে প্রবেশে বাঁধা ও হামলা চালানো হয়।

ঘৃণ্য অভিশপ্ত ইহুদীদের বর্তমান পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায় যে তারা আল-আকসা মসজিদের পূর্বাংশ নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়।

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের তীব্র হামলায় পশ্চিম ও মধ্য মালি থেকে পলায়ন করেছে আইএস সদস্যরা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গোপনে হামলা ও জানসাধারণকে নানাভাবে হায়রানী করে আসছিলো "আইএস" সন্ত্রাসীরা। বিশেষ করে তারা পশ্চিম মালি ও মধ্য মালির কিছু এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর কুফ্ফার বাহিনীকে ছেড়ে আল-কায়েদা মুজাহিদদের এলাকায় হামলা এবং এসকল এলাকার জানসাধারণকে নানাভাবে হয়রানী করতে শুরু করেছিলো এই সন্ত্রাসী গ্রুপটি।

যার ফলে গত মাসের শেষদিকে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ আইএস সন্ত্রাসীদের এসকল সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ড দমন করতে অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করেন। এবং গত ৮ আগস্ট পর্যন্ত মুজাহিদগণ আইএসদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পশ্চিম ও মাধ্য মালি থেকে আইএসদেরকে বিতাড়িত করেন, ধ্বংস করেন আইএসদের প্রকাশ্য সকল ঘাঁটি ও অবস্থানস্থলগুলো। এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছে ডজন ডজন আইএস সদস্য, মুজাহিদগণ বন্দী করেছেন আরো অর্ধশতাধিক আইএস সদস্যকে। এছাড়াও মালির বিভিন্ন স্থানে সার্চ অপারেশণ চালিয়ে মুজাহিদগণ আইএসদের অনেক গোপন আস্তানা গুড়িয়ে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

এদিকে বর্তমানে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ নাইজার ও বুর্কিনা-ফাসোতেও আইএসদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। এই অঞ্চলগুলো থেকেও আইএস সদস্যরা তাদের প্রকাশ্য ঘাঁটিগুলো ছেড়ে পলায়ন করতে শুরু করেছে। আশা করা যায় খুব দ্রুতই মুজাহিদগণ পশ্চিম আফ্রিকাকে আইএস সন্ত্রাসীদের ফেতনা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পাকিস্তান | "আইএসআই" গোয়েন্দা অফিসারদের উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত ৫, আহত আরো অনেক

হিজবুল আহরার এর মুজাহিদগণ পাকিস্তানী গোয়েন্দা অফিসারদের লক্ষ্য করে একটি সফল মোটরসাইকেল বোমা হামলা চালিয়েছে। গত ১০ আগস্ট সোমবার উক্ত হামলা চালানো হয়।

হিজবুল আহরারের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ড. আবদুল আজিজ ইউসুফজাই হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের চমন শহরের "মল" রোডে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা "আইএসআই" এর অফিসারদের টার্গেট করে মোটরবাইক বোমা হামলা চালিয়েছেন হিজবুল আহরার এর জানবাজ মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের উক্ত মোটরবাইক বোমা বিস্ফোরণে এক আইএসআই অফিসারসহ পাঁচ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য। এসময় মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

পাকিস্তান | টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় একাধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী জামা'আত "তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এর বরাতে "উমর মিডিয়া" কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ১০ আগস্ট পাকিস্তানের বাজুরএজেন্সীর "সালার্জু" সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি ক্যাম্প টার্গেট করে সফল মিসাইল হামলা চালিয়েছেন "টিটিপির" মুজাহিদগণ। যা সরাসরি মুরতাদ বাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে আঘাত হানে। যার ফলে পুরো ক্যাম্প অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

মুজাহিদগণ খুব দৃঢ়তার সাথেই বলছেন যে, উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এর আগে অর্থাৎ গত ৯ আগস্ট, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "দাতা-খাইল" সীমান্তে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকি মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ঘটনাস্থলেই ১ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

নাইজার | মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদদের হামলা, অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

নাইজারে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদা মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

"সাবাত নিউজ" এর বরাতে জানা গেছে, গত ৮ আগস্ট আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন নাইজারে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

নাইজারের পশ্চিম "বারুধী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে ঐ হামলাটি চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। যার ফলে কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে, আর বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছে।

কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি বেদখল হিন্দু প্রভাবশালীদের

রংপুরের মিঠাপুকুরে শঠিবাড়ী হাটের কোটি টাকা মূল্যের সরকারি সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেছে। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল দীর্ঘদিন ধরে দখলে রাখলেও উদ্ধারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি কেউ। অনেকটা দেখেও না দেখার ভান করেছে উপজেলা প্রশাসন। একারণে অবশিষ্ট হাটের জমিটুকুও ধীরে ধীরে বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শঠিবাড়ী গরুর হাটের মোট সম্পত্তি ৮৪ শতক। এর মধ্যে ৪৫৫ দাগে ৫৪ শতক, ৪৫৬ দাগে ৬ শতক ও ৪৭৪ দাগে ২৪ শতক জমি রয়েছে। প্রায় শত বছর ধরে ওই সম্পত্তিতে হাট বসছে নিয়মিত। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ধীরে ধীরে হাটের সম্পত্তিটুকু বেদখল করে স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। এতে হাটের জায়গা সংকুচিত হয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে ক্রেতা-বিক্রেতারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, শঠিবাড়ী গরুর হাটের ৪৫৫ ও ৪৫৬ দাগের পশ্চিম অংশে বেদখল করে হলুদ ভাঙানোর মিল, ওয়ার্ক শপ ও বারান্দা বসিয়েছে। বৌদ্ধনাথ বাবুর গেট হতে পূব পার্শ পর্যন্ত মিষ্টির কারখানা দিয়েছেন দেবাশীস ঘোষ ও সুধাংশু বাবু এবং ঘর ও বারান্দা তুলেছেন গোবিন্দ বাবু। এছাড়াও মৃত আব্দুর রহমান মাস্টার এবং সাহের মিয়ার বাড়ি ও গালামালের দোকান বসিয়ে বেদখল করা হয়েছে। ৪৭৪ দাগের দক্ষিণে পাঁচটি দোকানঘর বসিয়েছেন কানাই চন্দ্র, নিমাই চন্দ্র, সন্তোষ কুমার, আব্দুল হাকিম ও পরিতোষ। দীর্ঘদিন ধরে বেদখল থাকলেও এই হাটে রহস্যজনক কারণে উচ্ছেদ অভিযান হয়নি।

শঠিবাড়ীতে প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার বসে গরুর হাট। কিন্তু বেদখল হওয়ার ফলে হাটে জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। গরুর হাটের ব্যবসায়ী মিলন মিয়া বলেন, হাটের দিনে হাজার হাজার গরু কেনাবেচা হয় এই হাটে। অথচ বেদখল হওয়ার ফলে হাটে গরু-ছাগল রাখার জায়গা হচ্ছে না। আরেক ব্যবসায়ী আল-আমিন মিয়া বলেন, একটি প্রভাবশালী মহল হাটের কোটি টাকার মূল্যের সম্পত্তি বেদখল করার ফলে চরম ভোগান্তিতে আছি আমরা। বেদখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের অনুরোধ করেছেন তিনি। সরকারি সম্পত্তি দখলদার কানাই চন্দ্র ও নিমাই বাবু বলেন, এগুলো সরকারি সম্পত্তি, আমরা দোকানঘর তুলে ব্যবসা করছি। সরকার চাইলে জায়গা ছেড়ে দেব। কালের কণ্ঠ

শঠিবাড়ী হাট ইজারাদার নুরুল ইসলাম প্রামাণিক লালন বলেন, গরুর হাটের ৮৪ শতক সম্পত্তির মধ্যে বর্তমানে প্রায় অর্ধেকটা বেদখলে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভির সামাল দেওয়া কষ্টকর। এখানকার বেদখল হওয়া পুরো

সম্পত্তিটি উদ্ধার হলে হাটে পর্যাপ্ত জায়গা হবে। সংশ্লিষ্ট দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান তালুকদার বলেন, কিছু মানুষ সরকারি সম্পত্তি বে-দখল করে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলেছেন। এগুলো উচ্ছেদ না করলে হাটের পর্যন্ত জায়গা পাওয়া যাবে। মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন ভূইয়া বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না।

১১ই আগস্ট, ২০২০

ওসি প্রদীপের থেকে রক্ষা পায়নি মুরগির খামারও

অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খানের হত্যা মামলায় কারাগারে যাওয়া টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাস প্রায় ২ বছর আগে টেকনাফ থানায় যোগ দেওয়ার পরই ঘোষণা দিয়েছিলেন ইয়াবা কারবারিদের নির্মূল করবেন। এটা তার শপথ ছিল। ইয়াবা বড়ির আগ্রাসনকে তিনি 'ইয়াবা সন্ত্রাস' হিসেবেও অভিহিত করেন। সেই ওসি প্রদীপ ইয়াবা সন্ত্রাস নির্মূলের নামে নিজেই নতুন সন্ত্রাসের পথ তৈরি করেন। তার নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে গত এক থেকে দেড় বছরে টেকনাফে দেড় শতাধিক বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ এমনকি গাড়িতেও হামলা হয়। তার এ হামলা থেকে রক্ষা পায়নি কক্সবাজারের টেকনাফের মুরগির খামারও।

গত ৪ জুলাই কক্সবাজারের টেকনাফ মহেষখালিয়া পাড়া এলাকায় একটি মুরগির খামারে হামলা চালিয়ে খামারের মুরগি ও ডিম লুট করা হয়। এ সময় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় খামার মালিকের বাড়িতে। দাবি করা ঘুষের টাকা না পেয়ে এমন কা- ঘটায় ওসির নিয়ন্ত্রণাধীন টেকনাফ থানার বিশেষ টিম।

গতকাল সোমবার বিকালে এ ব্যাপারে মুখ খোলেন ভুক্তভোগী ওই মুরগির খামার মালিক নজির আহমদ। তিনি টেকনাফের মহেষখালিয়া পাড়ার বাসিন্দা। তিনি জানান, গত ৪ জুলাই ওসি প্রদীপের নির্দেশে পুলিশের একটি দল রাতে তার বাড়িতে এসে দরজা খুলতে বলেন। এতে রাজি না হওয়ায় পুলিশ পরের দিন এসে ঘর ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতেও মন গলেনি ঘর থেকে বের করে তার স্ত্রীকেও মারধর করে গুলি চালিয়ে চলে যায়। এ সময় পাশের ঘরে থাকা তার বৃদ্ধ মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

নজির আহমেদ আরও বলেন, এলাকার চৌকিদারের মাধ্যমে তার কাছে ৫ লাখ টাকা দাবি করা হয়। দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় পরের দিন ওসি দলবল নিয়ে তিন বন্ধুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুরগির খামারে হামলা চালায়। এতে খামারে থাকা ৩ হাজার মুরগি ও ১২ হাজার পিস ডিম লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় খামারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে খামারটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জীবন্ত পুড়ে মারা যায় মুরগি। শুধু তাই নয়, মিথ্যা মামলায়ও আসামি করা হয় নজির আহমেদকে।

নজির আহমেদের ভাষায়, লোনের মাধ্যমে এ খামার করতে গিয়ে আমরা ১০ লাখ টাকার ঋণগ্রস্ত হয়েছি। জানি না এ লোকসান কীভাবে পুষিয়ে নিতে পারব। পুলিশ এ এলাকার অনেক লোকজনের কাছ থেকে ঘুষবাণিজ্যে

করেছেন। স্থানীয়দের কাছে এ বিষয়ে আরও তথ্য পাবেন। সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এসব ঘটনার তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

স্থানীয় সৈয়দুল আলম আমাদের সময়কে বলেন, 'রাতে পুলিশের একটি দল এসে নজির আহমদের ঘরে গুলি চালিয়ে ভাঙচুর চালায়। এ সময় ঘরে থাকা লোকজনকে মারধর করেন। ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট চালায়। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ঘুষবাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। যা এলাকার অনেক লোকজন ভুক্তভোগী। ওসি প্রদীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পর এসব ভুক্তভোগী মুখ খুলতে শুরু করেছেন। আমাদের সময়

ওসি প্রদীপ দম্পতির সম্পদ হিসাব ছাড়া

আলোচিত ওসি প্রদীপ কুমার দাশের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের খোঁজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাছে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের দায়সারা একটি হিসাব দাখিল করেছিল প্রদীপ দম্পতি। কিন্তু মাঝপথে অজ্ঞাত কারণে থেমে যায় সেই অনুসন্ধান। মেজর (অব) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যামামলায় গ্রেপ্তারের পর ফের অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। এরই মধ্যে প্রভাব খাটিয়ে গড়া অবৈধ সম্পদের হিসাব এসেছে দুদকের হাতে। খুব শিগগির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন দুদকসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

তারা জানান, দুদকের কাছে দেওয়া সম্পদের হিসাব বিবরণীর বাইরে প্রদীপের নামে ও বেনামে জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত অঢেল সম্পদের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্পদ বিবরণীতে দেওয়া সম্পদের অন্তত ৫০ গুণ বেশি সম্পদের মালিক প্রদীপ ও তার স্ত্রী। নিজের নামে সামান্য কিছু সম্পদ দেখানো হলেও বেশিরভাগই স্ত্রী চুমকির নামে। ২৬ বছরের চাকরিজীবনে প্রদীপ মানুষকে ক্রসফায়ারের ভয়, ঘুষবাণিজ্য, দখলবাণিজ্যসহ বিভিন্ন অপরাধের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। টেকনাফ থানায় ওসি হিসেবে যোগ দিয়ে চোরাকারবারি-ইয়াবাকারবারিদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। প্রবাসী ও শিল্পপতিদের ইয়াবা ব্যবসায়ী সাজিয়ে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। দুদক ও এনবিআরের চোখ ফাঁকি দিতে সম্পদ দেখানো হয়েছে স্ত্রী চুমকির নামে। দুদকের চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয় ২-এর উপপরিচালক মো. মাহবুবুল আলম বলেন, প্রদীপ কুমার দাশ ও তার স্ত্রী চুমকি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তদন্ত চলছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। এ বিষয়ে দুদকের চেয়ারম্যান ও সচিব জানাবেন উল্লেখ করে বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি হননি দুদকের এ কর্মকর্তা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব চেয়ে ওসি প্রদীপ ও তার স্ত্রীর কাছে নোটিশ পাঠায় দুদক। একই বছরের মে মাসে ওসি প্রদীপ দুদকে তার বৈধ সম্পদের হিসাব জমা দেয়। সেখানে তার ও স্ত্রী নামে ৩ কোটি ৫৯ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকার সম্পদ দেখানো হয়েছে। ওই বছরের ১৮ নভেম্বর দুদক চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কর্মকর্তারা প্রদীপ ও তার স্ত্রীর সম্পদের প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে পাঠান। সেখান থেকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা না দেওয়ায় ফাইলটি সেখানেই স্থবির হয়ে পড়ে।

দুদুক সূত্র জানায়, ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকার সম্পদের বাইরেও ওসি প্রদীপ বিপুল সম্পদের মালিক। প্রদীপ ও তার স্ত্রীর নামে-বেনামে জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদ থাকার প্রমাণ মিলেছে। স্ত্রীর নামে চট্টগ্রাম মহানগরে ছয়তলা বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট, একাধিক গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের প্রমাণ পেয়েছে। এসব সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য

শতকোটি টাকার বেশি। দুদকে জমা দেওয়া হিসাব বিবরণীতে প্রদীপের নিজের নামে জমি কিংবা বাড়ির উল্লেখ নেই। বেতনভাতা, শান্তিরক্ষা মিশন থেকে প্রাপ্ত ভাতা ও জিপিএফের সুদ থেকে প্রাপ্ত টাকা তার আয় দেখানো হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, দুদকে প্রদর্শিত সম্পদের বাইরে নগরীর লালখানবাজারে একটি ফ্ল্যাট, কক্সবাজারে দুটি হোটেলের মালিকানা, দেশের বিভিন্ন স্থানে জায়গা-জমি ও ভবন রয়েছে প্রদীপের। এ ছাড়া দেশের বাইরেও তার বাড়ি রয়েছে। এসব বিষয়ে দুদক কর্মকর্তারাও খোঁজখবর নিচ্ছেন।

প্রদীপের স্ত্রী চুমকি গৃহিণী হলেও দুদকে জমা দেওয়া হিসাব বিবরণীতে মৎস্য খামারি দেখানো হয়েছে। ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূলধনের মৎস্য খামার থেকে চুমকি প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন। লাভের টাকায় চট্টগ্রাম নগরীতে কিনেছেন জমি, গাড়ি ও বাড়ি। নগরীর পাথরঘাটা এলাকায় চার শতক জমি (দাম ৮৬ লাখ ৭৬ হাজার টাকা)। ওই জমিতে গড়ে তোলা ছয়তলা ভবনের (মূল্য এক কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার টাকা); পাঁচলাইশে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কেনা হয় ৬ গন্ডা ১ কড়া জমি (দাম এক কোটি ২৯ লাখ ৯২ হাজার ৬০০ টাকা); ২০১৭-১৮ সালে কেনা হয় কক্সবাজারে ঝিলংজা মৌজায় ৭৪০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট (দাম ১২ লাখ ৩২ হাজার টাকা)। সব স্থাবর সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে তিন কোটি ৫৯ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা। অস্থাবর সম্পদ দেখানো হয়েছে প্রাইভেটকার (দাম পাঁচ লাখ টাকা), মাইক্রোবাস (দাম সাড়ে ১৭ লাখ টাকা) ও ৪৫ ভরি স্বর্ণ। ব্যাংকে ৪৫ হাজার ২০০ টাকা।

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরিতে যোগ দেওয়া প্রদীপ ২০০৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পান। চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার সারোয়াতলী ইউনিয়নের উত্তর কুঞ্জুরী গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপের বাবা হরেন্দ্র লাল দাশ ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চউক) নিরাপত্তা প্রহরী। তার দুই সংসারে রয়েছে পাঁচ ছেলে ও ছয় মেয়ে। প্রদীপের ভাই সদীপ কুমার দাশ সিএমপির ডবলমুরিং থানায় ওসি হিসেবে কর্মরত। তাদের আরেক ভাই দিলীপ কুমার দাশ চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের হেডক্লার্ক হিসেবে কর্মরত। আমাদের সময়

কাতার দখল করতে ট্রাম্পের সম্মতি চেয়েছিল সৌদি আরব

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে কাতার দখল করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরব। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক গ্লোবাল ম্যাগাজিন ফরেইন পলিসিকে উদ্ধৃত করে গালফ টাইমস-সহ একাধিক গণমাধ্যমে এই খবর এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদির বাদশাহ সালমান ২০১৭ সালের ৬ জুন ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেন। আলাপকালে তিনি স্থল আক্রমণের বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সম্মতি চান।

কিন্তু ট্রাম্প তাতে রাজি হননি। তিনি কঠোরভাবে ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এরপর জিসিসি অঞ্চলের সঙ্গে কুয়েতকে দ্রুত আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

২০১৯ সালের মে মাসে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল থেকেও একই ধরনের খবর প্রকাশ করা হয়। এই সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে কাতারে আক্রমণ চালাতে সৌদি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি নেয়ার কথা বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং কাতারের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নর্থ ফিল্ডের প্রাকৃতিক গ্যাসও দখলের পরিকল্পনা ছিল তাদের।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর আবারও বিমান হামলা করলো ইহুদীবাদী ইসরাইল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

গতো রোববার ৯ আগস্ট ফিলিস্তিনী মুসলিমদের ওপর এ বোমা হামলা চালানো হয়। সন্ত্রাসী ইসরাইল দাবি, গাজা উপত্যকা থেকে দুটি আগুনে বেলুন ইসরাইলের ভেতরে বিস্ফোরিত হয়েছে।এরপরই বিমান হামলা চালিয়েছে তারা। ইসরাইলের ভেতরে আগুনে বেলুন পাঠানোর জন্য তারা ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসকে দায়ী করেছে। খবর আনাদোলুর।

রোববার রাতের হামলার কয়েক ঘণ্টা আগে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সামরিক বাহিনী গাজার মধ্যাঞ্চলে হামাসের কয়েকটি অবস্থানে ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করে। গাজায় রোববার বিকালে ইসরাইলের সেনারা দেইর আল-বালা শহরে ওই হামলা চালায়।

নাইজেরিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত আরো ১০

আল-কায়েদা সেন্ট্রাল আফ্রিকা (মধ্য আফ্রিকা) ভিত্তিক শাখা "জামা'আত আনসারুল মুসলিমিন ফী বিলাদুস-সুদান" এর জানবায মুজাহিদদের হামলায় ৩৫ এরও অধিক নাইজেরিয়ান মুরতাদ সৈন্য হতাহত।

"আস-সাবাত" কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ৮ আগস্ট মধ্য নাইজেরিয়ার "কার্দুনা" রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বড়ধরণের একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত আনসারুল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়েদা মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানের ফলে নাইজেরিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ২৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুরতাদ বাহিনী থেকে ৫টি গ্রাম বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদিন, অব্যাহত রয়েছে অগ্রগতি

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" (একিউএপি) এর জানবায মুজাহিদিন মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের থেকে ৫টি গ্রাম বিজয় করেছেন, গনিমত লাভ করেছেন ৬টি সামরিকযান সহ বিভিন্নধরণের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

আল-কায়েদা সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর বরাতে জানা গেছে, গত ৯ আগস্ট সন্ধ্যা হতে "একিউএপি" এর জানবায মুজাহিদিন ইয়ামানের "রাদা" রাজ্যের কাইফা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে বড়ধরণের অভিযান চালাতে শুরু করেছেন।

১০ আগস্ট সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, "একিউএপি" এর জানবায মুজাহিদিন কাইফা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ "সাফওয়ান পর্বত" ও তার আশপাশের ৫টি গ্রাম, কয়েকটি ঘাঁটি ও পাহাড় ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের থেকে বিজয় করে নিয়েছেন। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী মুজাহিদগণ এই অভিযানের সময় মুরতাদ হুতী বাহিনী থেকে গনিমত লাভ করেছেন ৬টি সামরিকযান সহ বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ২০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো বহুসংখ্যক মুরতাদ সদস্য। আর পলাতক মুরতাদ সৈন্যদের সন্ধানে সার্চ অপারেশনও চালাচ্ছেন "একিউএপি" এর জানবায মুজাহিদিন।

অপরদিকে মুজাহিদগণ এখন "জী কিলাব" এর বাকি অংশ ও তার আশপাশের এলাকা বিজয় করার লক্ষ্যে অভিযান চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি এলাকাও মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছেন।

ইরান | মুশরিক সৈন্যদের সামরিক ব্যারাকে শহিদী হামলা চালিয়েছেন জাইশুল-আদল এর মুজাহিদিন

ইরান ভিত্তিক আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ "জাইশুল আদল" এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক দুটি সফল হামলায় কয়েক ডজন ইরানী মুশরিক সৈন্য নিহত ও আহত।

আস-সাবাত নিউজ এর বরাতে জানা গেছে, ১০ আগস্ট সোমবার ইরানের আহওয়াজ অঞ্চলের "জাহদান" শহরে অবস্থিত ইরানের মুশরিক সৈন্যদের একটি সামরিক ব্যারাকে শক্তিশালি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ "জাইশুল আদল" এর একজন জানবায মুজাহিদ মোটরবাইক নিয়ে ইরানের মুশরিক সৈন্যদের একটি সামরিক ব্যারাক টার্গেট করে সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন। এতে সামরিক ব্যারাকের বেশ কিছু স্থাপনা ধ্বসে পড়ে, যার ফলে সামরিক ব্যারাকে থাকা কয়েক ডজন ইরানী মুশরিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এর আগে গত ৮ আগস্ট একই শহরে ইরানের মুশরিক সৈন্যদের একটি সামরিক টহলদলকে টার্গেট করে কয়েকটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন "জাইশুল আদল" এর জানবায মুজাহিদিন, যার ফলে কতক মুশরিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল।

মুসলিম কিশোরকে গুলি করে হত্যা সন্ত্রাসী বিএসএফের

ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ এক ভারতীয় মুসলিম কিশোরকে গুলিতে গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কোচবিহারের বালাভূতের, এর জেরে এখনো উত্তপ্ত ওই এলাকা। দফায় দফায় চলছে বিক্ষোভ।

কলকাতার সংবাদ প্রতিদিন জানায়, গরু পাচারকারী সন্দেহে ওই কিশোরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বিএসএফ সন্ত্রাসীরা।

ঘটনার সূত্রপাত রোববার । বলা হচ্ছে, ওই দিন রাতে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে প্রায় ৮০টি গরু কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বালাভূত এলাকায় জড়ো করেছিল পাচারকারীরা। এমন খবর পেয়ে অভিযান চালায় বিএসএফের ৬২ নম্বর ব্যাটালিয়ন। তাদের লক্ষ্য করে বোমা মেরে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা।

সেই সময় বাড়ির সামনেই ছিল শাহিনুর হক নামে ওই কিশোর। তাকে দেখতে পেয়েই এলোপাতাড়ি গুলি চালায় জওয়ানরা। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে শাহিনুর। ক্ষেপে যায় স্থানীয়রা। বিপদ বুঝে ঘটনাস্থল ছাড়ে জওয়ানরা।

সংবাদ প্রতিদিন আরও জানায়, এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয়রা। লাশ উদ্ধারেও বাধা দেয় উত্তেজিত জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুরো এলাকা।

স্থানীয়দের ভাষ্য, তাঁতের শাড়ি তৈরির কাজে যুক্ত ওই কিশোরকে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্ত জওয়ানদের শাস্তি দিতেই হবে। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি বিএসএফ। নয়া দিগন্ত

অপরিকল্পিত খননে খালের পেটে সড়ক

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অপরিকল্পিত খননের কারণে খালের পেটে ধসে পড়ছে এলজিইডি নির্মিত সাড়ে চার কিলোমিটার পাকা সড়ক। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটেছে। দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার কমপক্ষে অর্ধশত গ্রামের মানুষ।

এদিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এলাকাবাসীর এই সমস্যার সমাধান করছেন না। তারা পাকা সড়ক নির্মাণ ও খাল খননের পক্ষে বিপক্ষে একে অপরকে দোষারোপ করছেন। সরকারি কর্মকর্তাদের উদাসীনতার স্বীকার হয়ে কয়েক হাজার মানুষের স্বাভাবিক চলাচল হুমকির মুখে পড়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, পেঁচিবাড়ি বাজার থেকে চাঁনদিয়াড় সেতু পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার সড়ক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে ২০১১ সালে সড়কটি পাকা করা হয়। পরবর্তীতে একবার মেরামতও করা হয়েছে এই সড়কটি। সব মিলে ব্যায় হয়েছে কমপক্ষে দুই কোটি টাকা। সড়কটি নির্মাণের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা হয়ে ওঠে।

এদিকে পেঁচিবাড়ি বাজার থেকে চাঁনদিয়াড় সেতু পর্যন্ত পাকা সড়কের গাঘেঁসে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে সরকারি একটি খাল। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খালটির পুনঃখননের কাজ শেষ করা হয়েছে। এতে ব্যায় হয়েছে ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। বাঙালী নদী থেকে এই খাল দিয়ে একসময় পানি প্রবাহিত হয়েছে। কিন্ত আশির দশকে খালের উৎস মুখ পেঁচিবাড়ি নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সেটি বর্তমানে পাকা সড়কে পরিণত হয়েছে।

একারণে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী নদী থেকে খালের ভেতরে পানি প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে খালের পানি কমে গেছে। এছাড়া খালের পানিতে নেই কোনো স্রোত। তারপরও সাড়ে চার কিলোমিটার পাকা সড়কের শতাধিক স্থানে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, পানিপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় খালটি মরা খালে পরিণত হয়। এই খাল মানুষের কোনো কাজে আসেনি। এই খালটি অপরিকল্পিতভাবে পুনঃখনন করা হয়। অনেক জায়গায় খাড়াভাবে খাল খনন করায় ধসে পড়ছে পাড়ের মাটি। ভাঙনের মুখে পড়েছে খালের পাড়ের বসতি। একই সাথে একটু একটু করে পাকা সড়ক

ভেঙে খালের পেটে বিলীন হচ্ছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটেছে। এই খালটি খনন করার পর তা মানুষের কোনো উপকারে আসছে না, উল্টো খাল কেটে বিপদ ডেকে এনেছে।

এবিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ধুনট উপজেলা প্রকৌশলী জহুরুল ইসলাম বলেন, এই খালটি পুনঃখননের আগে পাকা সড়কটি টিকে ছিল। কিন্ত অপরিকল্পিত ভাবে খননের পর পাকা সড়ক ধসে খালে পড়ছে। খাল খনন করতে গিয়ে পাকা সড়কের পাশে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়নি। একারণে পাকা সড়কটি রক্ষা করা যাচ্ছে না। খাল খননের সময় এবিষয়টি নিয়ে পাউবোর কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বার যোগাযোগ করে কোনো কাজ হয়নি। তবে পাকা সড়কটি মেরামত করা হবে।

খাল খননের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বগুড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) উপসহকারী প্রকৌশলী রফিকুল হক বলেন, পারিকল্পনা অনুযায়ী জনস্বার্থে খালটি পুনঃখনন করা হয়েছে। খাল খনন করে সেই মাটি পাকা সড়কের ঢালুতে (স্লোপ) ফেলে সড়কটি টিকসই করা হয়েছিল। কিন্ত বর্ষাকালে সড়কের পাশে বাড়ির পানি গড়ে পাকা সড়কের বিভিন্ন স্থানে ভেঙে খালে পড়ছে। কালের কণ্ঠ

আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠে নাক চেপে ২ মিনিট

মাছ, মুরগির নাড়িভুঁড়ি, নষ্ট সবজি, বিভিন্ন ধরনের পচা ফল, হোটেলের যাবতীয় বর্জ্যসহ সব ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সড়কঘেঁষে। এ থেকে উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে। ফলে সড়কের পাশ দিয়ে পথচারী ও স্থানীয়রা হাঁটার সময় প্রায় ২ মিনিট নাক চেপে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তড়িঘড়ি করে চলাচল করছে। বগুড়ার আদমদীঘির সান্তাহার পৌর শহরের হেমুতখালি নামক জায়গায় এ চিত্র দেখা যায়। সড়কের পাশে রাখা এসব আবর্জনায় পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ পথচারী ও স্থানীয়রা।

আক্কেলপুরের জাফরপুর, তিলকপুর, ছাতিয়ান গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য যানবাহন চলাচল ও পথচারী এ সড়ক দিয়ে সান্তাহার পৌর শহরে চলাচল করছে। পৌর শহরে প্রবেশপথে এ রকম চিত্র দেখে বিরক্ত সকলেই। মাস্ক পরা পথচারীরাও ময়লা-আবর্জনার গন্ধে নাক চেপে ওই স্থান অতিক্রম করছেন। কেউ কেউ আবার নিজের পরনের কাপড়ের একাংশ নাকে চেপে ধরছেন। তবে আবর্জনা অন্য স্থানে সরিয়ে নিতে স্থানীয়রা দাবি জানালেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি পৌর কর্তৃপক্ষ।

পথচারী আমিনুল ইসলাম সুমন হোসন বলেন, এসব ময়লা-আবর্জনার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত। যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে কুকুর ও শেয়াল এসব আবর্জনা টেনে আনছে সড়কের ওপর। ফলে সেখানে চলাচল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। শুধু সুমনই নয় এমন অভিযোগ ছাতিয়ান গ্রামের আলাউদ্দীন সরকার, সান্তাহারের জনি, শ্যমপুরের কাপড় ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেন ও রজিবেরও। কালের কণ্ঠ

১০ই আগস্ট, ২০২০

সোমালিয়া | রাজধানীতে মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ৫৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত-আহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানীতে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে ২৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩২ এরও অধিক আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৮ আগস্ট শনিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "ওয়ার্দাকলী" জেলায় অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ২৭তম ব্রিগেডকে লক্ষ্য করে একটি সফল শহিদী অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদদের এই সফল অভিযানে সোমালিয় মুরতাদ সারকারি বাহিনীর ২৪ এরও অধিক সৈন্য নিহত এবং ৩২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে, যা ছিল এই সফল অভিযানের প্রাথমিক ফলাফল।

এদিকে পত্যক্ষদর্শীরা জানান যে, হারাকাতুশ শাবাব এর পক্ষ হতে পরিচালিত উক্ত বিস্ফোরণের ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ঘটনাস্থলটি, আকাশে দিকে উঠতে থাকে ধোঁয়ার কুন্ডোলী। এসময় কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে তা বুঝাটা ছিল অনেকটাই দুষ্কর। এই শক্তিশালি বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যাওয়া সৈন্যদেরকে দেখা যায় এদিক সেদিক ফাঁকা ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পলায়ন করছে। এর কিছুক্ষণ পরেই সেখানে আসে কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স, আমরা কাছে দৌড়িয়ে গিয়ে দেখি একের পর এক রক্তক (মুরতাদ) সৈন্যদের দেহগুলো অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে উদ্ধারকর্মীরা। তারা সবাই মারা গেছে বা আহত হয়েছে কিনা তা আমরা জানিনা।

আল-শাবাব যোদ্ধারা পশ্চিমা সমর্থিত মুরতাদ সোমালিয় বাহিনী টার্গেট করেই রাজধানীতে এই অভিযানটি পরিচালনা করেছেন। যাতে ধ্বংস হয়েছে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্র বহনকারী ২টি সামরিকযান, ১টি অ্যান্টি-অস্ত্রবাহী ট্রাক। পাশাপাশি ২টি সামরিক গাড়িও ধ্বংস হয়েছে এবং সামরিক বেসটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পাকিস্তান | তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগ দিয়েছে "লস্কর-ই-জাঙ্গভির"

পবিত্র ঈদুল আযহার পরপরই মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো একটি সুসংবাদ বার্তা দিল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী "তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান"এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ ঈদুল আযহার পরপরই গত ৬ আগস্ট মুসলিম উম্মাহকে আরো একটি সুসংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি তাঁর উক্ত বার্তায় জানিয়েছেন যে, আমির উসমান সাইফুল্লাহ্ কুর্দি শহিদ (রহ.) এর জিহাদী গ্রুপ "লস্কর-ই-জাঙ্গভির", যেই গ্রুপটি বর্তমানে মৌলভী খুশ মুহাম্মদ সিন্ধি (হাফিজাহুল্লাহ্) এর নেতৃত্বে কাজ করছিল। আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি তাঁর সকল সাথীদের নিয়ে "তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে" যোগ দিয়েছেন এবং টিটিপির আমির মুফতী নূর ওলি ওরফে আবু মনসুর অসীম হাফিজুল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি ও তাঁর গ্রুপ (লস্কর-ই-জাঙ্গভির) টিটিপির ব্যানারে পাকিস্তানে ইসলামিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এক সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

এটি স্মরণীয় যে, মৌলভী খুশ মোহাম্মদ সিন্ধি (হাফিজাহুল্লাহ্) হরকাত-ই-জিহাদ ইসলামিক এর "সিন্ধ" প্রদেশের আমিরও ছিলেন।

পাকিস্তান | টিটিপির জানবায মুজাহিদদের মাইন হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম "তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন এর মাইন হামলায় এক নাপাক সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ৬ আগস্ট পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বুর্কায়ী সীমান্ত এলাকায় শরিয়াতের দুশমন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন, যার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং ২য় এক সৈন্য আহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

বাড়ি দখল করে নিয়েছে ইহুদিরা, পাহাড়ের গুহায় বসবাস করছে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা

দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইলের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী বাড়িঘর ভেঙে জায়গা দখল করে নিয়েছে। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের গুহার বসবাস করছে অনেক ফিলিস্তিনি মুসলিমরা।

তাদের মধ্যে মনজের আবু আররাম একজন। তিনি গতো এক বছর ধরে চার সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে পশ্চিম তীরে একটি পাহাড়ের গুহায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে।নতুন করে বাড়ি তৈরির অনুমতিও পাচ্ছেনা তিনি। এই জন্যে নিরুপায় হয়ে পাহাড়ের গুহায় বসবাস করছেন তারা।

৪৮ বছর বয়সী চার সন্তানের পিতা আবু আররাম বলেন, "এখানে খাবার পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা নেই।খুব কঠিন পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করছি। "

তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে আরো বলেন, “ইসরাইলের সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ি পূণঃনির্মাণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে।সবসময় ভয় ও আতংকের মধ্যে বেঁচে আছি।আমার সন্তানরা যেকোন সময় সাপ-বিচ্ছুর দংশনের শিকার হতে পারে।

অপরদিকে, সামিরা আল জাবরিনের পরিবার হেব্রনের একটি পাহাড়ি গুহায় বসবাস করেন।বুলডোজার দিয়ে তার বাড়িটি তিনবার ভাঙা হয়েছিল।তিনি বলেন, বাড়িতে অবস্থানকালে প্রতিনিয়ত ইহুদিদের হামলার শিকার হতে হয়েছে।

এমন অসংখ্য মুসলিম পরিবার রয়েছেন যারা সন্ত্রাসী ইসরাইলের বর্বরতায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সূত্র :ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

০৯ই আগস্ট, ২০২০

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" (একিউএপি) এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক হামলায় কমপক্ষে ৬ হুতী ও হাদী বাহিনীর মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেক। সূত্র: আস-সাবাত ও বাসায়ের মিডিয়া

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট "একিউএপি" এর জানবায মুজাহিদিন ইয়ামানের "রাদা'আ" রাজ্যে ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ শিয়া হুতী বিদ্রোহীদের টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের ১ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল।

এরপর গত ৬ আগস্ট ইয়ামানের আবয়ান রাজ্যে সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর অবস্থানে সফল হামলা চালান "একিউএপি" এর জানবায মুজাহিদিন। এতে দুই মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিল। আহত হয়েছিল আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

একইদিনে দক্ষিণ ইয়ামানের "আল-জাওফ" অঞ্চলে অন্য একটি সফল হামলা চালান "একিউএপি" এর মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ হাদী বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং তৃতীয় এক সৈন্য আহত হয়েছিল।

মালি | রাজধানীতে মুরতাদ বাহিনীর একটি নাইটক্লাবে আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলা, হতাহত অনেক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি নাইটক্লাবে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আস-সাবাত সংবাদ মাধ্যম দেশটির সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত ৫ আগস্ট রাজধানী বামকোর উপকণ্ঠে মুরতাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি নাইটক্লাবে আক্রমণ করেছিল আল-কায়েদা মুজাহিদিন। মুজাহিদীনরা হামলা চালিয়ে জায়গাটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এতে থাকা সকল প্রকার সরঞ্জামাদি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত ও আহত হয় অনেক মুরতাদ সৈন্য।

সোমালিয়া | বিনাযুদ্ধেই শহরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিলেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কোন যুদ্ধ ছাড়াই বাই-বকুল রাজ্যের একটি শহর বিজয় করে নিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এর বরাতে জানা গেছে, গত ৬ আগস্ট হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ায় বাই-বকুল রাজ্যের জোজদুদ-বুরী শহরে অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এদিকে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনী মুজাহিদদের আগমনের এই সংবাদ পেয়েই শহর ছেড়ে পলায়ন করে। যার ফলে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুজাহিদগণ শহরটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে স্বক্ষম হয়েছিলেন।

মূলত এর একদিন আগে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালিয়ে বিজয় করে নিয়েছিলেন একই রাজ্যের দাইনুনাই শহরের প্রধান সামরিক ঘাঁটি, এই ঘাঁটি বিজয়ের পরেই মুজাহিদগণ জোজদুদ-বুরী শহরে দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন, আর এই সংবাদ পেয়েই মুরতাদ বাহিনী জোজদুদ-বুরী শহর ছেড়ে পলায়ন করেছে।

আফ্রিকা | পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে নিয়ন্ত্রণ বাড়াচ্ছে আল-কায়েদা- আফ্রিকোম

আফ্রিকায় ক্রুসেডার আমেরিকার নেতৃত্বাধীন আফ্রিকোম জোট গত ৬ আগস্ট তাদের প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবি করেছে যে, আল কায়েদা শাখাগুলি ধীরে ধীরে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেই চলছে।

"আফ্রিকোম" আরো দাবি করছে যে, আল-কায়েদা শাখাগুলো ইতিমধ্যে মালি, বুর্কিনা ফাসো,শাদ, মুর্তানিয়া, গানা, সাহলুল আ'য, নাইজার, নাইজেরিয়া, বুনাই ও আল-জাযায়েরের বিস্তীর্ণ এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর এখন উপসাগরের সাথে সীমাবদ্ধ দেশগুলির দিকে এবং পশ্চিমে সেনেগাল এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বলছে যে, "আমরা প্রতিনিয়ত তাদের নিরীক্ষণ করছি এবং তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছি।" বর্তমানে এই অঞ্চলে আল-কায়েদাকে পতিহত করতে হলে এখানে আরো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এসকল দেশগুলোর কিছু কিছু স্থানে "আইএসের" অবস্থানও বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তারা কুফ্ফার বাহিনীর চেয়ে বেসামরিক নাগরিক ও আল-কায়েদা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাতেই হামলা চালাতে বেশি আগ্রহী। যেমনটি ইতিপূর্বে তারা শাম, ইয়ামান, লিবিয়া ও আফগানিস্তানে করেছিল। আর এসকল কারণে আল-কায়েদা মুজাহিদিনও আইএসদের গোপন স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়ে তা গুড়িয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ গত ১৭ দিনে বুর্কিনা-ফাসো ও মালিতে আইএসদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের অধিকাংশ গোপন স্থাপনাগুলো গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এদিকে বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে "নাইজেরিয়া"তে মজবুত অবস্থানে রয়েছে আইএস সদস্যরা। দীর্ঘ ৫ বছর নাইজেরিয়াতে আল-কায়েদার কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও গত বছরের শেষদিকে নাইজেরিয়াতে নতুন করে অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ্, বর্তমানে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ নাইজেরিয়ার বেশ বিছু অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে যাচ্ছেন।

ভারতে ‘জয় শ্রীরাম’ ও ‘মোদি জিন্দাবাদ’ না বলায় মুসলিম বৃদ্ধকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের মারধর

ভারতের রাজস্থানে ‘জয় শ্রী রাম’ ও ‘মোদি জিন্দাবাদ’ না বলায় এক মুসলিম অটো চালককে বেধড়ক মারধর করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ।

গফফার আহমেদ কাছওয়া (৫২) নামে ওই অটোচালকের কাছে থেকে নগদ ৭০০ টাকা ও হাত ঘড়িও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

শনিবার ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশ, শুক্রবার রাজস্থান রাজ্যের সিকার জেলার ওই ঘটনায় অভিযুক্ত শম্ভুদয়াল জাট (৩৫) এবং রাজেন্দ্র জাট (৩০) নামে দু’জনকে আটক করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত অটো চালক গফফার আহমেদ কাছওয়া বলেন, মারধরের ফলে তার দাঁত ভেঙে গেছে এবং মুখ ও চোখে আঘাত লেগেছে। তাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়া হয় বলেও অভিযোগ।

অভিযোগপত্রে ক্ষতিগ্রস্ত অটো চালক গফফার আহমেদ জানান, এক ব্যক্তি তাকে ‘মোদি জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিতে বলতে বলেন। তিনি তা অস্বীকার করলে তাকে সজোরে চড় মারা হয়। এরপরেই তিনি গাড়ি নিয়ে সিকারের দিকে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা গাড়ি অনুসরণ করে জগমালপুরার কাছে তাকে আটকায়।

তিনি বলেন, এসময় জোর করে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং তারা আমাকে জোর করে ‘মোদি জিন্দাবাদ’ ও ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনি দিতে বলে। মারধরের পাশাপাশি তাকে পাকিস্তানে পাঠানোর হুমকি দেয়া হয় বলে তিনি জানান।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমাজকর্মী ড. মুহাম্মাদ ইসমাইল শনিবার বলেন, ‘ভারতে যাদের ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দেয়ার কথা নয়, যারা মনেপ্রাণে চায় না তা বলতে, তাদেরকে জোর করে বলানো হচ্ছে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনকে। এখন আবার নতুন করে গত ৫ আগস্ট রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যদিয়ে বিজেপি আরো একটা চেষ্টা করতে চাচ্ছে, সমান্তরালভাবে শ্রী রামের পাশাপাশি মোদিকেও আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়াদে এপর্যন্ত গঠনমূলক কাজকর্ম দেখলে স্পষ্ট হবে, বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব ও অন্যান্য সমস্যা বেড়েছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘ওরা ধর্মকে কেন্দ্র করে একটা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। যার মধ্য দিয়ে অশিক্ষিত মানুষজনকে মগজ ধোলাই করে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছে। এটাই ওদের মূল উদ্দেশ্য এবং এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। কারণ জোর করে কাউকে ‘জয় শ্রীরাম’ও বলানো যায় না, আর মোদির নামে ধ্বনিও দেয়ানো যায় না। শাসকশ্রেণির প্রশ্রয়ে এসব যুবক এবং বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব কাজকর্ম করাচ্ছে।’

আমরা বরাবরই এসবের নিন্দা জানিয়েছি এবং সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এসব ঘটনার নিন্দা জানাবে বলেও অধ্যাপক ও সমাজকর্মী ড. মুহাম্মাদ ইসমাইল মন্তব্য করেন।

'বিস্ফোরণ নয়, বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছিল লেবাননের রাজধানী বৈরুতে'

লেবাননের ভয়াবহ বিস্ফোরণ নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়, একটি পরিকল্পিত হামলা। বোমা কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে ওই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এমন আশঙ্কা দেশটির প্রেসিডেন্ট মিশেল আউনের।

বিস্ফোরণের চার দিন পর শুক্রবার বৈরুতে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সন্দেহের কথা তুলে ধরেন আউন।

তিনি বলেন, শস্যভাণ্ডার ধ্বংসের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে এতে বাইরের কোনো দেশের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে।

বাইরে থেকে রকেট হামলা, বোমা অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে গুদামঘরে হামলা হয়ে থাকতে পারে বলেও মন্তব্য করেন লেবানিজ প্রেসিডেন্ট।

শুক্রবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট অ্যামেনুয়েল ম্যাক্রন লেবানন সফরে গেলে প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন তার কাছে বিস্ফোরণের সময়কার স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবি দিয়ে তদন্ত কাজে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় বিদেশি ষড়যন্ত্র খতিয়ে দেখতে চায় দেশটির সরকার।

বিস্ফোরণের নেপথ্যে বিদেশি ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ থাকতে পারে বলে মনে করছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন। তদন্তে এই বিষয়টিই খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনভাবে তদন্ত চলছে, প্রথমত বিস্ফোরক উপাদান কীভাবে গুদামঘরে ঢুকল এবং সংরক্ষণ কীভাবে করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বিস্ফোরণটি দুর্ঘটনাবশত অথবা অবহেলার কারণে হয়েছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবশেষ এতে বাইরের কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলেও মনে করেন তিনি। তবে তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে বলে আশাবাদী লেবাননের প্রেসিডেন্ট।

লেবানন থেকে সাইপ্রাসের দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার হলেও বিস্ফোরণের ঘটনায় কেঁপে ওঠে দ্বীপ রাষ্ট্রটি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সে দেশের জনগণের মধ্যে। অনেকেই ভেবেছিলেন তাদের আশপাশের কোথাও বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৫৭ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আরও মরদেহ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্র :ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

ওসি প্রদীপের অঢেল সম্পদ ॥ দেশে-বিদেশে বিলাসবহুল বাড়ির খোঁজে গোয়েন্দারা

মাদক বিরোধী অভিযানের নামে কক্সবাজারে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশ। মাদক বিরোধী অভিযানের নামে মানুষের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে শুরু করে বন্দুকযুদ্ধ প্রতিযোগিতা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমতে-দেশে সবচেয়ে বেশি বন্দুকযুদ্ধে নিহতের ঘটনা ঘটেছে টেকনাফে। আর এই নৃশংস ঘটনার মূল হোতা প্রদীপ কুমার দাশ। চাহিদা মতো টাকা না দিলে লোকজনকে ধরে এনে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যা করা হতো। এছাড়াও অনেক রোহিঙ্গাকে বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে অপকর্ম চালিয়ে যেতেন সদ্য প্রত্যাহার ও গ্রেফতার হওয়া ওসি প্রদীপ। আর বন্দুকযুদ্ধের আড়ালে তিনি গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড়। সর্বশেষ ঈদুল আযহার আগের দিন ৩১ জুলাই সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানকে টেকনাফের বাহারছড়া চেকপোস্টে গুলী করে হত্যার মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন প্রদীপ কুমার, পরিদর্শক লিয়াকত আলীসহ ৭ পুলিশ সদস্য। এই নয় পুলিশের বিরুদ্ধে করা হত্যা মামলায়

ওসিসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা বর্তমানে র‌্যাব-১৫ এর হেফাজতে ৭ দিনের রিমান্ডে আছেন। আরও দুই জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। পাশাপাশি ওসি প্রদীপ কুমার ও তার স্ত্রীর সম্পদের অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সাবেক মেজর সিনহাকে গুলী করে হত্যার অভিযোগ এনে এ ঘটনা আইনশৃঙ্খরা বাহিনীর পাশাপাশি তদন্ত করছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (ডিজিএফআই) গোপন তদন্ত প্রতিবেদনে স্থানীয় টেকনাফ থানা পুলিশের বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন অপরাধীদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, হত্যার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা পুলিশ একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যায়ও কোনরূপ দ্বিধা করেনি। একটি গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে জানাগেছে, থানার ওসির নির্দেশ ছাড়া কোন অফিসার গুলী চালাতে পারে না। সিনহাকে গুলী করার ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী বিবরণ থেকে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন। গুলী করার আগে এসআই লিয়াকত তার মোবাইল ফোন থেকে ওসি প্রদীপের সাথে কথা বলে তার নির্দেশেই সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোন কথা বলতে না দিয়েই সরাসরি বুকে পর পর গুলী করেন।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৯ অক্টোবর ওসি প্রদীপ কুমার টেকনাফ থানায় যোগদান করেন। এর পর থেকে গত ২২ মাসে শুধু টেকনাফে ১৪৪টি কথিত বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। আর এসব বন্দুকযুদ্ধের নামে ওসি প্রদীপ কুমার ২০৪ জনকে গুলী করে হত্যা করেছে। তাদের অর্ধেকের বেশি লাশ পড়েছিল মেরিন ড্রাইভে। যারা তার হাতে মারা গেছে, তাদের পরিবারগুলোও বর্তমানে নিঃস্ব হয়ে গেছে। যাকে ক্রসফায়ার করা হতো, তাকে ক্রসফায়ারের আগে অন্তত ১০ থেকে ১২ দিন থানা হাজতে রাখা হতো। এমন ঘটনাও রয়েছে মাসের পর মাস হাজতেই রাখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে থানা হাজতে থাকা ব্যক্তির পরিবার পরিজনের কাছ থেকে ক্রসফায়ার না দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আদায় করা হতো লক্ষ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি স্বর্ণালংকার। কিন্তু শেষ সম্বল পর্যন্ত প্রদীপের হাতে তুলে দিয়েও বাঁচতে পারেনি অনেকেই। গত এক বছরে কক্সবাজারে ৫৩ রোহিঙ্গা বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। যাদের ইয়াবা কারবারী বলে পুলিশ উল্লেখ করেছে। টেকনাফ থানার বহুল আলোচিত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ২০১৯ সালে পুলিশের সর্বোচ্চ পদক ‘বাংলাদেশ পুলিশ পদক’ বা বিপিএম পেয়েছিলেন। পদক পাওয়ার জন্য তিনি পুলিশ সদর দফতরে ছয়টি কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। সব কটি ঘটনাতেই আসামী নিহত হন। প্রদীপ কুমার দাশ প্রায় ২২ বছরের চাকরিজীবনে ঘুরেফিরে বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলে।

ওসি প্রদীপ গ্রেফতার হওয়ার পর মুখ খোলতে শুরু করেছেন ভুক্তভুগীরা। তারা ওসির অপকর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছেন। মাদক নির্মূলের নামে বন্দুকযুদ্ধে লোকজনকে জিম্মি করে টাকা আদায়, এমনকি ধর্ষণে সহায়তার অভিযোগও উঠছে তার বিরুদ্ধে। প্রদীপের দানবীয় কর্মকান্ড থেকে রক্ষা পায়নি বোনের জায়গাও! অভিযোগ উঠেছে, অনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে প্রদীপ আয় করেছেন শত শত কোটি টাকা। দেশ-বিদেশে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, কক্সবাজারের টেকনাফ থানা থেকে সদ্য প্রত্যাহার হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাশের চাকরিজীবনের পুরোটাই সমালোচনা ও বিতর্কে ভরা। বিতর্কিত এই পুলিশ কর্মকর্তা নানা বিতর্কের জন্ম দিয়ে চাকরিজীবনে বরখাস্ত ও প্রত্যাহার হয়েছেন কমপক্ষে পাঁচবার। প্রতিবার অদৃশ্য ক্ষমতাবলে ফিরেছেন স্বপদে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা বলেন, প্রদীপ কুমার দাশ তিন বছর ধরে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। তার কাছে সবাই অসহায় ছিল। চট্টগ্রামের

পাঁচলাইশ থানার ওসি থাকাকালে বাদুড়তলায় বোরকা পরা এক বৃদ্ধাকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে ব্যাপক সমালোচিত হন প্রদীপ। এ ঘটনার পর সারা দেশে তোলপাড় হয়। এরপর পাঁচলাইশ থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয় ওসি প্রদীপকে। অসংখ্য অভিযোগ থাকার পরও অতদওসি প্রদীপ কুমার ছিলেন এতদিন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

একটি সূত্র জানায়, ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও তার স্ত্রী চুমকী কারনের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সম্প্রতি অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রাম কার্যালয়। সম্প্রতি এই অভিযোগটির অনুসন্ধান শুরু হয়। অনুসন্ধানের একপর্যায়ে তাদের কাছে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব চেয়ে নোটিশ পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই দম্পতি আলাদাভাবে তাদের সম্পদের হিসাব কমিশনে জমা দিয়েছেন। দুদকের অনুসন্ধানে ওসি প্রদীপ কুমার ও তার স্ত্রীর নামে-বেনামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ থাকার প্রমাণ মিলেছে। এর মধ্যে স্ত্রীর নামে চট্টগ্রাম মহানগরে ৬তলা বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট, একাধিক গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশেও বাড়ি রয়েছে এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই অসৎ পুলিশ অফিসারের সাথে ভারতীয় দূতাবাসের যোগসাজশের কথা উঠে আসছে নানা গণমাধ্যমে । দৈনিক সংগ্রাম

০৮ই আগস্ট, ২০২০

ফিলিস্তিনি যুবতীকে গুলি করে হত্যা করলো ইসরায়েলি সেনারা

ইহুদিবাদী ইসরাইলি সেনারা ফিলিস্তিনের ডালিয়া আহমেদ সুলাইমান আস-সামুদি নামে ২৩ বছর বয়সী এক যুবতীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে আল-জাজিরা জানায়,গতোকাল শুক্রবার সকালে সন্ত্রাসী ইহুদি সেনারা দখলকৃত পশ্চিম তীরের উত্তরে জেনিন শহরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটায়। গুলিতে গুরুতর আহত হলে বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

তথ্যসূত্র জানায়, শুক্রবার সকালে সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী জেনিন শহরে প্রবেশ করে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের উপর সরাসরি গুলি চালায়। এ সময় নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী সামুদি গুলিবিদ্ধ হোন।

পিআরসিএস পরিচালক মাহমুদ আল সা'দি বলেছেন, সন্ত্রাসীদের গুলিতে গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নেবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসে। এ সময় ওই অ্যাম্বুলেন্স লক্ষ করেও গুলি চালায় সন্ত্রাসী সেনারা।

নিহত ফিলিস্তিনি বোনটির একটি শিশুসন্তান রয়েছে। ইসরায়েলিদের বর্বরতায় শিশুটি মাতৃহারা হলো।

কাশ্মীরে মালাউনদের পেলেটের শিকার মুসলিমদের যন্ত্রণা

সালটি ছিল ২০১৭। মধ্যরাতে ২৮ বছর বয়স্ক মোহাম্মদ আশরাফ ওয়ানি কাশ্মীরের একটি হাসপাতালে ট্রাঙ্কুইলাইজার নিচ্ছিলেন। তার চোখ দুটি ছিল পেলেটের আঘাতে জর্জরিত। চিকিৎসারত অবস্থাতেই তার ফোনটি বেজে ওঠে। অপর প্রান্ত থেকে একজন বললেন, তারা তিন বন্ধু আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, বিষয়টি তাকে জানাতে ফোন করেছেন।

তিনজনের সবাই তাদের নিজ নিজ পরিবার থেকে পালিয়ে এসে গভীর রাতে ঝিলাম নদীর একটি সেতুর কাছে জড়ো হয়েছেন। তিন বন্ধু নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে তাদের জীবন অবসান ঘটাতে চাচ্ছেন। তবে তারা মনে করলেন, মৃত্যুর আগে তাদের বন্ধু আশরাফকে বিদায় জানানো দরকার। ফোনে একজন ভাঙা গলায় বললেন, তারা যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছেন না। সবাই তাদের ছেড়ে চলে গেছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় তখন স্বাধীতাকামীদের নেতা বুরহান ওয়ানির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফুঁসছে। বাড়তে থাকা বিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য মালাউন সরকার দমন অভিযান শুরু করে। এতে ৯০ জনের বেশি নিহত ও ১১ হাজার আহত হয়।

কাশ্মীর নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে ঘটনাটিকে ‘মৃত চোখের মহামারি’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ছোঁড়া পেলেট গানে আহত হচ্ছিল। এই ‘অপ্রাণঘাতী’ অস্ত্রে হাজার হাজার লোক আহত হচ্ছিল। ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বিক্ষোভে মালু বাহিনীর গুলিতে প্রায় ২০০ লোক নিহত হওয়ার পর বিকল্প হিসেবে ‘অপ্রাণঘাতী’ অস্ত্র পেলেট ব্যবহার করা হচ্ছিল। রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল এই যে দূর থেকে নিক্ষেপ করা হলে শটগান পেলেট লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

আশরাফের সাথে যে তিন বন্ধু কথা বলছিল, তারা ২০১৬ সালের বিক্ষোভে পেলেটে আঘাতপ্রাপ্ত হযেছিলেন। তারা আংশিকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রতিবন্ধী হয়ে তারা নিজেদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করতেন। আশরাফ নিজেও ছিলেন পেলেটের শিকার। তার বাম চোখে অস্ত্রোপচার হচ্ছিল। তার ডান চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাম চোখে সামান্য দেখতে পেতেন। এর ফলে ২৮ বছর বয়স্ক এই তরুণের মনে আশাবাদের সৃষ্টি হয় যে একদিন তিনি হয়তো ভালোভাবে দেখতে সক্ষম হবেন।

আশরাফ স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমি ওই রাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। ফোনটি পেয়ে কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, ফোনটি না কাটতে। আমি চেয়েছিলাম তাদের সাথে কথা বলা অব্যাহত রাখতে, তাদের পুরো কাহিনী বর্ণনা করতে। ওই পর্যায়ে মৃত্যু নিয়ে নসিহত করা বা সুন্দর জীবনের কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। আমি স্রেফ তাদের কান্না শুনছিলাম, নিজেকে বলছিলাম যে তাদের স্বজন ও বন্ধুরা পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে গেছে।

আশরাফ টেলিফোনে কথা বলা অব্যাহত রাখলেন। ততক্ষণে ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে। ওই সময়ই আশরাফ তার বন্ধুদের বললেন, কাশ্মীরে পেলেটের শিকার লোকদের জন্য কিছু একটা করা উচিত। এমন একটি প্লাটফর্ম করা উচিত যেখানে তারা তাদের কথা বলতে পারবেন, একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বরে পরিণত হবে এটি।

তিনি তার উত্তেজিত বন্ধুদের বললেন যে তিনি কখনো তাদেরকে তাদের পরিবারের বোঝা মনে করতে দেবেন না। তিনি বললেন, আমরা কোনো না কোনো উপায় বের করবই। স্রেফ আত্মহত্যা করো না। 'তার কথায় তাদের মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা উধাও হয়ে গেল।

আশরাফ *সাউথ এশিয়ান মনিটর*কে বলেন, এভাবেই পেলেট ভিক্টিম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠিত হয়। আমরা প্রায়ই মিলিত হই, আমাদের সমস্যাবলী ও অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করি।

এই সমিতি পেলেট গানের শিকার লোকদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। তারা ১,৩৩৫ জনকে সহায়তা করেছেন। পেলেটের শিকার লোকদের দীর্ঘ দিন চিকিৎসা চালাতে হয়। কিন্তু গরিব হওয়ায় তাদের অনেকের পক্ষেই তা চালানো সম্ভব হয় না।

পেলেটের শিকার সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হচ্ছেন ৭৫ বছর বয়স্ক দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামার এক লোক। আর সর্বকনিষ্ঠ হচ্ছে ১৮ মাসের শিশু হিবা নিসার। আশরাফ বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশে কি একই অস্ত্রের শিকার ৭৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ও ১৮ মাসের শিশু পাওয়া যাবে? অন্য সব দেশে তো পেলেট ব্যবহার করা হয় পশুদের বিরুদ্ধে।

আর্টসে গ্রাজুয়েট আশরাফ বলেন, কাশ্মীরে পেলেট গানের শিকারদের মধ্যে ৬৫ ভাগই ছাত্র। আর ১০ ভাগের বেশি শিশু।

আশরাফ বলেন, পেলেটের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আমরা হাইকোর্টে আবেদন করেছি। আমরা সরকারের কাছে জানতে চেয়েছি, তারা কেন অচিহ্নিত বিক্ষোভকারীদের প্রতি এটি ব্যবহার করছে। কিন্তু আমাদের আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উচ্চতর আদালতে যাওয়ার মতো অর্থও আমাদের নেই।

আশরাফের দেহেই পেলেটের ৬৫০টির বেশি আঘাত রয়েছে। পেলেটে অন্ধ হওয়ার মাত্র দুই মাস আগে তার বুকে বুলেট বিঁধেছিল। বুরহান ওয়ানির সমর্থনে বিক্ষোভ করার সময় নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ছুড়লে অনেকে হতাহত হয়। আশরাফের বুকে গুলি লাগে। এক সপ্তাহ তিনি অজ্ঞান ছিলেন। আর হাসপাতালে ছিলেন এক মাসের বেশি সময়।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে আরেক দুর্যোগে পড়েন তিনি। এবার আহত হন পেলেটে। আবার ছুটে যান হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা জানান, তার বাম চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে, ডান চোখ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আশরাফ বলেন, পেলেটের যন্ত্রণা একইসাথে মানসিক ও শারীরিক। পেলেটের শিকাররা মারাত্মক মানসিক সঙ্কটে থাকেন। তাদের সবসময় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের তদারকিতে থাকতে হয়।

তিনি বলেন, আমার দেহের ভেতরে এখনো ৬৫০টির বেশি পেলেট আছে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা বাড়লে পেলেটগুলোও গরম হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, আমি বুঝি দোজখের আগুনে জ্বলছি। তখন মৃত্যু কামনা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

আশরাফ *সাউথ এশিয়ান মনিটর*কে বলেন, তার সমিতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো কাশ্মীরীদের প্রতি সরকার যে আচরণ করছে, সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করা। তারা পেলেট গান কাশ্মীরে পুরোপুরি বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানও জানাচ্ছে।

আশরাফ বলেন, আমরা প্রতি শুক্রবার বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে সাহায্য কামনা করি আমাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য। আমরা লোকজনকে বলি, পেলেট আমাদের কী ক্ষতি করেছে। আমরা চাই না কাশ্মীরীদের আরেকটি প্রজন্ম এই যন্ত্রণা ভোগ করুক।

বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণ বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে : বাবুনগরী

বহুল আলোচিত শহীদ বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাটহাজারী মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, কট্টর হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার গায়ের জোরে বাবরি মসজিদের পবিত্র জায়গায় অপবিত্র মন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর করায় বিশ্ব মুসলিমের কলিজায় রক্তক্ষরণ হয়েছে। মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণ মুসলমানরা কখনো মেনে নেবে না। আজ নয় কাল বিশ্বমুসলিম বাবরি মসজিদকে পুনরুদ্ধার করবে,ইনশাল্লাহ।

তিনি বলেন, মসজিদ আল্লাহ তায়া'লার ঘর, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা। মুসলিম উম্মাহর ইবাদতের পবিত্র স্থান। যেখানে একবার মসজিদ নির্মাণ হয় তা সর্ব সময়ের জন্য মসজিদের হুকুমেই থেকে যায়। সেই জায়গার পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর করে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে। ভারত সরকারের এ কাজ মসজিদকে অবমাননার শামিল। আল্লাহ তায়ালার ঘর মসজিদের সাথে এই বেআদবীমুলক আচরণের কারণে মোদি সরকারের মসনদ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, আজ মুসলমানদের পবিত্র স্থানে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর করে মুসলিম উম্মাহর কলিজায় ছুরিকাঘাত করেছে উগ্রবাদী মোদি সরকার। বাবরি মসজিদ স্রেফ একটি মসজিদ নয় উল্লেখ করে আল্লামা বাবুনগরী বলেন- বাবরি মসজিদ মুসলমানদের পাঁচশত বছরের ঐতিহ্য। মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর করে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার বিষয়টি ভারতের কুফুরী সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মান কাজ শুরু করে মুসলমানদের সেই ধর্মীয় স্বাধীনতাও হরন করা হয়েছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন তা বিশ্বের সকল মুসলমানদের। বাবরি মসজিদ ইস্যু স্রেফ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এর সাথে বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতির সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। তাই ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে পুনরুদ্ধারে বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়য়ের অপরিহার্য দাবী।**(সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)**

গাম্বিয়াকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যার তথ্য দিতে ফেসবুকের অস্বীকৃতি

রোহিঙ্গা গণহত্যার বিষয়ে ফেসবুক মিয়ানমার আর্মির যোগাযোগের কোনো তথ্য গাম্বিয়াকে দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। কোনো দেশের সম্পর্কে এভাবে তথ্য দেয়ার মার্কিন আইনের পরিপন্থী। যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতে তথ্য না দেয়ার পক্ষে এমন যুক্তি উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠানটি।

গত জুনে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে)-এ মামলা করার পর মিয়ানমারের কর্মকর্তারা কখন কিভাবে, কার সঙ্গে কি আলোচনা করেছেন এসব তথ্য চেয়ে অনুরোধ করা হয়। সেই অনুরোধে সাড়া না দেয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।'

রয়টার্স এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে গামবিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল দাওয়াদা জাল্লোও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এর আগে এ বছরের ২০ জানুয়ারি নেদারল্যাডন্সের দ্য হেগের আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (আইসিজে) মিয়ানমারকে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করে এবং গণহত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানায়।

সে সময় ওই মামলার বাদি গাম্বিয়ার বিচারমন্ত্রী আবুবকর তাম্বাদু বলেন, 'রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক বাসিন্দারা সংগঠিত হামলা চালাচ্ছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, মায়ের কোল থেকে শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে মারছে, পুরুষদের ধরে ধরে মেরে ফেলছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে এবং সব রকমের যৌন নির্যাতন করছে।'

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যার বিষয়ে সে দেশের গণমাধ্যমকে সরকার কোনো খবর প্রকাশ করতে বাধা দেয়ায় ঘটনা আড়ালে থেকে যায় দীর্ঘ দিন। সংবাদ প্রকাশের জেরে আটক করা হয় রয়টার্সের দুই সাংবাদিককও। অন্যদিকে রোহিঙ্গারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে গণহত্যার বিষয়ে কোনো পোস্ট করলে সেটি মুছে দিতো ফেসবুক। দাবি করে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা এক্টিভিস্ট। বন্ধ করে দেয়া হয় রোহিঙ্গাদের পরিচালিত বেশ কয়েকটি কমিউনিটি গ্রুপ। এতে গণহত্যার খবর গোপন থাকে। কিন্তু ২০১৭ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহে গণহত্যা ভয়াবহ রূপ নেয়। রোহিঙ্গারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে থাকেন। তখন বাংলাদেশের গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হতে থাকলে বিশ্বের দৃষ্টি গোচর হয় ঘটনাটি।

পক্ষান্তরে মিয়ানমার সেনাবাহিনী এক তরফা ফেসবুকে রোহিঙ্গা বিরোধী মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করতে থাকে। যার বিরুদ্ধ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ফেসবুক। গণহত্যার বিষয়ে জাতিসংঘের নিন্দা ও ফেসবুকের এমন কার্যক্রমের সমালোচনা শুরু হয় বিভিন্ন মাধ্যমে।

সূত্র: রয়টার্স

০৭ই আগস্ট, ২০২০

ইসলাম গ্রহণ করলেন বিশ্বখ্যাত ভারোত্তলক রেবেকা কোহা

বিশ্ববিখ্যাত ভারোত্তলক রেবেকা কোহা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। গত রোববার ইনস্টগ্রামে একটি ছবি প্রকাশ করে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেন তিনি। ইন্সটাগ্রাম পোস্টে রেবেকা লেখেন, 'আজকের দিনটি আমার কাছে একটি বিশেষ দিন। কারণ আজ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

তিনি আরও লেখেন, 'আজ দুপুর তিনটা ৪৮ মিনিটে আমি কালেমা শাহাদত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছি।' সংবাদমাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর রেবেকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে তার পুরোনো সব ছবি সরিয়ে ফেলেছেন। ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লাটভিয়ার অধিবাসী এ নারী ইসলামের অনুসারী হিসেবে হিজাব পরিধানও শুরু করেছেন। এছাড়া তার কোনো ছবি প্রকাশ না করার অনুরোধ করে ওই পোস্টে রেবেকা লেখেন, 'একজন মুসলিম হিসেবে সবার প্রতি আমার অনুরোধ, এখন থেকে কেউ যেন আমার কোনো ছবি পোস্ট না করে। আমার চুল ও শরীরের কোনো অঙ্গ প্রকাশ পায় এমন কোনো ছবি কেউ যেন প্রকাশ না করে। দৈনিক সংগ্রাম

কাশ্মীর সংযুক্তির এক বছরে শক্তিশালী হওয়া থেকে বহু দূরে ভারত

কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এই অঞ্চলকে ভারতের সাথে যুক্ত করার জন্য মোদি সরকারের নেয়া সিদ্ধান্তের এক বছর পরেও আঞ্চলিক ভারসাম্য তাদের অনুকূলে যায়নি। বরং উল্টাটা হয়েছে। এই সংযুক্তির কারণে এতদিন যেটা ইন্দো-পাক দ্বিপাক্ষিক একটি ইস্যু ছিল, সেখানে এখন চীন যুক্ত হয়ে এটা কার্যত ত্রিপক্ষীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

ভারত তাদের 'হিন্দুস্তান' এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাশ্মীরের জনমিতিক চেহারা বদলে ফেলার চেষ্টা করছে। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের কাশ্মীরে ভূমি কেনার অধিকার দিয়েছে তারা। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের বেশির ভাগই উল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। চীন এখন তাদের ভূমিকা নতুন করে নির্ধারণ করেছে এবং এ অঞ্চলের ব্যাপারে তাদের নীতিতে পরিবর্তন এনেছে।

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের সংযুক্তি থেকে এই ইঙ্গিত মিলেছে, যে কোন সময় তারা চীনা নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলকে নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু চীনের আগাম প্রতিজবাব, তাদের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ – এই সবকিছুই ভারতের কর্মকাণ্ডের যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই সব কিছু পরিস্থিতিকে ভারতের জন্য অনেক বেশি জটিল করে দিয়েছে, যেটা এক বছর আগেও ছিল না।

পরিস্থিতি যেটা দাঁড়াচ্ছে, তাতে কাশ্মীরের ব্যাপারে যে কোন ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চীন একটা অনিবার্য পক্ষ হয়ে থাকবে। অন্যভাবে বললে ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত কাশ্মীরকে যদি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ইস্যু হিসেবে দেখা হয়, তাহলে এর পর থেকে সেটা ত্রিপক্ষীয় ইস্যু হয়ে গেছে।

লাদাখে চীন ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে এবং পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বহু বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে যাচ্ছে তারা। ফলে চীনের স্বার্থ এখানে অনেকে বেড়ে গেছে। এর অর্থ হলো, ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখায় বড় ধরনের কোন সঙ্ঘাত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে চীন সেখানে সরাসরি জড়িয়ে যাবে।

একইভাবে, পাকিস্তানও তাদের অবস্থান সংহত করার জন্য বিতর্কিত কাশ্মীর এলাকায় বিনিয়োগের জন্য চীনকে প্রস্তুত করেছে। পশ্চিমা মূলধারার গণমাধ্যমে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, এই চীনা বিনিয়োগ আসলে ‘ভারতের উপর একটা আঘাত’।

অতি সাম্প্রতিক ও সম্ভবত সবচেয়ে বড় চীন-পাকিস্তান বিনিয়োগ হয়েছে পাকিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম বাঁধ, দিয়ামের বাসা ড্যাম নির্মাণে। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ব চায়না পাওয়ার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাণিজ্যিক শাখা ফ্রন্টিয়ার ওয়ার্কস অর্গানাইজেশান যৌথভাবে এই বাঁধ নির্মাণ করছে।

সিপিইসির অধীনে দিয়ামের বাসা ড্যাম ছাড়াও আরও দুটি প্রকল্পে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য চুক্তি করেছে ইসলামাবাদ আর বেইজিং। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে দুটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ৪ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করা হবে, যেখান থেকে ১,৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।

চীন যখন এ অঞ্চলে প্রভাব বাড়াচ্ছে, তখন বিষয়টা ভারত আর চীনের বিদ্যমান উত্তেজনাকে আরও তীব্র করবে। অন্যভাবে বললে, এমনকি ভারত যদি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের চিন্তাও করে, সে ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলবিদদের বিবেচনায় ‘চীন ফ্যাক্টরের’ বিষয়টিকেও নিতে হবে।

সত্যি হলো, লাদাখে চীন-ভারত সঙ্ঘর্ষের পর থেকে হিসেব নিকেশ একেবারে পাল্টে গেছে। হিন্দুত্ববাদী ‘অখণ্ড ভারতের’ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পুরো অঞ্চলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার যে ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে ভারতের, সেটার বিরুদ্ধে এটাকে চীন-পাকিস্তানের জবাব হিসেবে দেখা যেতে পারে।

লাদাখের সঙ্ঘর্ষ-পরবতী বাস্তবতা থেকে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে যে, এ অঞ্চলে এবং বিশ্বে ভারতের আরও পেশিবহুল ভূমিকার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন রয়েছে মোদি সরকারের, সেটা হয়তো পূর্ণ হবে না।

লাদাখে ভারতের অগ্রসর হওয়া এবং চীনকে পিছনে ঠেলে দেয়ার সাফল্যকে যদি এই ধরনের ভূমিকার লিটমাস পরীক্ষা হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সে পরীক্ষায় ভারত নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে কৌশলগত পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছে ভারত।‘উহান স্পিরিট’কে পুনরুদ্ধার করতে নয়াদিল্লীর আরও বহু সময় লেগে যাবে।

এটা সত্য যে, এই সব কিছু ঘটার একটা বড় কারণ হলো এই অঞ্চলে নিজেদের দুর্বল অবস্থানকে ঢাকার জন্য ভারত বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চীন যেখানে বিতর্কিত অঞ্চলের চারপাশে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করেছে, সেখানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করছে, যে ধরনের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরাইলের মধ্যে রয়েছে। আর এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

অনেকটা গভীর মার্কিন-ভারত কৌশলগত সম্পর্কের অজুহাত হিসেবে ভারতের নীতি নির্ধারকরা এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছে যে, এখানে একটা 'প্রতিকূল পরিবেশ' সৃষ্টি হয়েছে এবং 'দুই ফ্রন্টের যুদ্ধের' আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যেটা তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে ও যেখানে তাদেরকে লড়তে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো: এ ধরনের যুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার জন্য বা এই 'প্রতিকূল পরিবেশ' কার্যকরভাবে দমনের জন্য যথেষ্ট অভ্যন্তরীণ সম্পদ কি ভারতের আছে?

ভারতের নড়বড়ে অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় পরিবর্তনের জন্য কতটুকু তারা এগুতে পারবে। ঢিলেঢালা হিসেবেও ২০২০ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতের অর্থনীতি প্রায় ২০ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে – নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝির পর এবারই প্রথম অর্থনৈতিক সঙ্কোচন দুই অঙ্কের কোঠা পার করলো। করোনা আক্রান্তের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রাজিলের পর তিন নাম্বারে ভারত। তাই মনে হয়, বছরের বাকি দুই কোয়ার্টারে তাদের অর্থনীতি আরও সঙ্কুচিত হবে।

এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখে মোদি সরকার তাদের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন করতে পারবে না – লাদাখে মার খাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা তাদের প্রয়োজন। তাছাড়া 'দুই ফ্রন্টের যুদ্ধ' মোকাবেলার জন্য তারা প্রতিরক্ষা খাতেও আরও সম্পদ নিয়ে আসতে পারবে না। সাম্প্রতিক সঙ্ঘর্ষের সময় পিএলএ লাদাখ এলাকায় যে ৪০-৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিজেদের দখলে নিয়েছে, সেটা এখন পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি ভারত।

ভারত যদিও আশা করছে যে, চীনের বিপরীতে তারা মার্কিন সমর্থন পাবে, কিন্তু লাদাখের ঘটনা আবারও দেখিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে খুব একটা নির্ভরযোগ্য অংশীদার হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের দিকে ঝুঁকছেন। তার পরাজয়টা ক্রমেই একটা সম্ভাবনা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি নির্বাচন পেছানোর সুযোগ খুজছেন।

ট্রাম্পের পর, নতুন মার্কিন প্রশাসন হয়তো চীনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়াতে চাইবে না বা এশিয়াতে চীনকে দমনের জন্য ভারতের সাথে কৌশলগত সম্পর্কেও অংশ নিতে চাইবে না, এই সম্ভাবনাও রয়েছে।
সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

০৬ই আগস্ট, ২০২০

স্বরুপকাঠিতে জায়েজ বিয়ে বন্ধ করলো মুরতাদ সরকারের ইউএনও, জরিমানা

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিতে এসএসসি পাস এক ছাত্রীর (১৬) বিয়ে বন্ধ করলো তাগুত বাহিনীর সদস্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোশারেফ হোসেন। বিয়ে বন্ধ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী হাকিম বর শাহ জামালকে ৫০ হাজার ও কনের পিতা মো. মাহবুব হোসেনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ওই ছাত্রীর বাড়ি উপজেলার স্বরূপকাঠি সদর ইউনিয়নের পুর্ব অলংকারকাঠি গ্রামে। সে এবছর অলংকারকাঠি এম আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেছে।

ওই ছাত্রীর বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে- এমন সংবাদ পেয়ে বুধবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী হাকিম বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিয়ে ভেঙে দেন এবং সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বরকে ৫০ হাজার টাকা ও কনের পিতাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় তিনি ওই ছাত্রীকে ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেওয়ার নির্দেশ দেন। বর শাহ জামাল (৩৮) উপজেলার সোহাগদল ইউনিয়নের পশ্চিম সোহাগদল গ্রামের নূর মোহাম্মদের পুত্র।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

সন্ত্রাসী আ'লীগের ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, নিহত ১, টেটাবিদ্ধসহ আহত ৫

আড়াইহাজারে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত ও টেটাবিদ্ধসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে ও বৃহস্পতিবার সকালে উচিৎপুরা ইউনিয়নের কাদিরদিয়া গ্রামে দুই দফা সংঘর্ষে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম আনোয়ার হোসেন (৫০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে এবং উচিৎপুরা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জাফরের বড় ভাই।

উচিতপুরা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য হানিফ ও ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জাফর গ্রুপের সাথে সংঘর্ষের এই ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রত্যদর্শী সূত্রে জানা গেছে, উচিৎপুরা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সদস্য হানিফের সাথে উচিৎপুরা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জাফরের সাথে রাজনৈতিক বিরোধ রয়েছে। এরই জেরে ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় হানিফ মেম্বার তার দলবল নিয়ে তাদের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় বসত ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। পরে ৬ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ফের হামলা চালানো হয়। এতে আনোয়ার নিহত হন। আহতদের একজনকে ঢাকায় এবং বাকিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। নয়া দিগন্ত

পাকিস্তান | পাক-আফগান সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর ৮টি পোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ

পাক-আফগান সীমান্তে মুরতাদ পাকি সৈন্যদের ৮টি পোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছেন পাকিস্তানের অন্যতম শক্তিশালি জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন।

তেহরিক-ই-তালেবান এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ৬ আগস্ট বুধবার দ্বিপ্রহরের সময় পাক-আফগানের দেরপাডে সীসান্তে অবস্থিত মুরতাদ পাকিস্তানী সেরাদের ৮টি পোস্টে ভারী অস্ত্র দ্বারা সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপি এর জানবায মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর পোস্টগুলো ধ্বংস এবং বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাথমিক সংবাদ অনুযায়ী ৭ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে হতাহতের পরিসংখ্যান আরো অনেক বেশি।

মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই অভিযানে মুজাহিদগণ স্নাইপার, তুপ-কামান, ক্লাশিনকোভ, 60mm, 75mm, 81mm, 82mm, spg2, spg9, atr82, BM, অস্ত্রশস্ত্র ব্যাবহার করেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কমান্ডার ও জেনারেলসহ ১৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত, সামরিক ঘাঁটি বিজয়

সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে ১৫ সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

"শাহাদাহ্ নিউজ" এর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ৫ আগস্ট বুধবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার বাইদাওয়ে শহরের "ডেনোনাই" অঞ্চলে মুরতাদ সোমালিয় সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এসময় মুরতাদ বাহিনীর সহায়তার জন্য আসা মুরতাদ বাহিনীর অন্য একটি কাফেলাতেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১ জেনারেল ও ৪ সেনা অফিসারসহ ১৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

এভাবেই মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ের পর মহান রবের সাহায্যে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ফিরে দেখা: মালাউনদের আগ্রাসনের কবলে কাশ্মীরীদের বিগত বছর

৫ আগস্ট, ২০১৯।এক বছর আগের কথা। সেদিন ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের সব সুবিধা বাতিল করে দিয়েছিল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার। দেওয়া হয়েছিল নতুন কাশ্মীর গঠনের মিথ্যা আশাবাদ। বলা হয়েছিল, নতুন কাশ্মীরে থাকবে না সহিংসতা, উন্নতিতে শীর্ষে উঠবে উপত্যকা অঞ্চলটি। কিন্তু, এক বছর পর তার কতটুকু পূরণ হয়েছে?

হ্যাঁ, একটি বিষয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। কারাগারগুলো আটক ব্যক্তিতে উপচে পড়েছে। অনেক কাশ্মীরি জানেনই না, তাদের স্রেফ 'উবে যাওয়া' আত্মীয়স্বজন আদৌ বেঁচে আছেন কিনা! বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গত বছরের নভেম্বরে সরকার পার্লামেন্টে একটি হিসাব দিয়েছিল। তাতে প্রকাশ, ওই বছরের ৪ আগস্ট থেকে প্রায় ৫ হাজার ১৬১ জন কাশ্মীরিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর গ্রেপ্তার না দেখানো আটকের কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। পাবলিক সেফটি অ্যাক্টের (পিএসএ) আওতায় কতজনকে আটক করা হয়েছে এবং কতজন এখনো পর্যন্ত কারাগারে আটক আছে—তার সঠিক হিসাব কেউই দিতে পারে না। বিবিসি কাশ্মীরের পুলিশ বিভাগের প্রধান বিজয় কুমারের কাছে এ বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছেন, এত 'স্পর্শকাতর তথ্য' জানানো সম্ভব নয়।

শ্রীনগরভিত্তিক মানবাধিকার কর্মী পারভেজ ইমরোজ বিবিসিকে বলেন, এই আটক ও গ্রেপ্তারের মূল উদ্দেশ্য ভয় সৃষ্টি করা। গত বছরের ৫ আগস্টের পর এই কাজে সরকার সফল। কাশ্মীরিদের মুখ বন্ধ রাখতে এমন ধরপাকড় ভালো কাজে দিয়েছে। সরকার চেয়েছিল, সাধারণ কাশ্মীরিরা যেন নতুন আইনের বিরোধিতায় ঘর থেকে বের না হয়। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরে জনমিতিসংক্রান্ত পরিবর্তন আনতেই এই কাজ করে বিজেপি। মোদি নিজে বলেছিলেন, এর মধ্য দিয়ে ভারতে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। কারণ তাঁর মতে, জম্মু-কাশ্মীরের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ভারতবিরোধী সহিংসতা সৃষ্টির প্রধান কারণ।

এই অঞ্চলে যাতে জনমিতি-সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন না হতে পারে, সেই জন্যই কাশ্মীরের অনাবাসিক ভারতীয়রা সেখানে স্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারতেন না। তবে নতুন আইনে জম্মু-কাশ্মীরের সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রদ করে দেয় মোদি সরকার। একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এর রাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চল এখন সরাসরি কেন্দ্রশাসিত এলাকায় পরিণত হয়েছে।

আল জাজিরার এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বিশেষ মর্যাদা রদের পরের ছয় মাস জম্মু-কাশ্মীর ছিল কঠোর নিরাপত্তামূলক লকডাউনের আওতায়। ইন্টারনেট সুবিধা ছিল না বললেই চলে। ল্যান্ডফোন ও মোবাইল ফোনসহ সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হাজারো রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।

বিশেষ সুবিধা রদের এক বছর পূর্তির দিনে কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে দা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একটি ছবির গল্প প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা এক কাশ্মীরকে। রাস্তায় রাস্তায় ছিল কড়া নিরাপত্তা, ছিল ড্রোন থেকে শুরু করে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। শ্রীনগরের রাস্তায় চোখে পড়েছে সেনাযানও।

কাশ্মীরের বিশেষ সুবিধা রদের পক্ষে বিজেপি সরকারের একটি প্রধান যুক্তি ছিল, সহিংসতা দমন। কিন্তু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্ক্রল ডট ইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সহিংসতার পরিমাণ অন্যান্য বছরের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। কথিত 'জঙ্গি' অভিযানের নামে হত্যা করা হয়েছে ১১৮ জনকে। হতাহতের সংখ্যা বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্মীরে রক্ত ঝরেছে প্রচুর।

প্রিয়জনদের ফেরার অপেক্ষায় এক বছর অতিক্রম করলেন কাশ্মিরিরা

গত বছরের ৫ আগস্ট ভারতের সরকার জম্মু এবং কাশ্মিরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিল করেছিল।

বিতর্কিত এই পদক্ষেপের আগে ভারত সরকার কাশ্মিরে হাজার হাজার মানুষকে আটক করে। এদের অনেকেই ভারতের নানা জায়গায় জেলে এখনো বন্দী। তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে গুরুতর সব অভিযোগ।

৬ আগস্ট রাতে তাসলিমা ওয়ানি আর তার পরিবার ছিলেন গভীর ঘুমে। হঠাৎ দরোজায় জোরে জোরে ধাক্কার শব্দে তারা জেগে উঠলেন।

তার আগের দিন দিল্লিতে ভারত সরকার এমন এক ঘোষণা দিয়েছেন, যা পুরো দেশকে স্তম্ভিত করেছে। যে সাংবিধানিক ধারা বলে জম্মু এবং কাশ্মিরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, সেটি ভারতের উগ্রবাদী সরকার বাতিল করে। জম্মু এবং কাশ্মির রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। পুরো কাশ্মির উপত্যকা জুড়ে এক অভূতপূর্ব কারফিউ জারি করে বন্ধ করে দেয়া হয় সব ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা।

তাসলিমা ওয়ানির বাড়িতে যারা এসেছিল, তারা সেনাবাহিনী আর পুলিশের এক যৌথ দল।

"ওরা চিৎকার করে আমাদের দরজা খুলতে বলছিল। আমরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম", বলছিলেন তিনি।

"ওরা আমাকে ঘরের ভেতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর আমার দুই ছেলেকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। ওদের ১৫ মিনিট ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। তারপর ওরা চলে গেল।"

কিন্তু পরে আবার তারা ফিরে এলো। এবার তারা বড় ছেলে ১৯ বছরের নাদিমকে বললো, এক প্রতিবেশির বাড়ি চিনিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সঙ্গে যেতে হবে। সেটাই ছিল ছেলের সঙ্গে তাসলিমা ওয়ানির শেষ দেখা।

নাদিমকে একটি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে আটক করা হয়। এরপর পাঠিয়ে দেয়া হয় এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের এক জেলখানায়।

নাদিম ওয়ানি সম্পর্কে ভারতীয় পুলিশের একটি গোপন ফাইল বিবিসি দেখেছে। এটিতে নাদিম ওয়ানিকে একজন 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার' বা প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাশ্মিরের সশস্ত্র বিদ্রোহী

গোষ্ঠীগুলোর যেসব সদস্য সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত নয়, কিন্তু অন্যান্য কাজে সাহায্য করে, তারাই হচ্ছে মালু বাহিনীর ভাষায় 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার।'

নাদিম ওয়ানির বিরুদ্ধে আরও যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে আছে ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে পোস্টার লাগানো। সেসময় নাদিমের বয়স ছিল ১৫।

তাসলিমা ওয়ানি বলেন, "আমি আমার ছেলেকে জানি। ও কখনো কোন বেআইনি কাজে অংশ নেয়নি। আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, দয়া করে আমার ছেলেকে মুক্তি দিন।"

তাসলিমা ওয়ানির স্বামী মোহাম্মদ আশরাফ ওয়ানি গত এক বছরের মধ্যে মাত্র একবার জেলে তার ছেলেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

নাদিমের মতো আরও হাজার হাজার কাশ্মিরি এভাবে জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে। গত বছরের ৫ আগস্টের আগে শুরু হওয়া এক ব্যাপক

অভিযানে তাদের ধরা হয়। এই অভিযান অব্যাহত ছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে।

রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, অ্যাক্টিভিস্ট থেকে শুরু করে যাদের বিরুদ্ধেই কোন প্রতিবাদ-বিক্ষোভে যোগ দেয়ার অভিযোগ আছে, বা দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করা হয়, তাদেরকেই ধরা হয়েছে। কাউকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেককে গৃহবন্দী করা হয়েছে।

ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ স্বদেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কিন্তু ভারত সরকার দাবি করে, কাশ্মির অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এর দরকার আছে। কারণ সেখানে সম্প্রতি স্বাধীতাকামীসদের তৎপরতা বেড়েছে।

নাদিম সহ অনেক কাশ্মিরিকেই আটক করা হয়েছিল বিতর্কিত এক জননিরাপত্তা আইন, পাবলিক সেফটি এ্যাক্টে (পিএসএ)। এই আইনে কোন অভিযোগ না এনেই কাউকে দুবছর পর্যন্ত আটক রাখা যায়।

এই ব্যাপক অভিযানে কত কাশ্মিরিকে আটক বা কারাবন্দী করা হয় তা স্পষ্ট নয়। গত বছরের ২০ নভেম্বর সরকার পার্লামেন্টে জানিয়েছিল, আগস্টের ৪ তারিখ হতে তারা মোট ৫ হাজার ১৬১ জনকে গ্রেফতার করে। এদের কতজনের বিরুদ্ধে পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে অভিযোগ আনা হয়েছে বা কতজন এখনো বন্দী তা জানা যায়নি।

'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়া কাশ্মিরিদের বাবা-মায়েরা মিলে গড়ে তুলেছেন একটি নাগরিক সংগঠন । আদালতের যেসব নথি তারা সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যায়, ২০১৯ সালে পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে আটক কাশ্মীরিদের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে মোট ৬৬২টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১২টিই করা হয় ৫ আগস্টের পর।

কাশ্মির পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল বিজয় কুমারের কাছে এধরণের গ্রেফতারের তথ্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন, 'এরকম স্পর্শকাতর তথ্য' তার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।

কাশ্মিরের মানবাধিকার কর্মীদের ধারণা, এসব গণগ্রেফতার এবং আটক করার ঘটনা সেখানকার মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে করা।

শ্রীনগরের একজন মানবাধিকার কর্মী পারভেইজ ইমরোজ বলেন, "এসব গ্রেফতারের উদ্দেশ্য জনগণকে চুপ করিয়ে দেয়া। অনেককেই ধরা হয়েছে পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে। কাউকে কাউকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ভয় ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। সরকার এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল কেউ যেন তাদের বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে নতুন আইনের প্রতিবাদ না করে।"

একই কথা বললেন শ্রীনগরের সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার হারুন রেশি।

"৫ আগস্ট যা করা হয়েছিল, তা এক বিরাট ঘটনা। ভারত সরকার জানতো এটা কাশ্মিরে গণঅসন্তোষ তৈরি করবে। তারা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া শোনা যাক, সেটা তারা চায়নি", বলছেন তিনি।

বন্দী দশা থেকে যারা মুক্তি পেয়েছেন, তারা বলছিলেন, আটক থাকার সময় তাদের কী যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

কাশ্মীরের একটা আঞ্চলিক অনলাইন পত্রিকা 'কাশ্মীরিয়াত।' এটির সম্পাদক কামার জামান কাজি জানান, কয়েকটি 'টুইট' করার ব্যাখ্যা চেয়ে তাকে একবার তলব করা হয়। এর কদিন পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

৫ আগস্টের আগে পুরো কাশ্মির অঞ্চলে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হচ্ছিল। সরকার তখনো কোন ইঙ্গিত দেয়নি, কী ঘটতে চলেছে। পুরো অভিযানটির প্রস্তুতি চলছিল খুবই গোপনে।

২৬ জুলাই কামার জামান কাজি একটি টুইট করেন, যাতে তিনি এই সৈন্য চলাচল নিয়ে কথা বলেন। তার টুইটটি স্থানীয় পুলিশের নজরে পড়ে। এরপর তাকে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তাকে আটক করা হয়।

৮ আগস্ট তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ভারত শাসিত কাশ্মিরের রাজধানী শ্রীনগরের কেন্দ্রীয় জেলে।

"সেখানে আমাদের উলঙ্গ করে করে রাখা হয়। আমরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনি", বলছিলেন তিনি।

তিনি জানান, সেখানেই তাকে বলা হয়েছিল, পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে তাকে আটক করা হয়েছে। তাকে এখন উত্তর প্রদেশের বেরিলি জেলে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

"ওরা যখন আমাদের সামরিক বিমানে তুলছিল, তখন আমরা উর্দূ কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের সেই প্রতিরোধের কবিতা আবৃত্তি করছিলাম, 'হাম দেখেঙ্গে।'

তার পরিবার জানতেন না, তাকে কোথায় রাখা হয়েছে। তারা কাশ্মিরের চারটি জেলখানায় ঘুরে তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাদের ৫২ দিন লেগেছিল তার হদিস পেতে। যখন তারা কামার জামান কাজিকে খুঁজে পেলেন, দেখলেন, তার পরনে তখনো সেই শার্টটি, যেটি পরে তিনি থানায় পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন।

একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার বিরুদ্ধে জারি করা আটকাদেশটি প্রত্যাহার করে নেয়ার পর তিনি মুক্তি পেয়েছেন। তিনি আমাকে জেলখানায় পরা সেই টি শার্টটি দেখাছিলেন। সেটির জীর্ণ অবস্থা, ১১৯ টি ছিদ্র সেটিতে।

"সবচেয়ে বাজে ব্যাপার ছিল, আমি বার বার অনুরোধ করার পরও জেলখানায় ওরা আমাকে কোন কাগজ-কলম দেয়নি। নয় মাস ধরে যে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে আমি গিয়েছি, সেগুলো আমি লিখতে চেয়েছিলাম।"

এ সপ্তাহের শুরুতে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে একটি রিপোর্ট লেখার জন্য। কর্তৃপক্ষ তার পরিবারকে বলেছে, ৬ আগস্টের পর যখন কারফিউ তুলে নেয়া হবে, তখন যেন তারা জামিনের আবেদন করে।

পুরো কাশ্মির জুড়ে হাজার হাজার পরিবার তাদের প্রিয়জনের নিরাপত্তা নিয়ে এখনো উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে করোনাভাইরাস মহামারির পর।

এরকম একটি পরিবারের মা সারা বেগম। তার ছেলে ওয়াসিম আহমদ শেখ গত বছরের ৮ আগস্ট হতে জেলে বন্দী। সেদিন তিনি থানায় গিয়েছিলেন পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে। তার আগের দিন পুলিশ ওয়াসিমদের বাড়িতে এসেছিল তার সন্ধানে।

তার বিরুদ্ধে পুলিশের দিকে ঢিল ছোঁড়া এবং মুক্তিকামীদের সাহায্য করার অভিযোগ আনা হয়।

আটক করার পর ওয়াসিমকেও বহু দূরে উত্তর প্রদেশের এক জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত পরিবারের কেউ ওয়াসিমকে দেখেননি।

মা সারা বেগমের আশংকা, তিনি বা তার ছেলে দুজনের কেউ একজন হয়তো করোনাভাইরাসে মারা যাবেন, তার আগে মা-ছেলের মধ্যে আর দেখা হবে না।

"আমরা দুজন এক সঙ্গে মরতে চাই। আমার আদরের সন্তানকে আমি গত ১১ মাসে একবারও দেখিনি", কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন তিনি।

"আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি, তারা আমার ছেলেকে যদি মুক্তি দিতে নাও চায়, তাকে যেন অন্তত কাশ্মিরের কোন জেলখানায় নিয়ে আসে।"

বিবিসি

শহীদ বাবরি মসজিদ স্থানে রাম মন্দির: মুসলিম হৃদয়ে রক্তক্ষরণের নতুন মাত্রা

ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে ধারণ করা এক আবেগ ও ভালবাসার নাম। ১৫২৮ সালে ঐতিহাসিক এ মসজিদটি নির্মাণ করেন মোগল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি।

সেনাপতি মীর বাকি বাবরি মসজিদ নির্মাণের ৩৫৭ বছর পর ১৮৮৫ সালে মসজিদটি নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক ও আইনি লড়াই। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে মহন্ত রঘবীর দাসের দায়ের করা এক মামলা থেকে সেনাপতি মীর বাকি নির্মিত বাবরি মসজিদ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। মহন্ত রঘবীর দাসের দায়ের করা মামলা খারিজ করে দেয় ব্রিটিশ আদালত।

এরপর ১৯৪৯ সালের ২২ডিসেম্বর রাতে বাবরি মসজিদে রাম ও সীতা মূর্তি রেখে আসে অজ্ঞাতনামা হিন্দু উগ্রবাদীরা। এঘটনাকে অলৌকিক দাবী করে প্রার্থনা শুরু করে মন্দিরপন্থীরা। এ ঘটনার পর ১৯৫০সালে মসজিদে তালা দেয় ভারতীয় আদালত।

১৯৫৯সালে হিন্দুদের পক্ষে জমি চেয়ে মামলা করেন নির্মোহী আখড়া। অপরদিকে ১৯৬১ সালে মসজিদের জমির মালিকানা দাবী করে মুসলমানদের পক্ষে আদালতের দারস্থ হন উত্তর প্রদেশ মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড।১৯৮০-র দিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও তাদের রাজনৈতিক সহযোগী কট্টোর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা ওই স্থানে রাম মন্দির নির্মানে প্রচারাভিযান চালায়।

১৯৮৬সালে আদালত মসজিদের তালা খোলার নির্দেশ দিলে ১৯৯০সালে এ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে বেশ কিছু শোভাযাত্রা ও মিছিল বের করে লাল কৃষ্ণ আদভানি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি দেড় লাখ কর সেবক নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করে। পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্য এদিনে শোভাযাত্রা চলাকালীন সময়ে উগ্রবাদী হিন্দুরা সহিংস হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত এমসজিদটি শহীদ করে মুসলিমদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে।

পরবর্তীকালের অনুসন্ধানে ঘৃণ্য এ অপরাধে ৬৮ জনের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে, যাদের অধিকাংশই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বিজেপির নেতা বলে জানা যায়। ৩ এপ্রিল ১৯৯৩ সালে সংসদে এক আইন পাশ করিয়ে এ জমি দখল করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড, নির্মোহী আখড়া ও রামলালা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে এই তিনভাগে জমিটি ভাগ করার রায় দেয় এলাহাবাদের তিন বিচারকের বেঞ্চ। কিন্তু ২০১১ সালের ৯মে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এ রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় এবং ৯ নভেম্বর শনিবার ২০১৯ অযোধ্যার এ জমিটিতে হিন্দুদের মন্দির নির্মাণ ও মুসলিমদের বিকল্প ৫একর জমি দেওয়ার বিতর্কিত ও সাম্প্রদায়িক এক রায় দেয় ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট।

১৮৮৫সালে বাবরি মসজিদ নিয়ে ১৩৪ বছরের বিতর্কের পর ৫ আগস্ট বাবরি মসজিদস্থলে রাম মন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মোদী সরকার।

মোদী সরকারে এমন কাজ মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ বাড়িয়েছে বলে মন্তব্য করছেন ইসলামী ব্যক্তিত্বরা।

এদিকে ভারতীয় মুসলমানদের জনপ্রিয় সংগঠন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা অলি রহমানি বলেছেন, তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র এবং আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবাও একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শিরক ও মূর্তিপূজার আখড়া ছিল। অবশেষে মক্কা বিজয়ের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে পুনরায় তা তাওহীদের মারকায হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা পুরোপুরি আশাবাদী, শুধু বাবরি মসজিদই নয়; এই পুরো বাগান একদিন তাওহীদের সুরে মুখরিত হবে। আমাদের কর্তব্য হলো, এ কঠিন পরিস্থিতিতে

নিজেরা গুনাহ থেকে তওবা করা। নিজ নিজ স্বভাব ও আচরণকে সুন্দর করা। ঘর এবং সমাজে দ্বীনদার বানানো। এবং পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করা।

০৫ই আগস্ট, ২০২০

খোরাসান | যুদ্ধবিরতী শেষে মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত ও আহত ১৫ সেনা সদস্য

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইমারতে ইসলামিয়ার ঘোষিত ৩ দিনের যুদ্ধবিরতি শেষে পূণরায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালাতে শুরু করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের "রাবাত সাংগি" জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ টি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং টি ট্যাঙ্ক আংশিক ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও উক্ত হামলায় ৯ সেনা নিহত ও ২ সেনা আহত হয়েছে। বিপরীতে মুজাহিদদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ২৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর পরিচালিত একটি শহিদী হামলায় কমপক্ষে ২৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল "শাহাদাহ্ নিউজ" কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হামার-জাজাব জেলায় দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি রেস্তোঁরায় শহিদী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত এবং ১৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এটি লক্ষণীয় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের শহিদী হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া উক্ত রেস্তোঁরাটি রাজধানীর কেন্দ্রীয় কারাগার এবং সুরক্ষা বিভাগ ও গোয়েন্দা সংস্থার অফিসগুলোর নিকটবর্তী একটি দুর্গযুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যেখানে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ব্যাতিত অন্যদের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ পুলিশ কনস্টেবল নিহত

গত ৩ আগস্ট পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের "রাজমাক" সীমান্তে "হিজবুল আহরার" এর টার্গেট কিলার মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ সরকারি বাহিনীর এক পুলিশ কনস্টেবলকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন।

বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, পাকিস্তানের বনু জেলার শাহবাজ আজমত খিলের বাসিন্দা হিদায়াতুল্লাহর ছেলে আহমাদুল্লাহকে টার্গেট করে গুলি চালান মুজাহিদগণ, এতে সে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আলহামদুলিল্লাহ্

হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র ড. আবদুল আজিজ ইউসুফ জাই হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার দায় স্বীকার করে বলেন যে, এই আক্রমণটি "অপারেশন হাক্কানী" এর অংশ। আর আমরা দেশের সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এটা পরিস্কার করে দিতে চাই যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণ চলবেই।

প্রশাসনের সামনেই স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ

সরকারিভাবে মাস্ক ছাড়া কেউ চলাফেরা করতে পারবেন না। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সব কাজ করার নির্দেশনা থাকলেও কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভবনের সামনে করোনা ঝুঁকির মধ্যেই শত শত চা শ্রমিক ভিড় জমান।

তাঁদের মধ্যে ছিল না কোনো স্বাস্থ্যবিধির বালাই। বসেছেন গাদাগাদি করে। মালিক পক্ষের চা বাগান বন্ধ করা নিয়ে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গলবার ৪ আগস্ট বিকেল ৪টায় দ্বিতীয় দফা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শুরু হলে বাইরে হাজারো চা শ্রমিক জড়ো হন। তাঁরা দলে দলে এসে ভিড় করেন উপজেলা চত্বরে। একপর্যায়ে আশপাশের এলাকায় নারী চা শ্রমিকদেরই বেশি দেখা যায়।

মাসজিদ, কুরবানির হাট, ঈদে ঈদগাহে সালাত আদায়, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসায় নাটকীয়ভাবে কঠিন নিয়ম আরোপ করা হলেও হরহামেশাই সরকারি লোকজন ভঙ্গ করছে স্বাস্থ্যবিধি।

অপহরণ করতে গিয়ে ধরা খেলো সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

সিরাজগঞ্জে আলোচিত ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হক বিজয় হত্যা মামলার বাদীকে অপহরণের অভিযোগে আটক কামারখন্দ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পারভেজ রেজা পাভেল ও সাধারণ সম্পাদক মামুন শেখকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বুধবার আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদেরকে জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

এদিকে মঙ্গলবার মামলা দায়েরের জন্য কামারখন্দ থানায় পৌঁছালে থানার ভেতরে ওসির কক্ষে নিহতের বাবা ও তার বড় ভাইকে প্রতিপক্ষরা লাঞ্ছিত করে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিহত বিজয়ের বড় ভাই রুবেল প্রামাণিক জানান, মঙ্গলবার বিকেলে আমরা মামলা দায়েরের জন্য কামারখন্দ থানায় যাওয়ার পথে পাভেলসহ তিনজন আমাদের পিছু নেয়। এসময় আমরা দ্রুত থানায় ওসি সাহেবের রুমে ঢুকে পড়ি। খবর পেয়ে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের বেশকিছু নেতাকর্মী ঘটনাস্থলে চলে আসে এবং একপর্যায়ে তাদের কয়েকজন অফিসের রুমের মধ্যেই আমাকে ও বাবাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং সাদা কাগজে টিপসই নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় ওসি সাহেব ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে বের করে দেয়। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

কামারখন্দ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহিনুর কবির জানান, সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিক থানায় যাই। থানার বাইরে পাভেলের সমর্থক নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ করলেও তারা থানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। এসময় ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করায় মামুন শেখ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে অপহরণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার বিকেলে বিজয় হত্যা মামলার বাদী রুবেলের বাবা আব্দুল কাদের প্রমাণিক বাদী হয় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন। মামলায় ছয়জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরো কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। মামলা হওয়ার পরই থানা এলাকা থেকে অপহরণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি পারভেজ রেজা পাভেল ও মামুন শেখকে গ্রপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। তবে তার কক্ষে বাদীপক্ষের লোকজনকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাটি তিনি অসত্য বলে জানান।

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুন সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের স্মরণে ছাত্রলীগ আয়োজিত দোয়া মাহফিলে যোগ দিতে যাওয়ার পথে শহরের বাজার স্টেশন এলাকায় জেলা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক ও কামারখদ সরকারি হাজী কারপ আলী ডিগ্রি কলেজ শাখার সভাপতি এনামুল হক বিজয়কে মাথায় কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ। ৯ দিন পর ৫ জুলাই তার মৃত্যু হয়। এঘটনায় বড় ভাই রুবেল বাদী হয়ে ছাত্রলীগের ৫ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কালের কণ্ঠ

---

২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে সর্বাধিক মৃত্যু ভারতে

ভারতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। দেশটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গতকাল জানিয়েছে, গেলো ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৮০৩ জন, যা একই সময়ে বিশ্বে যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি।

সংক্রমণে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ৫৭২ জন এবং দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ৫৬১ জনের। এ ছাড়া মেক্সিকোতে মারা গেছে ২৬৬ জন। ভারতে গত পাঁচ দিনে নতুন করে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায়ও নতুন করে আরও ৫২ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এতে দেশটিতে ইতোমধ্যেই করোনা সংক্রমণ ১৮ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৫২ হাজার ৫০ জন। এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৮ লাখ ৫৫ হাজার ৭৪৫। দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৩৮ হাজার ৯৩৮ জন। ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১২ লাখ ৩০ হাজার ৫০৯ জন।

সম্প্রতি দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

দেশটিতে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ২ কোটি পেরিয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে কনট্যাক্ট ট্রেসিং।

এদিকে মহারাষ্ট্রে প্রায় ৯ হাজার নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে। বর্তমান রাজ্যটিতে কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখের বেশি।

আমাদের সময়

আজ শহীদ বাবরি মসজিদের জায়গায় মালাউনদের রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় আজ বুধবার রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মালাউন নরেন্দ্র মোদি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি আগামীকাল অযোধ্যায় যাবেন। সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা থাকবেন তিনি। রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপুজায় অংশ নেবেন তিনি।

১৯৮৪ সালের পর বিজেপির অন্যতম রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা আসলে ছিল অযোধ্যার বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণ। এই অ্যাজেন্ডা সামনে রেখেই ফের উত্থান হয় বিজেপির। এরপর ধর্ম ও বিভক্তিকে মূল সূত্র মেনেই ১৯৯১ সালের নির্বাচনে শতাধিক আসনে জিতেছিল লালকৃষ্ণ আদভানির বিজেপি। এরপরই ঘটে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা।

রামমন্দিরকে ঘিরে তৈরি বিজেপির মূল অ্যাজেন্ডার প্রধান ছিলেন মালাউন লালকৃষ্ণ আদভানি। ১৯৯০-এর দশকে রথযাত্রা বের করে মন্দির ইস্যুকে আলোচনার কেন্দ্রে এনেছিলেন আদভানি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের কাঠামো ধ্বংসের অনুষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। এখনো তাঁর বিরুদ্ধে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে মদদ দেওয়ার মামলা চলছে। চলছে মুরলী মনোহর যোশীর বিরুদ্ধেও।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, দিল্লি থেকে বিশেষ ফ্লাইটে করে বুধবার সকালে অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা দেবেন মোদি। অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে মোদির সঙ্গে থাকবেন আরও চার ব্যক্তি।

বলা হচ্ছে, রুপার তৈরি একটি ৪০ কেজি ওজনের ইট পুঁতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। দেশজুড়ে নতুন করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই এমন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শহীদ বাবরি মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণ মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক: মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী

ভারতের 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'- এর সেক্রেটারি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী বলেছেন, অবৈধভাবে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ শহীদ করার পরে একইস্থানে রামমন্দির নির্মাণ মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক খবর। তিনি মসজিদের স্থলে মন্দির নির্মাণকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

মঙ্গলবার ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রেরিত 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'- এর এক বিবৃতিতে দেশটির শীর্ষ এই আলেম এসব কথা বলেন।

বিবৃতিতে তিনি জানান, বাবরি মসজিদের স্থলে যাতে রামমন্দির নির্মিত না হয়- এজন্য 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে আইনি লড়াই করেছে।এমনকি সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্তের পরে আমরা বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্যও আহবান জানাই, কিন্তু আফসোস হলো- মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়নি- সুপ্রিমকোর্ট এই কথা স্বীকার করার পরও তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরকম ফায়সালা দিয়েছেন।

মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী আরো বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের অসন্তুষ্টি দূর করতে সুপ্রিমকোর্টের পক্ষ থেকে এই রায় এসেছে- এখানে মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করা হয়নি।

সূত্র: মিল্লাত টাইমস

০৪ঠা আগস্ট, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | আল-শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক রাজ্যগুলিতে ঈদুল আযহা উপলক্ষে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের দৃশ্য

দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়াতে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামিক রাজ্যগুলিতে পবিত্র ঈদুল আযহার আনন্দকে বাড়িয়ে দিতে সাধারণ জনগণের জন্য বিনোদনমূলক বিভিন্নধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন রাজ্যগুলোর প্রশাসকগণ।

এসকল রাজ্যগুলোর হাজার হাজার বাসিন্দা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রদর্শনী দেখতে জড়ো হয়েছিল, যেখানে তারা প্রতিযোগিতা, ইসলামী সংঙ্গীত, কবিতা আবৃতি, গেইমস সহ নিজেদের বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া দক্ষতা দেখেছিল, আর এতে প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুরাও অংশ নিয়েছিল। হারাকাতুশ শাবাবের "হিসবা" গ্রুপের সৈন্যরা তাদের ইউনিফর্মে সামরিক কুচকাওয়াজ দেখাতে এতে অংশ নিয়েছিল।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামী রাজ্যগুলির প্রশাসনের অধিনে প্রায়শই এধরণের উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সাধারণত পুরস্কার দিয়ে থাকেন রাজ্য প্রশাসন।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক এসকল অনুষ্ঠানের কিছু ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/08/04/41002/

ছাগলের চামড়া ফ্রি, গরুর ৫০ টাকা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোরবানি পশুর চামড়ার মূল্য তলানিতে নেমে গেছে। চট্টগ্রামে প্রায় ১৫ হাজার নষ্ট চামড়া পরিচ্ছন্ন কর্মীরা নিয়ে ভাগাড়ে ফেলেছেন। এবার জানা গেছে, ঠাকুরগাঁওয়ে গরুর চামড়া বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। কোরবানি দাতাগণ ছাগলের চামড়া ফ্রি দিয়ে দিচ্ছেন।

এ কারণে ঠাকুরগাঁওয়ের বহু দুস্থ ও এতিম চামড়া বিক্রয়ের অর্থ থেকে বঞ্চিত হলো। জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় কোরবানিদাতারা ফড়িয়া বা মৌসুমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের কোরবানির বড় গরুর চামড়া ১৫০-২০০ টাকা, মাঝারি চামড়া ৫০ থেকে ৬০ টাকা ও গাভীর চামড়া ৪০ টাকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়েও কম দামে বিক্রি করেছেন। একটু ত্রুটিপূর্ণ চামড়া ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকায়ও বিক্রি হয়েছে।

এদিকে ছাগলের চামড়া বিক্রি না হওয়ায় কেউ ফ্রি দিয়ে দিচ্ছেন। কিছু কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে, আবার অনেকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছেন।

এবার চামড়ার দাম না থাকায় পশু কোরবানিদাতাদের অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে সদর উপজেলার ফড়িয়ার চামড়া ব্যবসায়ী মাজেদুর রহমান জানান, চাহিদা না থাকায় ছাগলের চামড়া তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি দিয়ে গেছে। তবে লবণ, শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উঠবে কি না এই ভয়ে চামড়া মাটিতে পুঁতে ফেলেছেন তিনি।

মাজেদুর রহমান আরও জানান, কোরবানির পশুর চামড়া কেউ কিনতে চাচ্ছিলেন না। তবে তিনি সাহস করে গরুর চামড়া ৫০ টাকা থেকে তিন-চারশ টাকা দরে কিনেছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন মৌসুমী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, এলাকায় মুচি ছাড়া চামড়ার অন্য কোনো ক্রেতা না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সরকারের উদাসীনতায় দেশের অন্যতম চামড়া ব্যবসায় চরম ধস নেমেছে বলেই মতামত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। আমাদের সময়

https://alfirdaws.org/2020/08/04/40997/

খোরাসান | তালেবানের উপপ্রধান মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার (হাফি.) এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যা বেলায় ইমারতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক কার্যালয়ের প্রধান মুহতারাম মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার (হাফিজাহুল্লাহ্) সহ তালেবানদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলেছে দখলদার আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী "মাইক পম্পেওর"।

কাতারে অবস্থিত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজনৈতিক দপ্তরের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ এ খবর নিশ্চিত করে এক টুইটার বার্তায় বলেছেন, ভিডিও কনফারেন্সে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর ও ইমারতে ইসলামিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী মুহতারাম মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার (হাফিজাহুল্লাহ্) সহ তালেবানদের প্রতিনিধি দল, আন্তঃ আফগান আলোচনার সূচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিনিধি দলের সাথে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরুর জন্য তালেবানদের অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

এছাড়াও, উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইমারতে ইসলামিয়ার ঘোষিত যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে।

এমন সময় উভয় দলের মাঝে এই কথোপকথন অনুষ্ঠিত হলো, যখন ক্রুসেডার আমেরিকার মদদপুষ্ট কাবুলের ঘানি সরকার ৪০০ কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে চুক্তির অনুযায়ী মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এদিকে তালেবান চুক্তি অনুযায়ী ঈদের আগেই কাবুল সরকারের ১০০০ কারাবন্দীকে মুক্তি দেয়া সম্পূর্ণ করেছেন। বিপরীতে কাবুল সরকার ৪৬০০ মুজাহিদকে মুক্তি দেওয়ার পর বাকি কারাবন্দী মুজাহিদদের মুক্তি না দেওয়ার টালবাহানা করে যাচ্ছে। এদিকে তালেবান আন্তঃ আফগান আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে কাবুল সরকারের কারাগারগুলোতে আটক তাদের সব বন্দিকে মুক্তি দিতে বলেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়াকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ২০০১ সালের শেষের দিকে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছিল ক্রুসেডার আমেরিকা । কিন্তু প্রায় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পরেও তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে, বিপরীত তালেবান ২০০১ সালের পূর্বের তুলনায় এখন আরো শক্তিশালি, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত

হয়েছে। পরাজিত হয়েছে অহংকারী ক্রুসেডার আমেরিকা। আর এখন ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করতে না পেরে আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার জন্য খোদ আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো একজন শীর্ষস্থানীয় মার্কিন কর্মকর্তা সেই তালেবানের সঙ্গে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে। আল্লাহু আকবার।

শাম | মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে মুসলিম শিশুদের ঈদ উৎসবের দৃশ্য

আল-কায়েদা সমর্থিত শামী (সিরিয়ান) জিহাদী জামা'আত "আনসার আল-ইসলাম" এর জানবায মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে মুসলিম শিশুদের ঈদ উৎসবের দৃশ্য।

শিশুদের সাথে ঈদ আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে তাদেরকে বিভিন্নধরণের খেলনা উপহার দেন মুজাহিদগণ। যেই চিত্রগুলো ক্যামেরায় ধারণ করেছেন "আল-আনসার" মিডিয়া কর্মীগণ।

https://alfirdaws.org/2020/08/04/40990/

০৩রা আগস্ট, ২০২০

উইঘুর-তুরস্ক| জোরপূর্বক ৫০,০০০ উইঘুর মুসলিমকে কমিউনিস্ট চীনের কারাগারে প্রেরণ করেছে এরদোগান

তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া ৫০,০০০ উইঘুর মুসলিম শরণার্থীদের জোরপূর্বক কমিউনিস্ট চীন সরকারের কারাগারে প্রেরণ করেছে তথাকথিত মানবতার ফেরিওয়ালা মিস্টার এরদোগান।

এরদোগানের প্রাক্তন সহযোগী ও প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাভোগোগলু এক ভিডিও কনফারেন্সে জানিয়েছে, কমিউনিস্ট চীনের জবরদখকৃত পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তুরস্কে আশ্রয় নেয়া ৫০ হাজার উইঘুর মুসলিমকে কমিউনিস্ট চীনের কাছে হস্তান্তর করেছে এরদোগান।

উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে সচেতন কিছু সংবাদ মাধ্যম দাবি করছে যে, চীনের জবরদখকৃত পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর কয়েক লক্ষাধিক উইঘুর মুসলিম তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের মাঝে প্রায় এক লক্ষাধিক মুসলিমকে চীনের কাছে ইতিমধ্যে হস্তান্তর করেছে এরদোগান। তুরস্কে আশ্রয় নেয়া বাকি উইঘুরদেরকেও বন্দী করতে শুরু করেছে তুরস্ক। খুব শীগ্রই তাদেরকেও সেই একই ভাগ্য বরণ করতে হবে, যা প্রায় ২০ লাখ উইঘুর মুসলিমদের ভাগ্যে জুটেছিল। যাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সাম্যবাদী চীনের কারাগারে ধর্মান্তরিত ও প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হওয়া। যেমনটি আহমেদ দাভোগোগলুর তার বক্তব্যে বলেছিল।

"দ্য টেলিগ্রাফ" এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তাজিকিস্তানের মতো তৃতীয় দেশগুলির মধ্য দিয়ে উইঘুর শরণার্থীদের চীন দেশে ফিরত পাঠাচ্ছে তুরস্ক। যার সত্যায়ন করেছে আহমেদ দাভোগোগলুর।

সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি মিস্টার এরদোগান " উইঘুর মুসলিমদেরকে চীন প্রত্যাবর্তনের আগে তৃতীয় দেশগুলোতে প্রেরণ করার মাধ্যমে চীনকে উইঘুর মুসলিমদের বন্দী করতে সহায়তা করছে"।

কয়েক দশক ধরে উইঘুর মুসলমানরা চীনের দমন নিপীড়ন ও জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বাঁচতে তুরস্কে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। তাদের অনেকেই আবারো পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন চীনের কারাগারগুলো থেকে, মিডিয়াতে দেওয়া তাদের সাক্ষাতকারগুলোতে বিভিন্ন সময় উঠে আসে নানাধরণের নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার মত ঘৃণ্য অপরাধসমূহ। যেসকল কারাগারগুলিতে আটক করে রাখা হয়েছে ২০-৩০ লক্ষাধিক মজলুম উইঘুর মুসলিমদেরকে, যাদেরকে সেখানে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

মানবতার ফেরিওয়ালা এরদোগান নিজেকে একজন বিশ্বব্যাপী ইসলামী নেতা হিসাবে পরিচয় দিলেও ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে তার জগণ্যতম অপরাধনামা। যার কার্যকারিতা ঘটানো হচ্ছে আফগানিস্তান, শাম, সোমালিয়া, মালি ও নাইজারে ক্রুসেডারদের পক্ষ্য নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে। একসময় মিডিয়ার সামনে উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে চীনা পদক্ষেপকে “গণহত্যা” বলে অভিহিত করলেও এখন সেই মুসলিমদেরকেই চীনের কাছে হস্তান্তর করছে এরদোগান।

অনেক বিশ্লেষকরা বলেছে যে সম্ভবত চীনা বিনিয়োগের জন্য আঙ্কারা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্ররোচিত, আর একারণেই আঙ্কারা উইঘুরদেরকে চীনের কাছে হস্তান্তর করে চীনের কাছে নিজেদের একটি ভালো ইমেইজ তৈরি করতে চাচ্ছে। (যেমনটি মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগাচ্ছে এরদোগান)

"দ্য টেলিগ্রাফ" ৫৯ বছর বয়সী আইমুজি কুওয়ানের একটি ঘটনা উল্লেখ করে জানিয়েছে যে, "আইমুজি কুওয়ান" চীন ছেড়ে পালিয়ে এসে তুরস্কে অভয়ারণ্য খুঁজছিলেন এবং আশ্রয় শিবিরে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ গত

গ্রীষ্মে অদৃশ্য হয়ে যান তিনি, পরে তাকে খোঁজে পাওয়া যায় তুরস্কের "ইজমির" নগরীর একটি আটক কেন্দ্রে। আর সেখান থেকেই তাকে তাজিকিস্তানে ফিরিয়ে দেয় তুরস্ক। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার পরিবারের নিয়োগপ্রাপ্ত একজন আইনজীবী। উক্ত আইনজীবী আরো জানান, "কুওয়ান"কে তাজিকিস্তান থেকে চীনে প্রেরণ করা হয়েছে।

টেলিগ্রাফের খবরে বলা হয়, অন্য এক উইঘুর মহিলা জিন্তেগুল তুরসুনকেও গত বছর তুরস্ক থেকে তাজিকিস্তানে চীনে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি তুরস্ক, বরং শামে হিজরতকারী চীনে মুসলিমদেরকে ও তাদের পরিবারগুলোর অনেক সদস্যদেরকেই বিভিন্ন সময় তুরস্ক ও সিরিয়ার ইদলিব থেকে বন্দী করার পর চীনের কাছে হস্তান্তর করারও নজির রয়েছে।

উইঘুরদের বিরুদ্ধে চীনা অনুরোধ মেনে চলা তুর্কি সরকারের ব্যাপারে এটিই প্রথম কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন নয়।

মার্কিন সরকারী গণমাধ্যম ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও মার্চ মাসে জানিয়েছিল যে, উইঘুরদের সাথে চীনা সম্পর্কের দীর্ঘদিনের সমালোচক উইঘুর শরণার্থী "আবদুর রহিম ইমন পারাচ"কে তুরস্কের পুলিশ সদস্যরা ইস্তাম্বুলে গ্রেপ্তার করেছিল। যারা "তাকে চীনের বিরুদ্ধে কথা না বলার জন্য চাপ দিয়েছিল।"

পাকিস্তান | মুজাহিদদের মাইন হামলায় মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি ধ্বংস, সকল আরোহী নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম "তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর মাইন মাস্টার মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার, টিটিপির "এমএসজি" গ্রুপের সাথে যুক্ত মাইন মাস্টার মুজাহিদগণ ঐদিন রাতে মাহমান্দ এজেন্সী ও বাজুর এজেন্সীর সীমান্ত এলাকায় ডলারখোর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে গাড়িতে থাকা ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম নাপাক বাহিনীর সকল সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়। আর গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর অন্যান্য ডলারখোর সৈন্যরা মুজাহিদদের টার্গেট করে ভারি গুলা বর্ষণ করতে শুরু করে, কিন্তু মহান রবের অনুগ্রহে কোন মুজাহিদই হতাহতের শিকার হননি। সবাই নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

মালি | মুজাহিদদের সাথে এক লড়াইয়ে ১৪ আইএস সন্ত্রাসী নিহত, বন্দী আরো ২২ সন্ত্রাসী

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে মুজাহিদদের সাথে এক লড়াই সংগঠিত হয় খারেজী গোষ্ঠী আইএস সন্ত্রাসীদের, এসময় মুজাহিদদের হাতে ১৪ আইএস সদস্য নিহত এবং ২২ আইএস সদস্য মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে।

আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম "আল-হারাক ও আস-সাগুর" মিডিয়ার প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই মালির "জুসী" অঞ্চলে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ও খারেজী গোষ্ঠী আইএস সন্ত্রাসীদের সাথে একটি লড়াই সংগঠিত হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় যে, জারিসা অঞ্চলে বেশ কিছুদিন যাবত মুজাহিদদের সমর্থক সাধারণ মুসলিমদেরকে হত্যা ও তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করে আসছিল আইএস সন্ত্রাসীরা। এদিকে আল-কায়েদা মুজাহিদিনও আইএসদের অবস্থান ও গোপন ঘাঁটির সন্ধান চালাচ্ছিলেন।

এদিকে হঠাৎ গত ৩১ জুলাই জারিসা শহরের ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ সাধারণ মুসলিমদের উপর হামলা চালাতে আসে আইএস সদস্যরা, আর সংবাদটা খুব দ্রুতই পৌঁছে যায় আল-কায়েদা যোদ্ধাদের কাছে। সংবাদ পেয়েই মুজাহিদগণ পুলো এলাকা অবরুদ্ধ করে ফেলেন এবং আইএস সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র আত্মসমর্পণের আহ্বান করেন। কিন্তু তারা সেটা না করে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে ফায়ার করতে শুরু করে। ফলে মুজাহিদগণও আইএস সন্ত্রাসীদের উপর হামলা চালাতে বাধ্য হন।

ঐদিন দীর্ঘ ২ঘন্টা যাবৎ আইএস সন্ত্রাসীদের সাথে লড়াই হয় মুজাহিদদের। অবশেষে মুজাহিদগণ মহান রবের সাহায্যে সন্ত্রাসীদের উপর বিজয় লাভ করেন এবং তাদের ১৪ সদস্যকে হত্যা এবং ১২ সদস্যকে আহত অবস্থায় মোট ২২ আইএস সদস্যকে বন্দী করতে সক্ষম হন।

পরে নিহত আইএস সন্ত্রাসীদের জানাযা শেষে মুসলিমদের কবরস্থানে মুজাহিদগণ তাদেরকে দাফন করেন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় এক পুলিশ অফিসার নিহত, আহত আরো এক পুলিশ সদস্য

পাকিস্তানের করাচী শহরে হিজবুল আহরার মুজাহিদদের হামলায় এক পুলিশ অফিসার নিহত এবং অন্য এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

গত ৩১ জুলাই পাকিস্তানের করাচী শহরের "নাদরান" এলাকায় মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মোটরবাইকে সোয়ার অবস্থায় দুই পুলিশ সদস্যের উপর ঐ হামলার চালানো হয়েছিল। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর "ইয়ার মুহাম্মদ" নামক এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়, আহত হয় তার অন্য এক সহযোগী পুলিশ সদস্য।

এদিকে টিটিপির অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত "জামা'আত হিজবুল আহরার" এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গত জুলাই মাসে শুধু করাচীতেই মুজাহিদদের হামলায় ৫ পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্র তৈরির একটি ঘাঁটিতে মুজাহিদদের সফল হামলা

আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদিন ইয়ামানে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ও অবস্থানস্থল তীব্র হামলা চালাচ্ছেন।

"আস-সাবাত" সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, গত ২৮ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮টায় ইয়ামানের কাইফাহ শহরে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুতী (শিয়া) বিদ্রোহীদের একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে মাঝারিধরণের অস্ত্রের দ্বারা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদগণ। এতে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিকে গত ১লা আগস্ট কাইফা শহরে অবস্থিত আল-মানশাহ স্কুলেও হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদগণ। দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রেখে সেখানে রকেট, গ্রেনেড ও মাঝারি ধরণের অস্ত্র তৈরি করে আসছিল মুরতাদ হুতী শিয়া বিদ্রোহীরা। অবশেষে গত শনিবার মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্র তৈরির এই ঘাঁটিটিতে ৩ দফায় সফল হামলা চালিয়ে ঘাঁটিতে থাকা অধিকাংশ সরঞ্জামাদি ও গুলাবারুদ ধ্বংস করে দিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদগণ।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদদের পৃথক ৪টি হামলায় ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আফ্রিকা ভিত্তিক একাধিক সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ২ আগস্ট রবিবার মালিতে ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম" এর জানবায মুজাহিদিন।

দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে "আফ্রিকা ইনফো" জানিয়েছে, মধ্য মালির "আদিয়াবেলি" এবং কুমাকোয়া" শহর দুটিতে মুরতাদ বাহিনীর দুটি সেনা শিবিরে আক্রমণ চালিয়েছে আল-কায়েদা (মুজাহিদিন) যোদ্ধারা। এসময় মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্রধারী তীব্র হামলা চালান মুরতাদ বাহিনীর উপর। দেশটির সামরিক বাহিনী দাবী করছে যে, মুজাহিদদের উক্ত হামলা দুটিতে তাদের ৫ সেনা নিহত এবং আরো ৫ সেনা আহত হয়েছে।

অন্যদিকে বেসামরিক ও মুজাহিদদের সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবি করছে যে, উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১২ সৈন্য নিহত এবং ৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিবে "সাবাত ও আল-আখবার" সাংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, একইদিনে মালির "সাইফু" শহরে দুই পর্বে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন "জিএনআইএম" এর মুজাহিদিন। এতে মুজাহিদদের প্রথম পর্বের হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত হয়, তবে তার নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জানা যায়নি। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ৭টি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে "সাইফু" শহরে মুজাহিদদের দ্বিতীয় পর্বের অভিযানে নিহত হয়েছে ৮ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ২ সেনা সদস্য। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর ৪টি কামান।

ঈদের দিনেও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুপক্ষে সংঘর্ষ, নিহত ২

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় কেশবপুর ইউনিয়নের সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে স্থানীয় দুজন কর্মী মারা গেছেন। পূর্ববিরোধের জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে।

গতোকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ ঘটনায় নিহত স্থানীয় ওই দুই আওয়ামী লীগ কর্মীর নাম রাকিব উদ্দিন নোমান (৩৩) ও ইশাদ তালুকদার (২৪)। তারা দুজন সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

দুজনের নিহতের ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে আবারও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।

স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কেশবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পক্ষে বিরোধ চলছিল। গত শুক্রবার দুই পক্ষের মধ্যে একবার সংঘর্ষ ঘটে। জহির নামে সাধারণ সম্পাদকের পক্ষের এক কর্মী আহত হন। তারই জের ধরে আজ সন্ধ্যা সাতটার দিকে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাকিব ও ইশাদ এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন। তাদের স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। রাত ৯টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মারা যান। এখবর ছড়িয়ে পড়লে ফের সংঘর্ষের চেষ্টা করে দুই পক্ষ।

সূত্র: আমাদের সময়

ফটো রিপোর্ট | ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মুসলিমদের মাঝে কুরবানির পশুর গোস্ত বিতরণ করছেন মুজাহিদগণ

আল-কায়েদা সমর্থিত শামী জিহাদী জামা'আত "আনসার আল-ইসলাম" এর মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত ইদলিব ও তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলে মুসলিমদের মাঝে কুরবানির পশুর গোস্ত বিতরণ করছেন।

পশু কুরবানি করা ও তারপর তা সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করার কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন "আল-আনসার" মিডিয়া কর্মীগণ...

https://alfirdaws.org/2020/08/03/40963/

এবারো ‘পানির দরে’ কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি, গরীবের পেটে লাথি

ইসলাম বিদ্বেষী সরকার মহলের কারণে এবারো ‘পানির দরে’ কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি হয়েছে। প্রকারভেদে প্রতিটি গরুর চামড়া ১০০ থেকে ৪০০ টাকা ও ছাগলের চামড়া৫ থেকে ১০ টাকায় কেনা হয়েছে।

এবার মৌসুমী ব্যবসায়ীদের দেখা যায়নি। বগুড়ায় শনিবার বড় বড় ব্যবসায়ীরা দোকান বা রাস্তার পাশে বসে দিনভর চামড়া কিনেছেন। মূল্য কম হওয়ায় অনেক কোরবানিদাতা চামড়া বিক্রি না করে মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন।

চামড়ার বাজারে ধস নামায় দুস্থরা বঞ্চিত হয়েছেন। আলেম সমাজ ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন।

খোঁজ নিয়ে ও সরেজমিন শহরের চকসুত্রাপুর, বাদুড়তলা, ১নং রেলগেট এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, বেলা ১১টার পর থেকে চামড়া কেনাবেচা শুরু হয়। গরুর চামড়া ১০০ টাকা (গাভী) থেকে ৪০০ টাকায় (ষাঁড়) বিক্রি হয়। তবে বড় সাইজের গরুর চামড়া (২৫-৩০ বর্গফুট) ৫০০ থেকে ৫৫০টাকায় কেনা হয়েছে। ছাগলের চামড়া বিক্রি হয়েছে, ৫ টাকা থেকে ১০ টাকায়। ভেড়ার চামড়ার দাম দেয়া হয়নি। বিক্রেতারা গরু বা ছাগলের চামড়ার সঙ্গে ফ্রি দিয়ে গেছেন।

শনিবার বিকালে কাহালুর বীরকেদার গ্রাম থেকে আবদুর রহিম, সারিয়াকান্দির হাটফুলবাড়ির ফিরোজ মাহমুদ, সোনাতলার হলিদাবগার আবদুল মোত্তালিব, শিবগঞ্জের বুড়িগঞ্জে লতিফুর রহমান প্রমুখ শহরের বাদুড়তলায় বিক্রি করতে আসেন। তারা জানান, গত বছর চামড়ার বাজারে ধস নামে। এ বছর মূল্য আরও কম। তাদের আনা প্রতিটি চামড়ার দাম থেকে ১০০ থেকে ৩৫০ টাকার বেশি দেয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা চামড়া দিয়ে গেছেন।

এদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন, চামড়া বিক্রি করে ভটভটি ভাড়ার টাকা উঠেনি।

বগুড়া শহরের সুলতানগঞ্জপাড়ার নুর ইসলাম, নুজহুল ইসলাম, সায়েদ আলী শেখ, কাটনারপাড়ার কামরুল ইসলাম, নুরানী মোড়ের রুহুল আমিন, ফুলবাড়ির আবদুর রশিদ প্রমুখ জানান, তারা ৪৫ থেকে ৮০ হাজার টাকায় গরু কেনেন। এবার মৌসুমি ক্রেতাদের কেউ বাড়িতে চামড়া কিনতে আসেনি। বাদুড়তলায় চামড়ার

বাজারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন মূল্য অনেক কম। তাই তাদের কোরবানির পশুর বিক্রি না করে স্থানীয় মাদ্রাসায় দান করেছেন।

সুলতানগঞ্জপাড়ার দর্জি ফিরোজ জানান, তাদের ৬৫ হাজার টাকায় কেনা সৌখিন গরুর চামড়া অনেক বার্গেনিং করে ৩০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন, অনেকে।

তারা দুঃখ করে বলেন, চামড়ার বাজার ধস নামায় এ বন্যা ও করোনাকালে দুস্থরা বঞ্চিত হলেন। গরীবের পেটে লাথি দেয়া হল।

শহরের বাদুড়তলার চামড়া ব্যবসায়ী মো. সবুর জানান, তিনি ১০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা দরে গরুর চামড়া ও ১০ থেকে ১৫ টাকায় ছাগলের চামড়া কিনেছেন। তিনি ভেড়ার চামড়া নেননি।

তিনি আরও বলেন, গত বছরের চেয়ে এবার চামড়ার বাজার মন্দা। তবে সব চামড়া ব্যবসায়ী বাজার ধসের জন্য ঢাকার ট্যানারি মালিকদের দায়ী করেন।

তারা বলেন, তাদের অনেক পাওনা বকেয়া রয়েছে। গত বছরের ১০ লাখ টাকা পাওনা থাকলেও চামড়া কেনার স্বার্থে ২-৩ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এবারও অধিকাংশ চামড়া বাকিতে দিতে হবে। এ কারণে তারাও বাধ্য হয়ে কম দামে চামড়া কিনেছেন।

এদিকে চামড়ার বাজার ধস ও মূল্য কম হওয়ায় আলেম সমাজ ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। অনেক আলেম বলেছেন, চামড়ার বাজার দর না থাকায় এতিম মাদ্রাসাগুলোতে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে।

ঠনঠনিয়া বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আশরাফ বিন মুবারক সিদ্দিকী ও জেলা ইমাম-মুয়াজ্জিন সমিতির সভাপতি বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব মুফতি মাওলানা আবদুল কাদের বলেন, অনেক কোরবানিদাতা চামড়া বিক্রির টাকা মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংএ দান করে থাকেন। কিন্তু গত বছর থেকে চামড়ার মূল্যে ধস নামায় আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে।

এছাড়া এলাকার দুস্থরা মালের (চামড়া) টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

০২রা আগস্ট, ২০২০

শাদ | মুজাহিদদের বোমা হামলায় ১ ফরাসী ক্রুসেডার নিহত, গাড়ি ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ শাদের "এনডাজামেনা" বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে রেফ্রিজারেশন ইউনিটে কর্মরত এক ফরাসী ক্রুসেডার সৈন্য মুজাহিদদের বোমা হামলায় নিহত হয়েছে।

"আফ্রিকা ইনফো" এর প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১লা আগস্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শাদের রাজধানী "আহাদিয়ায়" সামরিক বাহিনীর গাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হয় "অ্যান্ডি ভিলার" নামক এক ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে, ফরাসী ক্রুসেডার "অ্যান্ডি ভিলার" এর হত্যার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালছে।

বেসরকারি কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম দাবী করছে যে, শাদে সাম্প্রতিক সময় এধরণের হামলা বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম"। তারা ধারণা করছেন এই হামলাটিও আল-কায়েদা যোদ্ধাদেরই কাজ।

ইয়ামান | মুরতাদ হুতী বাহিনীর ১টি গাড়ি ও বিমান ভূপাতিত করেছেন মুজাহিদগণ

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর জানবায মুজাহিদিন ও ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের মাঝে সাম্প্রতিক সময় ইয়ামেনে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে।

এরই ধারাবাকিতায় গত ২৯ জুলাই বুধবার ইয়ামানের কাইফা অঞ্চলে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয় আল-কায়েদা মুজাহিদদের, এসময় মুরতাদ হুতী বাহিনী স্থলপথে ভারি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভিযানের পাশাপাশি আকাশ পথেও মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে কোন মুজাহিদ হতাহত হননি।

বিপরীতে মুজাহিদদের কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে মুরতাদ স্থলপথের যুদ্ধে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর একটি বিমান ভূপাতিত করেছেন মুজাহিদগণ, আলহামদুলিল্লাহ্।

গোমাংস বহনের সন্দেহে ভারতে পুলিশের সামনেই মুসলিম চালককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে, এমনই সন্দেহে এক ট্রাক চালককে পুলিশের সামনেই বেদম পেটাল গো-মূত্র পানকারী সন্ত্রাসী দল। স্রেফ সন্দেহের বশে ঘটা এমন নৃশংস ঘটনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আশপাশের মানুষ ও পথচারীরা। কেউ রোখার জন্য এগিয়ে এলেন না। কারণ ওই ট্রাকে করে যাচ্ছিল মহিষের মাংস।

শুক্রবার সকালে ভারতের রাজধানী দিল্লির কাছেই গুরগাঁওতে এই ঘটনা ঘটে।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়, ওই লোকের নাম লোকমান। তিনি ট্রাক চালক। গো পূজারীরা সন্দেহ করেন যে তিনি ট্রাকে করে গরুর মাংস নিয়ে যাচ্ছেন। এই সন্দেহে তাকে ধাওয়া করে গ্লিস্টেনিং টাওয়ারের সামনে আটক করে। তারপরেই সেই মুসলিম ট্রাক চালককে নামিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়।

তবে পরে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, সেই মাংস ছিলো মোষের।

পুলিশ সূত্রে খবর, লোকমানকে বাদশাহপুর গ্রামে নিয়ে আরও একবার প্রহার করা হয়েছিল।

ট্রাকের মালিকের অভিযোগ, 'ওটা মোষের মাংস। প্রায় পাঁচ দশক ধরে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা।'

২০১৫ সালে এভাবেই দাদরিতে গো-মাংস পাচার সন্দেহে আখলাক নামে এক মুলিম প্রৌঢ়কে মালাউনরা পিটিয়ে মেরেছিল।

ফটো রিপোর্ট | আল-শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাজ্যসমূহে মুসলিমদের ঈদ উৎসবের দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাজ্যের মুসলিমগণ মুজাহিদদের নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঈদুল আযহার সালাত আদায় সম্পূর্ণ করেছেন। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাজ্যগুলোর মুসলিমদের ঈদ উৎসবের কিছু ফটোও প্রকাশ করেছেন।

ঈদুল আযহার সালাত ও ইদগাহের দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2020/08/02/40951/

ঈদের নামাজে মসজিদে ইব্রাহিমে তালা দিলো দখলদার ইসরাইল।

ঈদের নামাজে বাধা দিতে মসজিদে ইব্রাহিমে তালা দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম এর বরাতে জানা যায়, সকালে অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের হেব্রন শহরে মসজিদ ইব্রাহিমে ঈদের নামাজ পড়তে বাধা দেয় সন্ত্রাসী ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

মুসল্লিরা সকালে মসজিদে নামাজ পড়তে আসলে ইসরাইলের সেনাবাহিনী বাধা দেয়। পরে মসজিদে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। ফলে মসজিদে নামাজ পড়তে না পেরে মসজিদের বাহিরে নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।

ঈদের নামাজের পর আল আকসা থেকে ৬ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরাইল

পবিত্র মসজিদুল আকসায় ঈদের নামাজ পড়তে আসা ৬ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

শুক্রবার (৩১ জুলাই) ঈদুল আজহার নামাজ শেষে ফিলিস্তিনের আল আকসা প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে।

ডাব্লিউএএফএর তথ্যমতে, ফিলিস্তিনিরা ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঈদের নামাজে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদুল আকসায় গমন করে।

ঈদের নামাজের খুতবায় জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, মসজিদুল আকসা এবং এর প্রাঙ্গণ একান্তই মুসলমানদের। কোনো সন্ত্রাসী ও দখলদারদের সাথে এটিকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার কোনো মানে হয় না। বৈদেশিক অবৈধ দখল থেকে এই পবিত্র ভূমি ও মসজিদকে রক্ষায় আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

এই বক্তব্য শুনে উগ্র ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের টেম্পল মাউন্ট নামী একটি দল ক্ষেপে যায় এবং মসজিদ প্রাঙ্গণে ফিলিস্তিনিদেরকে হেনস্তা করার জন্য তারা তাদের উগ্র ইহুদি সন্ত্রাসীদেরকে তিশাবা'ফ দিবসের (ইহুদিদের একটি দিবস) পবিত্রতা রক্ষার নাম করে আরো ক্ষেপিয়ে তুলে।

পরবর্তীতে মসজিদ প্রাঙ্গণে উগ্র ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের জঘন্য কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে ফিলিস্তিনিরা প্রতিবাদ জানাতে থাকলে সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে সামনে এগিয়ে আসে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা।

সেনাদের ছত্রছায়ায় সেই সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিনিদের লাঞ্চিত করতে থাকে। ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদ জোরালো হতে থাকলে এক পর্যায়ে দখলদার সেনারা ৬ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।